তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রথম প্রকাশ
মাঘ—১৩৬৬

বিখ্যাত বিচার

ও

তদন্ত-কাহিনী

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

—অন্যান্য গ্রন্থ—

অপরাধ-বিজ্ঞান

১ম—৮ম খণ্ড।

১ম খণ্ড—৬৲ ৫ম খণ্ড—৬৲

৬ষ্ঠ খণ্ড—৫৲

অন্যান্য প্রতি খণ্ড—৪৲

হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান ৫৲

মুণ্ডহীন দেহ ৩·২৫

বিখ্যাত বিচার ও

তদন্ত-কাহিনী (১ম) ৩৲

বিখ্যাত বিচার ও

তদন্ত-কাহিনী (২য়) ৩৲

অন্ধকারের দেশে ৩·৫0

দুই পক্ষ ২·৫0

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

এই পুস্তকে কুখ্যাত একটি ডাকাতদল কর্তৃক সমাধিত কয়েকটি লোমহর্ষক সাঙ্ঘাতিক অপরাধের কাহিনী সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এরা কলিকাতা শহরে রেড্ হট স্করফিয়ন গ্যাঙ্গ বা অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান ডাকাত দল নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হয়েছিল। এদের দ্বারা জঘন্য অপরাধসমূহ সজ্ঘটিত হলেও এদের অধিকাংশই ছিল সং-বংশোদ্ভব ভদ্র সন্তান। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা প্রত্যেকেই শনৈ শনৈ নিষ্ঠুর বোম্বেটে ও খুনে ডাকাতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। মানুষ মরে কেন, পাগল হয় কেন, অপরাধী হয় কেন—এই প্রশ্ন যুগে যুগে মানুষের মনে উদয় হয়েছে। কিন্তু এই কেন-র উত্তর আজ পর্যন্ত কেউই দিতে পারে নি। এই সব হতভাগ্য যুবকদের বিভীষিকা পূর্ণ অপরাধ-জীবন সম্বন্ধে বলবার আগে এই কেন-র যৎসামান্য উত্তর এই মুখবন্ধে আমি বলে রাখতে চাই। এইটুকু পূর্বে পড়ে নিলে পাঠকদের বরং এদের প্রতি ঘৃণার বদলে সহানুভূতির উদ্রেক হবে। এই জন্যে আমি মূল ঘটনাসমূহ বিবৃত করার পূর্বে এদের এই সব রোগের প্রকৃত কারণ ও উহার প্রতিষেধ সম্বন্ধে যৎসামান্য তথ্য লিপিবদ্ধ ক'রলাম। এই সব বৈজ্ঞানিক তথ্য পূর্বাহ্নে জ্ঞাত থাকলে পাঠকদের এই সব অপরাধীদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে সুবিধে হবে।

বর্তমান কালীন সভ্য মানুষ আদিম মনুষ্য হতে সৃষ্ট হয়েছে। এ কথা অধুনাকালে বৈজ্ঞানিক মাত্র স্বীকার করেন। আজকালকার

বহু অপরাধ তৎকালে বীরত্ব বা বাহাদুরীর কায বলে স্বীকৃত হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের সমাজ ব্যবস্থা বদলে যায়। মানুষ ক্রমে সভ্যপদবাচ্য হয়ে উঠে। তারা তাদের বহু আদিম অভ্যাস ধীরে ধীরে ত্যাগ করেছে। কিন্তু তারা তাদের এই সব আদিম স্পৃহা বাহ্যত ত্যাগ করলেও মনের অন্তর্দেশ হতে তারা তা আজও পর্যন্ত দূরীভূত করতে পারে নি। তাদের প্রতিরোধ শক্তির হানি ঘটলে যে কোনও মুহূর্তে উহা প্রকট হয়ে উঠে।

পৃথিবীতে বেঁচে বা টিকে থাকতে সকলেই চায়। শুধু নিজে বেঁচে থাকলে হবে না। সত্যকারের বেঁচে থাকতে হলে বংশ রেখে যেতে হবে। শত শত টন ওজনের বিরাট অর্ণবপোত একদিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা তার বংশের ধারার মধ্য দিয়ে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে। এই জন্য পৃথিবীতে পুরুষানুক্রমে বেঁচে থাকতে হলে নারী ও আহার্য—এই দুইটি জিনিস হচ্ছে অপরিহার্য। পূর্বকালের পৃথিবীতে নারীর সংখ্যা ছিল পুরুষের অপেক্ষা অল্প। কৃষিকার্য না জানায় তাদের আহার্যও কষ্টে সংগ্রহ করতে হয়েছে। এই সব আদিম মানুষদের মধ্যে যাহারা সাহসী ও শক্তিশালী ছিল তারা এই আহার্য ও নারী বল প্রয়োগে সংগ্রহ করেছে। এদের মধ্যে যারা দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির ছিল তারা খাদ্য সংগ্রহ করেছে চুরি করে। আর বংশ রক্ষার্থে এরা গোপনে অপরের ভোগ্য নারীর সহিত সংসর্গ করেছে। কালক্রমে সমাজ এই সকল অপকার্যকে অপরাধ বলে স্বীকার করে এবং এই সকল অপরাধকে দমন করতে সচেষ্ট হয়। এই সকল বাধা নিষেধের ফলে বর্তমান কালীন সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। এই সব স্পৃহা মানুষ দমন করলেও উহা তারা তাদের অন্তর্দেশ হতে বিদূরিত করতে পারে নি। সাধারণত আমরা এই উভয় প্রকার

স্পৃহাই মানুষের মধ্যে দেখে থাকি। এর কারণ এই যে প্রাচীন কাল হতে এই উভয়বিধ স্পৃহা সম্পন্ন মানব ও মানবীদের মধ্যে বংশ-পরম্পরায় মিলন ঘটেছিল। এইজন্য আজ আমরা প্রতিটি মানব-মানবীদের মধ্যে সুপ্ত বা জাগ্রত রূপে এই উভয়বিধ স্পৃহারই কমবেশি সন্ধান পেয়ে থাকি। এই জন্য আমি এই অপস্পৃহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি, যথা, (১) শোণিত স্পৃহা এবং (২) দ্রব্য স্পৃহা। প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে এই উভয়বিধ স্পৃহার আবির্ভাব কখনও কখনও পৃথক পৃথক ভাবে ঘটলেও প্রায়শ ক্ষেত্রে উহারা একত্রে উপগত হয়েছে। এমন কি এই স্পৃহা দ্বয়ের পরিমাপের তারতম্যও এদের মধ্যে দেখা গিয়েছে। অপরাধীদের প্রথম অবস্থায় উহা একত্রে দেখা গেলেও উহাদের শেষ অবস্থায় [ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু] এই স্পৃহাদ্বয় পৃথক পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এই দ্রব্য স্পৃহার কারণে মানুষ চুরি চামারি প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করে থাকে। এই শোণিত স্পৃহার কারণে মানুষ খুন জখম বলাৎকার প্রভৃতি ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সমূহ সঙ্ঘটিত করে।

আমাদের অন্তর্নিহিত এই অপরাধ স্পৃহা যে 'দ্রব্য স্পৃহা' এবং 'শোণিত স্পৃহা' এই দুইটি মূল বিভাগে বিভক্ত তাহা নিম্নোক্ত উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে।

(১) কোনও দেশে যখন খাদ্যের অভাব ঘটে তখন সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং সেই অনুপাতে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সমূহ কমে যায়। কিন্তু সেই দেশে খাদ্যের প্রাচুর্য ঘটলে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা কমে যায় এবং সেই অনুপাতে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সমূহ বেড়ে যায়।

[এইখানে তথ্য তালিকা সংগ্রহের সময় পেশাদারী অপরাধীদের কৃত অপরাধ সমূহের সংখ্যা বাদ দিতে হবে। এর কারণ এই যে অপরাধ করাই তাদের পেশা। অর্থাৎ একমাত্র অপরাধের দ্বারাই তারা জীবিকা অর্জন করে থাকে। উপরোক্ত মতবাদ প্রমাণের জন্য কেবল মাত্র দৈব এবং অভ্যাস অপরাধীদের দ্বারা কৃত অপরাধের সংখ্যা ধর্তব্য হবে।]

(২) এমন অনেক ঔষধ বা আরক আছে যার দ্বারা মানুষের সুপ্ত অপরাধ স্পৃহা কৃত্রিম উপায়ে জাত করা সম্ভব। এইখানেও দেখা গিয়েছে যে একশ্রেণীর ঔষধ বা আরক মানুষের শোণিত স্পৃহার বহির্গমনের সহায়ক এবং অপর শ্রেণীর ঔষধ বা আরক উহাদের দ্রব্য স্পৃহার বহির্গমনের সহায়ক। কোকেন এমন একটি ঔষধ যা নিয়মিত সেবন করলে মানুষের সুপ্ত দ্রব্য স্পৃহা জাগ্রত হয়ে উঠে। অন্যদিকে মাদক দ্রব্যাদি সেবন করলে মানুষের শোণিত স্পৃহা বহির্গত হয়। এই জন্য কোনও এলাকায় বেআইনি কোকেন বিক্রয় চালু হলে সেইখানে চুরি চামারির সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। অপর দিকে কোন স্থানে বেআইনি মাদক দ্রব্যের বহুল প্রচলনের সঙ্গে সেইখানে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ হামেশা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এই সব দ্রব্যের একটির বা অপরটির নির্বিচার বিক্রয় সৎ পুলিশ অফিসারদের চেষ্টায় বন্ধ হওয়া মাত্র এই সকল অপরাধের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রূপে হ্রাস ঘটেছে।

[এর কারণ কোকেনাদি মানুষের মস্তিষ্কের দ্রব্য-স্পৃহা সম্পর্কীয় সূক্ষ্মস্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং মাদকাদি মানুষের মস্তিষ্কের শোণিত স্পৃহা সম্পর্কীয় সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই সব আরকের একটি বা অপরটির সেবন বন্ধ হলে ঐ সকল সূক্ষ্মস্নায়ু পূনর্গঠিত

হয়। এর ফলে মানুষ পুনরায় নিরাময় হয়ে নিজেদের স্বাভাবিক সত্তা ফিরে পায়।]

(৩) অপরাধীদের হেরিডিটি বা বংশানুক্রম সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্যে আন্দামান দ্বীপের পূর্বতন অপরাধী নিবাস সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান। পৃথিবীতে সাইবেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের কয়েকটি স্থানেও পেনাল সেটেলমেণ্ট আছে; কিন্তু সেখানে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় 'পিওর লাইন ইনভেশটিগেশনের' সুযোগ নেই। এর কারণ ঐ সব স্থানে অপরাধী অপরাধিনীদের সহিত নিরপরাধ ও নিরপরাধিনীদের বিবাহ কার্যাদি প্রতিনিয়ত সুসম্পন্ন হয়েছে। উপরন্ত তাদের বংশধরদের সহিতও বাহিরের সৎ রক্তের বারে বারে সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অপরাধী নিবাসে কয়েক পুরুষ যাবৎ অপরাধীর সহিত অপরাধিনীদের মিলন সঙ্ঘটিত হয়েছে।

এক্ষণে এদের বংশধরদের দ্বারা হামেশা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সমূহ সঙ্ঘটিত হলেও এরা বস্তুর বিরুদ্ধে অপরাধ করে না বললেই চলে। এই দ্বীপের পুলিশ নথিপত্র পর্যালোচনা করলে ইহা বিশেষ রূপে প্রমাণিত হয়। এর কারণ এই যে ভারতের যে সব অপরাধী পেশাদারী খুনে ছিল তাদের ফাঁসি দেওয়া হতো কিন্তু যেসব পুরুষ উগ্র প্রকৃতির কারণে হঠাৎ ক্রোধান্বিত হয়ে খুন জখম করেছে বা বলাৎকার প্রভৃতি অপরাধে দণ্ডিত হয়েছে এবং যে সকল নারীরা অনুরূপ ভাবে যৌনজ বা অযৌনজ কারণে বিষপ্রয়োগ বা হত্যাদি করেছে কেবলমাত্র তাদেরই দ্বীপান্তরিত করে এখানে আনা হতো। এই জন্য এই সব মানব-মানবীর বংশধররা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ হামেশা করলেও বস্তুর বিরুদ্ধে অপরাধ কমক্ষেত্রেই করেছে। এদের এই ব্যবহার হতে প্রমাণিত হবে যে আমাদের

অন্তর্নিহিত অপরাধস্পৃহা—দ্রব্য স্পৃহা ও শোণিত স্পৃহা—এই দুইটি পৃথক স্পৃহাতে মূলত বিভক্ত আছে।

প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে অপরাধী মাত্রে তাদের প্রথম অবস্থায় নেশাভাঙ্গ করে তাদের সূক্ষ্মস্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের প্রতিরোধ শক্তির সমধিক হানি ঘটায়। এর পর কুসঙ্গ ও কুপরিবেশ বাকপ্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাদের একশ্রেণীর বা অপরশ্রেণীর অপরাধীতে পরিণত করে দেয়। এই সময় উপরোক্ত কারণে তাদের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি না থাকায় তারা সহজেই প্রলুব্ধ হয়ে অপরাধীতে পরিণত হয়েছে। যাদের দ্রব্যস্পৃহা সম্পর্কীয় সূক্ষ্মস্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা বস্তুর বিরুদ্ধে অপরাধ করে এবং যাহাদের শোণিত স্পৃহা সম্পর্কীয় সুক্ষ্মস্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সমূহ করে থাকে।

এই ভাবে সৎমানুষের সন্তানরা অপরাধী হবার সময় তারা দুইটি বিশেষ পর্যায় অতিক্রম করে থাকে। উহাদের যথাক্রমে বলা হয় প্রাথমিক অপরাধী এবং প্রকৃত অপরাধী। প্রথমাবস্থায় এদের ব্যবহারাদি সাধারণ স্বাভাবিক মানুষের মতই হয়ে থাকে, কিন্তু এদের দ্বিতীয় বা শেষ পর্যায়ে এদের ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটে। এরা তখন আদিম মানুষ সুলভ স্বভাব চরিত্র প্রাপ্ত হয়ে প্রকৃত অপরাধীতে পরিণত হয়ে যায়। এইরূপ ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে এইখানে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত হবে। আমাদের মস্তিষ্কে তথা মনে দুইটি পৃথক বৃত্তি আছে, যথা সুক্ষ্ম বৃত্তি এবং স্থুল বৃত্তি। প্রকৃত পক্ষে আমাদের মন হচ্ছে এই উভয়বিধ বৃত্তির একটি অনন্ত দ্বন্দ্ব স্থল মাত্র। সকল সময়েই ইহাদের একটি অপরটিকে হটিয়ে দিয়ে আমাদের মনের উপর

নিজের সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে সচেষ্ট। আমাদের দেহের অভ্যন্তরে বহু জানা ও অজানা রসপিণ্ড হতে নিয়ত দুই প্রকার হরমন সৃষ্টি হয়ে আসছে। প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী এদের কোনটি মানুষের উপকারী আবার কোনটি বা উহাদের অপকারী। আমাদের স্থূল বৃত্তি প্রসূত চিন্তা ও কার্যাদি অনুপকারী হরমনের সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় উহা ধমনীর মাধ্যমে মস্তিষ্কে এসে তথাকার সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতি-গ্রস্ত করে। কিন্তু মানুষের প্রতিটি চিন্তা ও কার্য কেবল মাত্র স্থূল বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয় না। একই সময় উহাদের বহু চিন্তা বা কার্যাদি সূক্ষ্ম বৃত্তি [সৎ প্রেরণার] দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অবস্থায় মানুষের দেহাভ্যন্তরের অপরাপর রসপিণ্ড হতে উপকারী হরমন ধমনীর মাধ্যমে মস্তিষ্কে এসে ঐ সব ক্ষতিগ্রস্ত সূক্ষ্ম স্নায়ু পুনর্গঠিত করে মানুষকে স্বাভাবিক মানুষ রূপে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। এইরূপ ভাঙ্গাগড়ার কার্য স্বাভাবিক মানুষের মস্তিষ্কে [তথা মনে] প্রতি নিয়তই ঘটে থাকে। কিন্তু কালক্রমে অভ্যাস দ্বারা যদি মানুষের প্রতিটি কার্য বা চিন্তা সূক্ষ্ম বৃত্তির সম্পর্ক বিরহিত হয়ে কেবল মাত্র স্থূল বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে উহাদের ক্ষতিগ্রস্ত সূক্ষ্ম স্নায়ুর আর পুনর্গঠিত হবার সুযোগ হয় না। আমরা জানি যে আমাদের মনের উপরকার সৎপ্রেরণা সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ুর নিম্নে আদিম মানব সুলভ অপরাধ-স্পৃহা সম্পর্কিত স্নায়ু সমূহ অবস্থিত আছে। এই জন্য উপরকার প্রতিরোধ সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্নায়ুর স্থায়ীরূপে বিনাশ ঘটলে নিম্নের প্রদমিত অপস্পৃহা বিনা বাধায় অতি সহজে উপরে এসে মানুষকে এক শ্রেণীর বা অপর শ্রেণীর অপরাধীতে পরিণত করে দেয়। প্রাথমিক অপরাধীদের ক্ষেত্রে উহা কোনও কোনও সময় একত্রে উপনীত হলেও প্রকৃত

অপরাধীদের মধ্যে এই স্পৃহাদ্বয় [ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু] পৃথক পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ আদিম মানুষদের ন্যায় এদের কেহ সাম্পত্তিক কেহ বা শোণিতাত্মক অপরাধীতে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধে আমি দ্রব্য ও শোণিত স্পৃহা সম্পর্কিত প্রাথমিক অপরাধীদের দ্বারা কৃত অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এদের মধ্যে একদল অপরাধী ধীরে ধীরে অভ্যাসের দ্বারা প্রকৃত অপরাধীতে পরিণত হয়েছে; কিন্তু এদের অধিকাংশ অপরাধীই আজীবন তাদের প্রাথমিক পর্যায়েই থেকে গিয়েছে। এদের কেহ কেহ আবার পুনর্বার নিরাময় হয়ে স্বাভাবিক ও সৎ মানুষও হয়ে উঠেছে। এই সকল শোণিত ও দ্রব্য স্পৃহা সম্পর্কিত প্রাথমিক অপরাধীদের এক শ্রেণীর অপরাধীদের এদেশে বলা হয়ে থাকে উঠতি গুণ্ডা। ইংলণ্ডে এদের বলা হয়ে থাকে টর্ডিবয়। অন্যান্যদেশেও এদের অনুরূপ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই সব উঠতি গুণ্ডারা মূলত শোণিত স্পৃহা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

এই ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এই যে অপরাথ স্পৃহা [দ্রব্য ও শোণিত স্পৃহা] এমন একটি স্পৃহা যা প্রারম্ভে বাধা না পেলে ক্রমাগত বার হতে থাকে। একবার উহা বার হলে উহার শেষ নেই। কিন্তু বাধা পাওয়া মাত্র এদের অধিকাংশই নিরাময় হয়ে গিয়েছে। এদের অন্যান্য উপায়েও চিকিৎসা করা সম্ভব। পুস্তকের বর্তমান খণ্ডে বর্ণিত কলিকাতার প্রখ্যাত অ্যাংলোইণ্ডিয়ান গ্যাঙ্গের বৈচিত্র্যময় মামলা এই শ্রেণীর অপরাধীদের দ্বারা কৃত অপরাধের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সব অপরাধীরা সুযোগ পেলে একটি বিশেষ পরিবেশের মধ্যে দুর্দমনীয় হয়ে উঠে কিন্তু সুযোগের অভাবে বা সুপরি-বেশের মধ্যে এরা পুনরায় সৎ নাগরিক হয়ে উঠে। এদের অধিকাংশ

ব্যক্তিই হয়ে থাকে সুশিক্ষিত ও সংবংশজাত যুবক। যে এইজ-গ্রুপের (Age-group) মধ্যে এরা পড়ে সেই বয়সে এদের চাকুরিবাকুরিও করবার কথা নয়। খাদ্য ও বস্ত্রের কোনও অভাবই এদের কখনও ঘটে নি। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে একমাত্র আর্থিক দারিদ্র্য কোনও দিনই অপরাধ সৃষ্টির একমাত্র কারণ রূপে বিবেচিত হতে পারে না।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দ্রব্য স্পৃহার ন্যায় যে শোণিত স্পৃহাও সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান তা কয়েকটি মাত্র তথ্য হতে প্রমাণ করা যেতে পারে। রাস্তার দুই ব্যক্তিকে যদি মারামারি করতে দেখা যায় তাহলে মুখে যে যাই বলুক না কেন অন্তরে অন্তরে এদের সকলেই একটি পুলক শিহরণ অনুভব করতে থাকে। এই সময় এরা আগ্রহে ভিড় জমিয়ে 'থামো থামো' বললেও এদের অচেতন মনে পুলক অনুভব করে। এই সম্পর্কে যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈনিক মাত্রকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলবেন যে প্রথম প্রথম মানুষ মারার কথা তাঁরা চিন্তাও করতে পারেন নি। কিন্তু প্রথম এক ভলি গুলি ছোঁড়ার পর যখন তাঁরা বুঝলেন যে শোণিত পাত ঘটেছে তখন থেকেই ধীরে ধীরে তাঁদের মনে এক অবর্ণনীয় শোণিত স্পৃহা জেগে উঠে। এর পর হতে মানুষ মারা ও ইঁদুর মারার মধ্যে তাঁরা কোনও ইতর বিশেষ দেখতে পান নি। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে বিগত মহাদাঙ্গার সময় প্রথম যখন আমি গুলি ছুঁড়ি তখন বাড়ি এসে আমি অনুশোচনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। এমন কি সেই রাত্রে বহু চেষ্টা করেও আমি একটুকুর জন্য ঘুমাতে পারি নি। কিন্তু পরে ক্রমিক অভ্যাসে আমাকে এমন নির্মম করে তুলেছিল যে আপন কর্তব্য পালনের

জন্য পরবর্তী কালে আমার হৃদয়ে ঐদিনের অনুরূপ মনোবিকার আর একটু ক্ষণের জন্যও স্থান পায় নি। এই জন্য আমি মনে করি যে মানুষের দ্রব্য বা শোণিত স্পৃহা—যে কোনও স্পৃহাই হোক না কেন, তাকে বাড়তে দিলে তার আর শেষ নেই। প্রারম্ভে এরা বাধা না পেলে এরা একটির পর একটি অপরাধ করতে থাকবেই। বিগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় এদের অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ করতে দেখলে স্ব সম্প্রদায়ের লোকেরা বহু ক্ষেত্রে এদের উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। এ জন্যে তাদের মধ্যে শনৈ শনৈ উপগত শোণিত স্পৃহা এমন দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল যে তারা দাঙ্গার অবসানে সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের উপর উৎপীড়ন করতে দ্বিধা বোধ করে নি। এমন কি এদের কোনও কোনও দল পরে ডাকাতি আদি সাংঘাতিক সমাজবিরোধী অপরাধ সমূহেও লিপ্ত হয়ে পড়ে। ঠিক এই কারণেই যুদ্ধ প্রত্যাগত বহু সদবংশীয় যুবকও নানা বিপাকে পড়ে দুর্ধর্ষ অপদল সমূহের সৃষ্টি করেছিল। দাঙ্গাউত্তর ও যুদ্ধোত্তর কোনও পরিকল্পনা তৎকালীন বৃটিশ শাসকগণ এদেশে না করার জন্যেই এই সকল যুবক তাদের বাড়তি এনার্জি বহু অপকর্মের মধ্যে নিয়োজিত করেছিল। যেহেতু এই সকল বিদায়ী সৈন্য দলের অধিকাংশই ছিল ইউরোপীয় বা অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সেই হেতু যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরে এদের দ্বারা একটি দুর্ধর্ষ অ্যাংলোইণ্ডিয়ান গ্যাঙ্গের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। বালক ও যুবকদের উপর শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রভাব হ্রাস, ধর্মের প্রতি বিরূপতা ও ঔদাসীন্য এবং উদ্যোগ শিল্পের প্রসার এদের মধ্যে অপস্পৃহাকে নির্বিবাদে জাত হতে দিয়েছে। মানুষের সহজাত অপস্পৃহা তিনটি কারণে প্রদমিত থাকে, যথা, ভয় ভাবনা, শিক্ষাদীক্ষা ও পরিবেশ

এবং বংশানুক্রম বা ঐ সম্পর্কীয় চিত্ত প্রস্তুতি। এই তিনটিকে একত্রে আমরা বলে থাকি মানুষের প্রতিরোধ শক্তি। এইখানে ভয় ভাবনা বলতে সকল প্রকার ভয়ের কথাই বলা হয়েছে। এই সম্পর্কে কেহ করে আইনের ভয়, কেহ বা করে ঈশ্বরের ভয়। এতোদিন বহু মানুষ ভেবেছে যে আইনকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও ঈশ্বরকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ধর্মের বা রিলিজিয়নের সার্থকতা ছিল এইখানেই। কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে এতো মানুষের উপর নজর রাখা সম্ভব নয়। এজন্য ধর্মোপদেশ দ্বারা সকল যুগেই সাধারণ মানুষকে নিরপরাধ রাখা সম্ভব হতো। কিন্তু আজকাল স্কুল কলেজ হতে ধর্মকে বিদায় দেওয়ার ফলে এরা এখন কেবলমাত্র আইনকে ভয় করে থাকে। এখন এই আইন যথা সময়ে আপন কর্তব্য না করলে বা তা উহা দেরীতে করলে ফল সব সময়েই বিষময় হয়ে উঠে। এই দুর্ধর্ষ অ্যাংলোইণ্ডিয়ান দলের যুবকরা সময়ে বাধা না পেয়ে কিরূপ দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল তা এই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান গ্যাঙ্গ শীর্ষক মামলাটি হতে বুঝা যাবে।

আধুমিক দলীয় ডাকাতির অন্যতম উদাহরণ স্বরূপ এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গ্যাঙ্গ এবং উহাদের ষড়যন্ত্রের কথা বলা যেতে পারে। বিগত কয়েক দশকের মধ্যে এইরূপ চাঞ্চল্যকর দলীয় ডাকাতির কথা এই শহরে আর শুনা যায় নি। ১৯৭৪ এবং ১৯৪৫ সালে এই শহরে এই বিরাট অ্যাংলোইণ্ডিয়ান অপরাধী দল বিশেষ প্রবল হয়ে ওঠে। যুদ্ধ-কালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই ভয়াবহ অপদলের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতি রাত্রে বিভিন্ন দলে তাদের ঘাঁটি হতে বহির্গত হয়ে প্রথমে নাগরিকদের গ্যারেজ ভেঙ্গে বা রাজপথ হতে কয়েকটি মোটর চুরি করতো। এর পর এই সকল মোটরকার সহ তারা সুবিধে ও সুযোগ

মত শহর কিংবা শহরতলীর পেট্রোল পাম্প ভেঙ্গে উহা হতে প্রচুর পেট্রোল তাদের প্রতিটি গাড়িতে ভরে নিতো। ত্বরিত গতিতে পেট্রোল পাম্প ভাঙ্গার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তাদের কাছে সর্বদাই মজুত থাকতো। সুবিধা পেলে পাম্প সমূহের আফিস অনুরূপ যন্ত্রাদির সাহায্যে ভেঙ্গে সেখানকার বিক্রয়লব্ধ অর্থাদিও এরা অপহরণ করেছে। এইরূপ প্রাথমিক ব্যবস্থার পর হতো তাদের ভয়াবহ নৈশ অভিযান। এক এক রাত্রে এক একটি প্রধান রাজপথ তারা বেছে নিতো। সাধারণ ভাবে তারা তাদের কর্মক্ষেত্র করেছিল, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড্, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্, যশোহর রোড্, ডায়মণ্ড হারবার রোড্, নূতন তৈরি মিলিটারি রোড এবং উহাদের মোটরগামী উপপথ সমূহ। যে সকল অপরাধ তারা এই সময় সমাধা করে তাদের সংখ্যা হয়ে উঠে প্রায় দুই শতেরও অধিক। সাধারণত তারা নিম্নোক্ত রূপ সংঘাতিক অপরাধ সমূহ নির্বিবাদে করে যেতো।

(১) পথি মধ্যে কোনও সাইকেল আরোহী বা পথচারী পেলে তারা প্রথমে পিছন হতে মোটরের দ্বারা সজোরে ধাক্কা মেরে তাকে সাইকেল সমেত রাজপথে ফেলে দিত। প্রবল ধাক্কায় এরা বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রায়শ ক্ষেত্রে উত্থান শক্তি রহিত হয়ে পড়তো। অন্যথায় এরা দলবদ্ধ হয়ে ছুরি ও পিস্তল হাতে নেমে তাকে ঘেরাও করে দাঁড়াতো এবং এদের একজন 'জিপ্প' নামক লৌহ নির্মিত স্প্রিঙ-এর চাবুক দিয়ে তার মাথার উপর উপর্যুপরি আঘাত হেনে তাকে নিস্তেজ করে তার সর্বস্ব অপহরণ করে নিতো।

[এই জিপ্প ছিল তাদের নিজস্ব তৈরি একটি অদ্ভুত অস্ত্র। টেলিস্কোপিক কায়দায় তিনটি স্প্রিঙের নল—একটির ভিতর অপরটি,

সন্নিবেশ করে উহাদের একটি লোহার পাইপ বা চোঙ্গের ভিতর রক্ষা করা হতো। এই লৌহপাইপের হ্যাণ্ডেলের উপরকার একটা স্প্রিংএর বোতাম সংযুক্ত ঘোঁড়া টিপা মাত্র টেলিস্কোপিক কায়দায় সন্নিবেশিত স্প্রিংএর নলীত্রয় একটি লম্বা চাবুকের আকার ধারণ করে বেরিয়ে এসেছে। এই লৌহ চাবুকের শেষ নলীর মুখে একটি স্থূল লৌহ পিণ্ড লাগানো থাকতো। এই লৌহপিণ্ড দিয়ে আঘাত করলে মানুষের মস্তক বিদীর্ণ হতো, কিন্তু এই স্প্রিঙের মধ্যাংশ দ্বারা আঘাত করলে মানুষ শুধু সম্বিতহারা হয়ে যেতো। এইরূপ লিকলিকে চাবুকাকার জিপ্প যন্ত্রের অনুরূপ অপর আর এক প্রকার যন্ত্রও তারা ব্যবহার করেছে। এই প্রকার জিপ্পের হ্যাণ্ডেল বা পাইপের ঘোঁড়া টেপা মাত্র স্প্রিঙযুক্ত নলীর মুখের লৌহপিণ্ড অতি দ্রুত বেরিয়ে এসে মানুষের বক্ষ বিদীর্ণ করে দিয়েছে। অতি নিকট হতে ব্যবহার করলে ইহা পিস্তলের গুলির মত কার্যকরী হয়ে থাকে।]

এই জিপ্প দ্বারা পথচারীদের এরা শুধু আঘাত করেই ক্ষান্ত হয় নি। ঐরূপ আঘাতের পর তারা এদের পথের ধারের খানার মধ্যে গড়িয়ে ফেলে দিয়ে পুনরায় মোটরে উঠে অনুরূপ অপর এক অপরাধ অন্যত্র করবার জন্যে দ্রুত গতিতে স্থান ত্যাগ করেছে।

(২) পথি মধ্যে কোনও দোকানের দুয়ার বন্ধ দেখলে মোটরের পিছন দুয়ারের পাটাতনের উপর রেখে উহা সজোরে ব্যাক করে তারা ঐ সব দুয়ার ভেঙে ফেলতো। এর পর তারা দল বেঁধে দোকানে ঢুকে বাস্কো ভেঙে অর্থাদি অপহরণ করেছে। কোনও দোকানী সেখানে উপস্থিত থাকলে তারা ছুরি বা পিস্তল দেখিয়ে তাদের স্তব্ধ করে দিতো। কখনও কখনও এরা একটি বেঞ্চি যোগাড় করে উহার একটি মুখ দোকানের দুয়ারে রেখে উহার অপর মুখ ঐ মোটরের পিছনে

রেখে আরও সহজে উহা তারা ভেঙে ফেলেছে। দুয়ারে লৌহ নির্মিত কলাপসিবল গেট থাকলে উহার সহিত একটি লৌহ শিকল বেঁধে ঐ শিকলের অপর মুখ এরা মোটরের পিছনে বেঁধে দিত। এরপর মোটর গাড়ী সজোরে সম্মুখের দিকে চালিয়ে এরা উহা ভেঙ্গে বা খুলে ফেলেছে। কখনও কখনও এই পন্থায় এরা সমুদয় দুয়ারটি উপড়ে বার করে এনেছে।

(৩) শহরাঞ্চলে কোনও জহরত দোকান শেষ রাত্রে লুঠ করতে হলে এরা এক অদ্ভুত উপায়ে তা সমাধা করেছে। এদের একজন একটি সিডনবডি গাড়ির ছাদে উঠে গ্যাসের আলোক নিবিয়ে রাজপথ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছে এবং এর পর সহসা ছোরা ও পিস্তল হাতে ঐ দোকানে প্রবেশ করে দোকানীদের নিস্তব্ধ করে বা তাদের বেঁধে রেখে দোকানের সমুদয় অর্থ ও অলঙ্কার লুট করে নিয়েছে। সন্ধ্যার দিকে দোকান বন্ধ করার সময় এই সব অপরাধীরা অন্য আর এক উপায়ে লুণ্ঠন সমাধা করতো। প্রথমে এদের একজন একটি পাঁচ টাকার নোট নির্ধারিত দোকানে ভাঙ্গাতে যেতো। স্বভাবতই দোকানী তার সামনেই বাক্স খুলে তাকে তার প্রাপ্য ভাঙ্গানী প্রদান করতো। এই সুযোগে সে দেখে নিতো বাক্সে প্রকৃত নগদ অর্থ মজুত আছে কিনা। প্রচুর অর্থ ওদের ঐ বাক্সে আছে বুঝলে সে তাদের দলের লোকেদের তৎক্ষণাৎ খবর দিতো। এর কাছ হতে খবর পেয়ে দলের লোকেরা গাড়ি হতে নেমে দোকানে ঢুকে ছুরি দেখিয়ে বাক্সটি তুলে নিয়ে সরে পড়তো। এদের ড্রাইভার এই সময় মোটরে স্টার্ট দিয়ে বসে থাকতো যাতে পলায়নে তাদের কোনও অসুবিধা না হয়। পলায়নের আগে এরা জিপ্পর আঘাতে দোকানের লাইটের বাল্বটা ভেঙে দিয়ে যেতো। কোনও কোনও

ক্ষেত্রে ড্রাইভার মোটর চালিয়ে এগিয়ে গিয়েছে ও এরা একে একে দৌড়ে এসে লাফিয়ে লাফিয়ে সেই গাড়িতে উঠে বসেছে। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে পলায়নের সময় তারা নির্বিচারে ছাগল, গরু, মানুষ, নারী ও শিশুদের চাপা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে নি।

(৪) উপরোক্ত অপরাধ সমূহ ব্যতীত উহারা অপর আর এক জঘন্য অপরাধও বারে বারে সমাধা করেছে। পথিমধ্যে ভ্রমণরত কোনও দম্পতির সমীপবর্তী হয়ে এরা স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীকে বলপূর্বক গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে দ্রুতগতিতে ঘটনা স্থল ত্যাগ করতো। পল্লী অঞ্চলে হয়তো কোনও ভদ্র নারী পুকুরের পৈঠায় বসে বাসন মাজছে। এমন সময় এরা পাঁজা-কোলা করে তাকে তুলে গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। অন্যদিকে গাড়িতে উপবিষ্ট সাথীরা তাকে লুফে গাড়ির ভিতর টেনে নিয়েছে। এর পর এরা একে একে সকলেই তার উপর বলাৎকার করে কোনও এক নির্জন স্থানে এসে চলন্ত গাড়ি হতে ঠেলে তাকে ফেলে দিয়েছে।

এই সকল নিষ্ঠুর যুবকরা অধিক অর্থের লোভে চুরি ডাকাতি করতো তা নয়। বরং ডাকাতি আদির দ্বারা আনন্দ উপভোগ করবার জন্যেই তারা ডাকাতি করেছে। এমন বহু অপরাধ তারা করেছে যাতে লাভের অঙ্ক থাকতো যৎসামান্য। মাত্র একটা ব্যাট বা আট আনা পয়সার জন্যেও তারা লোকের উপর উৎপীড়ন করতো। তরকারী বিক্রেতার নিকট হতে দুইটা ডাব কিংবা কোনও মজদুরের কাঁধ হতে একটা গামছা ছিনিয়ে নিয়েও তারা খুশি। কোনও ক্ষেত্রে চিৎকার রত মানুষের চিৎকার এরা গাড়ি থেকে গ্যাস ছেড়ে গাড়ির যান্ত্রিক আওয়াজ দিয়ে ডুবিয়ে দিতো।

এই দুর্দান্ত দস্যুদলের কর্মক্ষেত্র ধীরে ধীরে কলিকাতা, হাওড়া,

হুগলী, চন্দননগর, আসানসোল, বর্ধমান প্রভৃতি জিলা, উড়িষ্যা, বিহার, বোম্বাই ও পরে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। শেষের দিকে রেলওয়ের চলন্ত ট্রেনের কামরায় উঠেও এরা ডাকাতি শুরু করে দিয়েছিল। এইবার কি করে এই দুর্ধর্ষ ডাকাত দলের প্রতিটি ব্যক্তিকে খুঁজে বার করে তাদের অপরাধী জীবনের সমাপ্তি ঘটাতে পেরেছিলাম তার লোমহর্ষক কাহিনীগুলি এই পুস্তকে আমি বিবৃত করবো। বস্তুত পক্ষে এতো বড়ো একটা দলীয় মামলা বা গ্যাঙ্গ কেস্ কলিকাতা শহরের কোনও আদালতে স্মরণীয় কালের মধ্যে সোপর্দীকৃত হয় নি।

স্করফিয়ন গ্যাঙ্গ

এই স্করফিয়ন গ্যাঙ্গের মামলাটি সরকারী নথিপত্রে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গ্যাঙ্গ কেশ্ নামে পরিচিত। এদের মধ্যে অ্যাংলো ভাবাপন্ন দুই জন ভারতীয় ব্যতীত বাকি সকলেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বংশোদ্ভূত ছিল। এদের কারুর কারুর গাত্রবর্ণ এতো উজ্জ্বল ছিল যে তাদের খাঁটি য়ুরোপীয় বলেই মনে হতো। এদের দলে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি যুক্ত ছিল। এরা নিজেরা কিন্তু তাদের দলের নাম রেখেছিল 'রেড হট স্করফিয়ন গ্যাঙ্গ'। ১৯৪৪-১৯৪৫ সালের মধ্যে এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গ্যাঙ্গ এতো প্রবল হয়ে উঠেছিল যে তারা পশ্চিমবাংলার প্রতিটি জেলায় ও শহরে উল্কার মত ছুটে বেড়িয়ে বিভীষিকার সৃষ্টি করতে থাকে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং এই সব প্রদেশের রেল পথ সমূহে এরা প্রায় দেড়শোর উপর ডাকাতি, রাহাজানি, বারমারি, চুরি, হত্যা, অপহরণ ও বলাৎকারাদি অপকার্য সমাধা করেছে। পরিশেষে এদের এই বিরাট অপদল বোম্বাই ও গোয়া প্রভৃতি শহর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল।

এই সব জঘন্য অপরাধ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন শহরে ও জেলায় সঙ্ঘটিত হওয়ায় এই সকল অপরাধের জন্য মাত্র যে একটি দলই দায়ী তা প্রথমে বুঝতে পারা যায় নি। এই ভয়াবহ দলটি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠে। প্রতিটি অভিযানে এরা

পড়েছে। এখনও পর্যন্ত এই মাড়োয়ারী হাঁসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। পরে এই মাড়োয়ারীর আত্মীয়দের নিকট হতে জানা গেলো যে এই মাড়োয়ারীর হাতের সোনার রিস্টওয়াচ ও পকেটের মনিব্যাগটি অপহৃত হয়েছে। আততায়ীরা সকলেই মিলিটারি পোশাক পরিহিত গোরা সৈনিক ছিল।"

'ঘটনাটা পড়ে তোমার কি মনে হয়? এটা একটা নিছক এক্সিডেণ্ট না এটা একটা রাহাজানির ব্যাপার?' জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চেয়ে সরকার সাহেব বললেন, 'যদি এটা একটা রাহাজানি মামলাই হয় তা'হলে এই অপরাধীগুলো কারা? এরা কি সত্যই মিলিটারির লোক না স্থানীয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের একটা অপদল? আমার কিন্তু মন বলছে যে সৈন্যদের সঙ্গে এদের কোনও সম্বন্ধই নেই।'

'আমার তা মনে হয় না, স্যার। তবে জোর করে কোনও কিছু বলবার এখনও সময় আসে নি', একটু ভেবে তাঁর মতে মত দিয়ে আমি উত্তর করলাম, 'রণক্ষেত্র হতে সদ্য প্রত্যাগত যুবক সৈন্যদের রক্ত পানের নেশা বোধ হয় এখনও কাটে নি। তাই দেখা যাচ্ছে যে এদের দ্বারা সমাধিত প্রতিটি অপরাধই অতীব নিষ্ঠুরতার সহিত সংঘটিত হয়েছে। এই জন্য আমাদের আগের থিওরিটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না। আমার মনে হয় যে সামরিক কর্তৃপক্ষকেও এই বিষয়ে অবহিত হবার জন্যে আমাদের বলা উচিত হবে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই যে, এরা মধ্যে মধ্যে মিলিটারি অফিসারদের উপরও চড়াও হচ্ছে কেন? আমার মতে এরা বিদায় প্রাপ্ত সৈনিক হলে সাধারণ সৈনিকই হবে। কোনও কোনও অফিসারের উপর এদের ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকাও অসম্ভব নয়। তবে এরকম কোনও প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পেলাম না। এই বার

এদিকে যে কোনও কারণেই হোক সরকার সাহেবের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে এই সকল সাংঘাতিক অপরাধের একটিও ফৌজী লোকেদের দ্বারা সমাধা হয় নি। এর কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি বললেন, 'ফৌজী আদমীরা হচ্ছে এখন ভাঙা হাটের লোক। এরা সবাই এখন প্রাণে বেঁচে ফিরে এসে যে যার স্বদেশে ফিরে যেতেই ব্যস্ত। এই অবস্থায় এই সব অপরাধ করে বাজে ঝামেলায় জড়াতে এরা কিছুতেই চাইবে না। এইজন্য এই সব অপরাধ যে নব গঠিত স্থানীয় কোনও একটা দলের দ্বারাই সজ্ঘটিত হচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। এখন এই কয়মাসের নথিপত্র ঘেঁটে দেখতে হবে যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা য়ুরোপীয় যুবকদের দ্বারা কয়টি অপরাধ এই শহরে সজ্ঘটিত হয়েছে।' এর পর এই সকল মামলাগুলি একত্রে তদন্ত করবার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেওয়ার পর তিনি একটি য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের লেখা একটি পত্র আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন যে এই মামলাটিও যেন এই সঙ্গে আমি তদন্ত করি। এই অভিযোগকারী য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের লিখিত পত্রটির প্রয়োজনীয় অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি একজন য়ুরোপীয় সামরিক অফিসার। কিছুকাল আগে পূর্বরণাঙ্গন হতে আমি ফিরে এসেছি। এই দিন সন্ধ্যা সাতটায় ফোর্ট উইলিয়াম হতে পদব্রজে আমি চৌরঙ্গির দিকে আসছিলাম। এমন সময় রেড রোডের কাছ বরাবর একটা স্টেশন-ওয়াগন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমি মুখ তুলে চেয়ে দেখলাম যে আট নয় জন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক সেই গাড়িটাতে বসে রয়েছে। এদের মধ্যে অন্তত পাঁচ জনকে খাঁটি য়ুরোপীয় বলে মনে হলো। এদের সকলেরই পরনে খাঁকি মিলিটারি পোশাক

ছিল। এদের মধ্যে একজন নেমে এসে আমাকে লিফট্ দেবার জন্যে আগ্রহ দেখাতে থাকে। আমি তাদের এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জানিয়ে সেই গাড়িতে উঠে বসি। কিন্তু কিছুটা দূর অগ্রসর হওয়ার পর এদের একজন আমাকে একটা সিগারেট 'অফার' ক'রে সেটা ম্যাচস্টিক জ্বেলে ধরিয়ে দিচ্ছিল। এমন সময়ে এদের একজন অপর একজনের পেটি থেকে রিভলভার তুলে সেটা আমার দিকে উঁচিয়ে ধরলো। এই সময় আমার পকেটে একটা সিগারেট কেশ ও ব্যাঙ্কচেক ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। এই রিভলভারের মত আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে মুলাকাৎ ইতিপূর্বে বহুবার আমার হয়েছে। তবুও এদের সঙ্গে ঝগড়া না করে আমি চুপচাপ বসে রইলাম। এদের একজন আমার কাছ থেকে এই ব্যাঙ্কচেক বুক ও সিগারেট কেশটা কেড়ে নিয়ে ময়দানের একটা নির্জন জায়গায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে জোর গাড়ি চালিয়ে সরে পড়ে।"

এই পত্রটির পাঠ শেষ করে ডেপুটি কমিশনর সরকার সাহেব আমাকে জানালেন যে ঐ য়ুরোপীয় ভদ্রলোকটি লালবাজারের হেড্-কোআর্টারের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছেন। তাঁর কাছ হতে এও শুনলাম যে এই মামলাটির ব্যাপারে কমিশনর অব্ পুলিশ রে—এ সাহেব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। অন্তত এই মামলাটির কিনারা করতে না পারলে স্বভাবতই তিনি বিরক্ত হয়ে উঠবেন। এ ছাড়া সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে কলিকাতা পুলিশের দুর্নাম হওয়ার আশঙ্কা আছে। 'এই সব বিদেশী সৈনিকরা কলিকাতা পুলিশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যেন কোনও ভূল ধারণা না নিয়ে দেশে ফিরে' ইত্যাদি বহু কথা বলে সরকার সাহেব আমাকে ওয়েটিং রুমে উপবিষ্ট ফরিয়াদী ভদ্র-লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সব কয়টি মামলারই তদন্তে মনোনিবেশ

করতে উপদেশ দিলেন। এ ছাড়া এই সব তদন্তের জন্য তিনি আমার সহায্যার্থে চার জন সহকারী অফিসারকেও বেছে নিতে বললেন।

আমি এইবার আমার এই ঊর্ধ্বতন অফিসারের নির্দেশ শিরোধার্য করে লালবাজারের হেড্ কোআর্টারের ওয়েটিং রুমে এসে দেখলাম যে সেই য়ুরোপীয় ভদ্রলোকটি বেশ খুশি মনে একখানি চেয়ারে বসে একটা বড়ো চুরুট ধরিয়ে বেশ একটু আমেজের সঙ্গেই ধুমপান করছেন। কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত অভিযোগ-পত্রের অনুরূপ একটি বিবৃতি তিনি আমাকে দিলে আমি এই সম্পর্কে তাঁকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করি। তিনি আমার এই সব প্রশ্নের সার মর্ম বুঝে বুঝে যথাযথ ভাবে তার উত্তর দেন। এই সব প্রশ্নোত্তরগুলি প্রয়োজনীয় বিধায় নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্র :—আপনি একজন মিলিটারি অফিসার হয়েও এদের এই উৎপীড়ন নির্বিবাদে সহ্য করলেন কেন? আমরা তো আশা করে ছিলাম যে অন্তত আপনার মত লোকেরা এদের এই সব অপকার্যে প্রাণপণে বাধা দিয়ে এদের অপরাধী জীবনের সমাপ্তি ঘটাবেন। কিন্তু তা না করে আপনি কিনা অম্লান বদনে আপনার ধন সম্পত্তি বিনা বাধায় এদের হাতে তুলে দিলেন। আপনাদের মত ফৌজী ব্যক্তি যদি এমন করেন তা'হলে নিরীহ সাধারণ মানুষদের আর দোষ কি?

উ :—দেখুন, আমার বিরুদ্ধে আপনার এই সব অভিযোগ আমি স্বীকার করি। তবে ধন সম্পত্তির মধ্যে তো আমার ছিল এই একটা দেড়টাকা দামের পুরানো সিগারেট কেশ্ ও ওদের কাছে নিতান্ত অকেযো একটা ব্যাঙ্কের চেক বই। আমরা ফৌজি লোক বলেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকি। যে মনোবৃত্তির

জন্যে আমরা প্রয়োজন বোধে শত্রু সৈন্যের কাছে ইচ্ছে করেই আত্ম-সমর্পণ করি, ঠিক সেই একই কারণে অযথা এদের সঙ্গে ব্যর্থতাপ্রদ কোনও সঙ্ঘর্ষ ঘটাতে আমার মন সায় দেয় নি। তবে তারা যদি পিস্তলের মুখে আমাকে আমার এই চেক বুকের পাতায় সই করাতে চাইতো বা আমাকে তারা নিহত করতে চেষ্টা করতো তা'হলে আমি নিশ্চয়ই বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতাম না।

প্র :—আপনি কতোদিন এই সামরিক বিভাগে কায করছেন? আশা করি ইতিমধ্যে আপনি বিবিধ রেজিমেণ্ট সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য জ্ঞান অর্জন করেছেন। এখন একটু মনে করে আমাকে বলুন যে এই সব অপরাধীদেরও আপনার সামরিক বিভাগের লোক বলে মনে হয়েছিল কি না?

উ :—আজ্ঞে! যুদ্ধের আগে আমি একটি আর্টস্কুলের মাস্টার ছিলাম। এই সময় আমাদের সরকার কনস্ক্রিপট করে আমাকে সেনা-দলে ভর্তি হতে বাধ্য করে। ভারতে আমেরিকান, ইংরাজ ও ভারতীয় বহু রেজিমেণ্ট আছে। এদের সকলের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

প্র :—এদের গায়ের রঙ থেকে কি ওদের সকলকেই আপনার য়ুরোপীয় ব'লে মনে হয়েছিল? ওদের কজনকে আপনার ভারতীয় বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলে ধারণা হলো কেন? এ' ছাড়া ওদের সকলেই সেনাদলে ব্যবহৃত সবুজ পোশাক পরে ছিল, না' এদের কেউ কেউ সাধারণ হলদে রঙের খাঁকি পোশাকও পরে ছিল?

উ :—আজ্ঞে এদেশে যেদিকেই আমি তাকিয়েছি, সেদিকে শুধু রঙের খেলাই আমি দেখেছি। একটা গাছের একাংশের পাতার সঙ্গে উহার অপরাংশের পাতারও রঙের মিল নেই। এখানের একজন

মানুষের রঙের সঙ্গে অপর একজন মানুষের রঙের মিলতো আমি দেখিই নি, উপরন্তু একই মানুষের দেহের একাংশের সঙ্গে উহার অপরাংশের কোনও মিল দেখা যায় নি। এই জন্য এদের গাত্র বর্ণ হতে জাতি নির্ণয় করা আমার পক্ষে দুষ্কর। তবে এদের খাঁকি পোশাক পরা চার জনের মধ্যে বেশ কিছুটা য়ুরোপীয় রক্তের মিশ্রণ আছে বলে মনে হলো। কিন্তু এদের ইংরাজি উচ্চারণের মধ্যে লেশ মাত্র য়ুরোপীয় বা আমেরিকান সুর ছিল না। এই কয়জনের একজনের সঙ্গে সারভিস রিভলভার ঝুলানো ছিল। এদের ক্রশবেল্টের রঙ সৈন্যদের মত লাল ছিল না। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে ঐ গুলো ছিল কালো রঙের।

আমি ধীর ভাবে এই য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের দেওয়া এই সব খবর গুলো বিশ্লেষণ করে বুঝলাম যে এদের মধ্যে অন্তত কয়েকজন যুদ্ধ প্রত্যাগত বা সমর বিভাগ হতে বরখাস্ত যুবক ছিল। কিন্তু এই সাহেবের বিবরণ হতে অপর আর একটি বিষয় চিন্তা করে আমি শিউরে উঠেছিলাম। আমার সুস্পষ্ট ভাবে মনে হলো যে এদের মধ্যে খাঁকি পোশাক পরা চারজন নিশ্চয়ই কলিকাতা পুলিশের লালমুখো সার্জেণ্ট ছিল। এই সময় কলিকাতা পুলিশের সার্জেণ্টদের কালো রঙের ক্রশবেল্ট পরার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু ইংরাজ সরকারের আমলে আমার এই সন্দেহ সম্পর্কে উর্ধ্বতন অফিসারদের তখনি জানানো সম্ভব ছিল না। এমন কি আমার সহকারী অফিসারদের সহিত এই বিষয় আলোচনা করতে পর্যন্ত আমি সাহসী হচ্ছিলাম না। তবু আমি একবার অবাক হয়ে ভাবলাম তা'হলে কি কলিকাতা পুলিশের কয়েকজন সার্জেণ্ট এই ধুরন্ধর অপদলে যোগ দিয়েছে? আমি এই য়ুরোপীয় ভদ্রলোককে আমার

আন্তরিক অভিবাদন জানিয়ে এখান থেকে বিদায় দিয়ে ভাবছিলাম যে এইবার কি করা যায়? এমন সময় ডেপুটি সাহেবের বেয়ারা ঘরে ঢুকে অপর একখানি কাগজ আমার হাতে তুলে দিলে। এই পত্রখানি ছিল কলিকাতার একটি থানার খুনের মামলার একটি স্পেশাল রিপোর্ট। লোকাল পুলিশের সহযোগে এই মামলাটিরও তদারকী করবার জন্যে আমার উপর এই স্পেশাল রিপোর্টের উপর নীল পেন্সিলের দাগ কেটে আমাদের ডেপুটি সাহেব একটা নির্দেশনামা লিখে রেখে ছিলেন। এই স্পেশাল রিপোর্টে উল্লেখিত মামলার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"ধপাস করে একটা আওয়াজ শুনে স্থানীয় দোকানদাররা দেখে যে একটা বিছানা মাদুরে জড়ানো অবস্থায় রাস্তার উপর পড়ে রয়েছে। একটা চার তলা বাড়ির সামনে ফুটপাথের উপর এটা পড়েছিল। এই বিরাট বাড়িটার প্রতি তলে চার পাঁচটা করে পৃথক পৃথক ফ্ল্যাট আছে। এই সব ফ্ল্যাটের অধিকাংশ ফ্ল্যাটেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবার সমূহ বসবাস করে। স্থানীয় দোকানদাররা এই বোঁচকাটি সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেও এদের কেউই এটার মধ্যে কি আছে তা জানবার চেষ্টা করে নি। অনেক বেলাতে জনৈক মুটিয়া এটাকে খুলে তার মধ্যে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকের মৃতদেহ দেখতে পায়। থানায় খবর দিলে থানার দারোগা এসে এই মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ছিলেন। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হতে জানা গেল যে মাথার উপর কঠিন দ্রব্য দিয়ে আঘাত হেনে একে প্রথমে অচৈতন্য করে ফেলা হয়েছিল। এই অবস্থায় উপর হতে সজোরে নিম্নে নিক্ষিপ্ত হয়ে লোকটি মারা গিয়েছে। সম্মুখের ও পার্শ্ববর্তী বাড়ির ফ্ল্যাটে তদন্ত করেও কোন ফ্ল্যাট হতে দেহটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তা তখনও পর্যন্ত অবগত হওয়া যায়নি।"

উপরের এই কাহিনী হতে বুঝা গেল না যে এই খুনটি আমার তদন্তাধীন অপদল দ্বারা সঙ্ঘটিত হয়েছে, না এটা ব্যক্তিগত কোনও আক্রোশ জনিত খুন। খুবই সম্ভবত নিহত ব্যক্তি একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হওয়ায় এই মামলার তদন্তের ভারও আমাকে দেওয়া হয়েছিল। এই সদ্য সঙ্ঘটিত খুনের আশু তদন্তের প্রয়োজন থাকায় আমি তৎক্ষণাৎ স্থানীয় থানায় এসে সেখানকার অফিসার-ইন্‌চার্জের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিলাম। এই খুনের কাহিনী সম্বন্ধে আদ্যো-পান্ত শুনে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা! পোস্টমর্টেম পরীক্ষার জন্যে লাস মর্গে পাঠাবার আগে আপনি নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তির দেহ হতে কোট পান্তলুনটা খুলে নিয়েছেন?'

এতো প্রশ্ন থাকতে এরূপ একটা সাধারণ কথা তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করবো তা এই থানার বড়বাবু কল্পনাও করেন নি। গোল গোল চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি উত্তর করলেন, 'এটা কিন্তু একটা ডিরেক্ট্ ইনসাল্ট্ টু মাই ইনটেলেক্ট বলে আমি মনে করি। বারো বছর ধরে আমি অফিসার ইন্-চার্জি করছি। এটা কি আমার ভুল হতে পারে নাকি? আমি দুজন সাক্ষীর সামনে এই সব পোশাক হেপাজতে নিয়ে থানায় এসেছি।'

'তা ওসব করে আপনি তো ভালোই করেছেন,' একটু কিন্তু কিন্তু করে তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মালখানা বইয়ে তা এগুলো লেখা রয়েছে। এখন আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে এই যে আপনি কি ঐ পোশাকের পকেটগুলো তল্লাসী করেছেন? ডাইরিতে এতো সব লেখেননি কিনা তাই এই কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি॥'

'অ্যাঁ? তাইতো! পোশাকের পকেটে কি আছে বা না আছে তা তো এখনো দেখা হয় নি,' তাঁর চোখ দুটো নিচে নামিয়ে

লজ্জিত ভাবে এইবার বড়বাবু উত্তর করলেন, 'পোশাকের পকেটগুলো তো তক্ষুনি আমাদের তল্লাসী করে দেখা উচিত ছিল। আঃ, এতো বড়ো একটা ভুল আমার মতন লোকেরও হয়ে গেলো। আমার সঙ্গের অফিসাররা এটা একটু আমাকে পয়েণ্ট আউট করে দিতে পারলো না। ওদের নামে রিপোর্ট লিখে সব কটাকে এইবার দূর করে দোবো। দাঁড়াও দাদা! এখুনি মৃতের পোশাকটা এখানে আমি আনিয়ে নিচ্ছি।'

অমুক থানার বড়বাবুর এই খেদোক্তিতে আমি একটু হাসলাম মাত্র। এখন যদি কোনও উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্য দ্রব্য ঐ পোশাকের ভিতর হতে বার হয়ে পড়ে তা'হলে তা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে আদালতে দাখিল করা কঠিন হবে। এর কারণ এই যে, বড়বাবুর তৈরি সার্চলিস্টে শুধু এই পোশাকের কথাই উল্লেখ আছে। ঐ পোশাকের পকেটে কোনও দ্রব্য পেলে এই একই সার্চলিস্টে তারও উল্লেখ থাকতো— —এই অজুহাতে আদালত ঐ সব প্রামাণ্য দ্রব্যের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন না'ও করতে পারেন। কিন্তু এই ব্যাপারে আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম তা'ই পরিশেষে সত্য হয়ে উঠলো। এ পোশাকের বুক পকেট হতে মেয়েলী হাতে লেখা একটি অতি প্রয়োজনীয় পত্র বার হয়ে পড়লো। এই উল্লেখযোগ্য ইংরাজি পত্রটির বাংলা তর্জমার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"প্রিয় রিকি। কয়েকদিন আগে জন আমাকে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এখানে এসেই বুঝেছি যে এরা লোক ভালো নয়। ওর বন্ধুবান্ধবরা অত্যন্ত খারাপ লোক। তবে ও নিজে আমাকে খুবই ভালোবাসে। কিন্তু আমি ওকে একটুখানিও ভালো বাসতে পারছি না। তুমি দিনের বেলা বারোটা হতে চারটার মধ্যে —রবিবার বাদে এখানে এলে নিরিবিলিতে তোমাকে কয়েকটা কথা

বলবো। কিন্তু কোনও দিনই যেন সকালের দিকে এসো না। তবে এ কথাও জেনো যে তোমাকে এখনও এরা ভয় করে। এ জন্য হঠাৎ দেখা হয়ে গেলেও এরা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। এছাড়া আমিও তো এখানে আছি। দৈবাৎ কোনও বিপাকে পড়ে গেলে আমি তোমাকে রক্ষা করবো। ইতি মিকি।'

মূল ইংরাজি পত্রটির ভাবার্থ মাত্র বাংলায় উদ্ধৃত করা হলো। এই পত্রে উল্লিখিত মিকি ও রিকি নামটি এরা পরস্পর পরস্পরের কানে কানে বলবার জন্য তৈরি করেছিল। ঐগুলো যে এদের আসল নাম নয় তা এই নামের বহর থেকে আমি অনুমান করতে পারলাম। তবে এটা তদন্তের ব্যাপারে একটা মূল্যবান সূত্রের ও পরে প্রমাণের কাযে লাগানো যাবে বলে আমার মনে হলো। আমি এতক্ষণে খুশি হয়ে উঠে এই পত্রটিকে মূলধন করে এইবার ঘটনার স্থলে যেতে মনস্থ করলাম। পৃথক একটা কাগজে এই পত্রটি নকল করে নিয়ে আমি এই থানার অফিসার ইন-চার্জকে বললাম—'আসুন তাহলে, দাদা। এখন স্পটটা একবার দেখে আসা যাক্।'

এর পর আমরা ঘটনাস্থলে এসে সেখানকার ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম এই চারিতলা বাড়ির কোন তলার কোন ফ্ল্যাট হতে এই মৃতদেহটি পাতিত হওয়া সম্ভব। বলা বাহুল্য যে স্থানীয় লোকেরা এই সম্পর্কে একটু মাত্রও আলোকপাত করতে পারে নি। স্থানীয় থানার অফিসারদের মুখে শুনলাম যে তাঁরা ঘটনাস্থলে এসে ফুটপাথের উপর মাদুরের ঘেঁসটানির গভীর দাগ দেখতে পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের দলের কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করলেন যে হয় তো মোটর যোগে কেউ বা কারা মাদুরে জড়ানো মৃত দেহটা এখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে।

'কিন্তু এরা জানতেন না যে থানায় বসেই আমি ইতিপূর্বে মাতুরটা পরীক্ষা করে দেখেছি যে উহার একস্থানের বুনা কাটিগুলো দুমড়ে মুচড়ে চুর চুর হয়ে থেঁতলে ভেঙে গেছে। এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন হতে আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে অন্ততঃ ত্রিতল হতে না পড়লে উহার এইরূপ বিপর্যস্ত অবস্থা হতে পারে না। এর পরে আমি ঐ বাড়িটির ভিতর ঢুকে দেখলাম যে এই বিরাট অট্টালিকা বা ম্যানশনটি নিখিল পৃথিবীর একটি নৃতাত্বিক ঘাঁটির রূপ ধারণ করেছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, য়ুরোপীয়ান, ইঙ্গোবার্মি, ইউরেশিয়ান্, ইহুদি, আরমেনিয়ান, চীনা, পার্শি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় মানুষ এখানকার এক একটি ফ্ল্যাটে সপরিবারে বাসা বেঁধেছে। এই সব ফ্ল্যাটগুলির পরিবারগুলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ত্রিতলে উঠে একটি ফ্ল্যাটের বহির্গমনের দরজায় একটি তালা ঝুলানো দেখতে পেয়ে আমি সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঐ ফ্ল্যাটের অবস্থান হতে আমি অনুমানে বুঝে নিলাম যে এটার ঠিক নীচের ফুটপাথেই সেইদিনকার ঐ মৃত-দেহটি পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। আমি ভাবছিলাম যে নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সামনে এই তালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলে তা আইনের দিক হতে সমীচীন হবে কিনা। কারণ এই সব তদন্তের ব্যাপারে দেরী করলে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায় নি। একটু বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আমরা ঐ ঘরের তালা সাক্ষীদের সামনে ভেঙে ঐ ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকে পড়ে যদি দেখি যে সেখানে বিস্তর আসবাবপত্র আছে, তাহলে উহাদের প্রতিটি নথিভুক্ত করে ওগুলো সিল করে রাখতে হবে। এই দুরূহ কায সুষ্ঠু ভাবে সেরে ফেলতে হয়তো আমাদের সারারাত ও পরের দিনটাও কেটে যাবে। এর চেয়ে এখানে পাহারা বসিয়ে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করা ভালো। ঠিক এই সময়

এই ম্যানশন বাড়ির এজমালী দরওয়ান স্থফি আহম্মদ—উপরে এসে সেলাম জানিয়ে বললো, 'গোস্তাকি মাফ কি জিয়ে হুজুর। এতনা ঘড়ি হাম বাহার গয়া থে। ওহি বাস্তে আপলোককে পাশ আনে নেহি শেখে।' ঈশ্বর প্রেরিত দূতের মত স্থফি আহম্মদ এসে আমাদের সকল মুস্কিলের যেন আসান করে দিলে। আমি এতক্ষণে আশ্বস্ত হয়ে প্রথমে তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলাম। এই ম্যানশনের দরওয়ান শুফি আহম্মদের বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমার নাম স্থফি আহম্মদ, বাপকা নাম রফিক মুসা। গিয়া সাত বরষ হামি এখানে কায করছে। বাড়ির মালিক আমাকে থাকবার জন্য নীচে একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছে। আমি হররোজ এই বাড়ির জলের পাম্প চালাই ও এ জন্য ৭০৲ টঙ্কা মাসিক বেতন পাই। এখানকার এপাশের ঘরগুলো—ওয়ান-রুম ফ্ল্যাট। এই সব আমি ভাড়া দিয়ে থাকি। এই বাড়ির মালিকরা কিছুকাল ধরে বিদেশে গিয়ে আছেন। এই ঘরে রবার্টনামে একজন ছোকরা অ্যাংলো সাহেব এক বছর ধরে আছে। এই রাস্তার ফুটপাথের উপর যেদিন লাস্ পাওয়া যায় সেই দিনও এই সাহেব আর তার বন্ধুরা এই ঘরমে ছিলো। ইসকো পর রোজ সে আমার সঙ্গে দেখা করে তার ঘরের চাবিটা আমাকে দিয়ে বললে, 'আজই হামি একমাসের জন্য দিল্লী যাচ্ছি। তুমি আমার ঘরের চাবিটা রাখো। মধ্যে মধ্যে জমাদার দিয়ে ঘরটা সাফ করো। তা'না হলে ফিরে এসে ওখানে আর আমি টিকতে পারবো না।"

পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে য়ুরোপীয় স্থলভ মনোভাব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজেও আছে। এ'ছাড়া ভারতীয়রা যা সাধারণত করে না, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও য়ুরোপীয়গণ তাই সাধারণত করে

থাকে। এই জন্য এই ভাবে নিজ গৃহের চাবি অপরের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। তবুও একে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কয়েকটি তথ্য আমার জেনে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই সম্পর্কে নিয়ে উদ্ধৃত প্রশ্নোত্তরগুলি বিশেষ রূপে প্রণিধান যোগ্য।

প্রঃ—এদের এই ঘরের চাবি তোমার হাতে তুলে দিবার সময় তার সেই ঘরে টাকা কড়ি প্রভৃতি কি আছে সেই সম্বন্ধে কি সে তোমাকে কিছু বলে গিয়েছে? এতো বড় একটা দায়িত্ব তুমি নিজের মাথায় তুলে নিলে কেন? এখন সেই লোকটা ফিরে এসে যদি তোমাকে কোনও এক চুরির দায়ে অভিযুক্ত করে তা'হলে তুমি আত্মরক্ষা করবে কি করে?

উঃ—আজ্ঞে, এরা সাধারণত টাকা কড়ি কাপড় চোপড় বেশি ঘরে রাখে না। টাকাকড়ি বা ভালো পোশাক পরিচ্ছদ যা কিছু তা এরা সঙ্গে নিয়েই ঘুরা ফিরা করে। এর ঘরে ঢুকলে শুধু একটা আয়না ফিট করা ড্রেশিং টেবিল, একটা করে টিপয় ও'ফেয়ার আর গদি সমেত একটা খাট ছাড়া আর কিছুই আপনি দেখতে পাবেন না। হ্যাঁ; আর একটা পোশাক টাঙানোর দেওয়াল ব্র্যাকেটও সেখানে আছে। তবে একটা কথা আমি আপনাদের বলে রাখি বাবু। ও লোকটা বোধ হয় আর এ বাড়িতে ফিরে আসবে না। এই ভাবে হঠাৎ চলে গেলে ওরা প্রায়ই আর ফিরে আসে নি।

প্রঃ—থাক, এখন তোমার ওসব কথা আমরা শুনতে চাই না। এখন মনে করে বলো কতোদিন ধরে কতোজন লোক ওর ঘরে থাকতো। ঐ সাহেব যদি এতোদিন ওখানে একাই থেকে থাকে, তাহলে ওর সঙ্গে এই ঘরে কে কে দেখা করতে আসতো? এই সব

খোঁজা-খুঁজি করেও কেউ আর তার সন্ধান পায়নি। এই সাক্ষীর কাছ হতে আমি আরও জানতে পারলাম যে অমুকের পিতা ফর্সা রঙের লোক হলেও তার ঐ ছেলেটির গায়ের রঙ্‌ শ্যামল ছিল। এই সব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে আমার বিশ্বাস হলো যে ঐ জাহাজী লোকটি সত্য কথাই বলেছে। তা'হলে—তাহলে কি এর এই অমুকই সেইদিন খুন হলো না'কি ? আমি চোখ বুজিয়ে ভাবতে শুরু করা মাত্র আমার দিব্য চক্ষু উন্মুক্ত হয়ে গেলো। আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম যে দস্যুদল ঐ মেয়েটিকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে তাকে ভুলিয়ে তাদের সেই ঘরে ডেকে আনলো। হায়, প্রেমের টানে ভুল বুঝে সে দস্যুদের আড্ডা থেকে তাদের অবর্তমানে প্রেয়সীকে উদ্ধার করতে চেয়েছিল। এমন সময় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ ডাকাতের দল ফিরে এসে লৌহ জিম্বর উপর্যুপরি নির্মম আঘাতে তাকে পুরাপুরি অচৈতন্য করে জানালা গলিয়ে নীচে ফেলে দিলে। মনে মনে পূর্বাপর সম্ভাব্য ঘটনাটি বুঝে নিয়ে চোখ খুলে আমি এই দরদী জাহাজী লোকটিকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, 'উনকো লাস দেখলানেসে আপ উনকে পছানে শেখেগে ?'

'কেয়া বাবু! লাস ? ই আপ কেয়া বোলতা, বাবু', আমার এই কথা শুনে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো স্বরে এই দরদী জাহাজী লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'উনলোক কি উনকো পাকড়কে একদম খতম কর দিয়া ? তেনি হামার সাথ চলিয়ে, বাবু, উনলোককো কুঠিমে। উনকো পিতাজীকো ইসবাড়ে আভি খবর দেনে চাহি।'

এই জাহাজী লোকটির এই শেষ কথাটি আমার মনঃপূত হয়েছিল।

সে স্বেচ্ছায় আমাকে তাদের বাড়িতে না নিয়ে গেলে, আমিই তাকে ওদের বাড়িটা আমাদের দেখিয়ে দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতাম। এরপর আমি অমুকের বাড়ি গিয়ে অমুকের পিতার নিম্নোক্ত বিবৃতিটি গ্রহণ করি।

"আজ্ঞে, আমি অমুক প্রতিষ্ঠানের একজন অফিসার। আমি মাসিক ৭০০ টাকা বেতন পাই। এখানে আমি আমাদের নিজের বাড়িতেই থাকি। অমুক হচ্ছে আমার দ্বিতীয় ও শেষ পুত্র। ওকে কিছুকাল আমি কলকাতার একটি ইংরাজি ইস্কুলে পড়িয়েছিলাম। কয়েকবার ও ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়ে ক্লাশে উঠেছে। একবার ও ডবল প্রমোশনও পেয়েছিল। কিন্তু আমাদের এই বদলীর চাকুরিতে এখানে ওখানে ওদের নিয়ে বারে বারে টানা হ্যাঁচড়া করায় ওর পড়াশুনার ক্ষতি হতে থাকে। এবার আমরা কোলকাতায় ফিরে এলে কোনও স্কুল ওকে অসময়ে আর ভর্তি করে নিলে না। এখন ওকে আমি বাড়িতে টাইপ ও শর্টহ্যাণ্ড শেখাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে সারা দিনরাত আমি কাযে ব্যস্ত থাকায় ও সেই সুযোগে আজে বাজে অ্যাংলো ছেলেদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করে। এদানী একটা সুন্দরী অ্যাংলো মেয়ে প্রায়ই এসে ওকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যেতো। এমন কি দুই এক রাত ও বাড়িতে পর্যন্ত ফিরে আসে নি। একদিন সে লজ্জার মাথা খেয়ে তার মাকে বললে যে সে ঐ মেয়েটির সঙ্গে এন্‌গেজড্ হতে চায়। এদিকে আমি খবর নিয়ে জানলুম যে মেয়েটি আদপেই ভালো নয়। তাকে প্রায়ই রাত বেরাতে চৌরঙ্গির দিকে আজে বাজে অ্যাংলো ছোকরাদের সঙ্গে মোটরে মোটরে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। এই জন্যে একে আমি আমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবো বলেও শাসিয়েছিলাম। আমার প্রায়ই নাইট ডিউটি

পড়তো বলে ওর রাত্তিরে ঘুরবার সুবিধা হতো। কিন্তু স্নেহের আধিক্যে ওর মা এসব কথা আমাকে কোনও দিনই প্রকাশ করে নি। প্রায় মাস তিন আগে সকালে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ফিরল। ঠিক এই সময় আমিও নাইট ডিউটি সেরে বাড়িতে ফিরছিলাম। আমাকে দরজার কাছে দেখে সে আমার পায়ে ধরে মাপ চেয়ে প্রতিশ্রুতি দিলে যে সে আর কোনও দিনই আমার অবাধ্য হবে না। এর পর তার মধ্যে আমি বেশ একটু নারভাস ব্রেকডাউনের লক্ষণ দেখতে পাই। প্রায় পুরা তিন মাস সে একদিনের জন্য বাড়ি হতে বার হয় নি। সে ডাক্তারের প্রেশক্রিপশন মত ওষুধ খেতো ও বাড়িতে বসে পড়াশুনা করতো। এর পর কয়দিন হলো হঠাৎ সে বাড়ি থেকে অন্তর্ধান হয়ে যায়। আমার স্ত্রীর কাছ হতে শুনেছি যে পোস্টাল পিওন তাকে ডাকের একটা চিঠি দিয়ে যায়। তার এই বাড়ি হতে অন্তর্ধান হবার আধ ঘণ্টা আগে তাকে তিনি এই চিঠিটা পড়তে দেখেছিলেন। এই কয়দিন আমরা আমাদের ছেলেকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনও খোঁজ খবর এখনও পাই নি।"

এই অ্যাংলো ভদ্রলোকের এই বিবৃতি শুনে আমি ভাবছিলাম কেন বহু পুলিশ অফিসারের ছেলেপুলেদেরও লেখাপড়া ভালো করে হয় না। এদেরও যখন তখন শুধু জেলায় জেলায় নয়, মহকুমায় মহকুমায় ও বিরাট এই বাংলা দেশের থানায় থানায় বদলী হতে হয়। এদের ছোট ছোট ছেলেরা এই জন্য বহুদিন স্কুল পাঠশালার মুখ দেখতে পায় না। আত্মীয় স্বজনের কৃপাপ্রার্থী হয়ে পিতামাতা হতে বহু দূরে এরা বসবাস করতে বাধ্য হয়। আমি এমন অফিসারকে জানি যাঁরা কলকাতায় ছেলেদের পড়াশুনার জন্যে একটা বাড়ির ভাড়া তো

শুনছেনই, এমন কি অসুখ বিসুখ করলে মহকুমার কর্মস্থল হতে জিলার শহরে স্ত্রীপুত্রকে স্থানান্তরিত করবার জন্যে সেখানেও একটা বাড়ি ভাড়া করে রেখেছেন। লেখাপড়া শিখতে হলে পিতার ইচ্ছের ন্যায় পুত্রেরও ইচ্ছা যেমন চাই, তেমনি এর জন্য সুযোগ সুবিধে ও ভাগ্যেরও প্রয়োজন আছে। আজকাল পড়াশুনা যা কিছু তা বাড়িতেই হয়ে থাকে, স্কুলে এই সব পড়া শুনার স্বরূপ যাচাই করে নেওয়া হয় মাত্র। এক মাত্র ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা একটু চালাক হওয়া ও অপরের মেধার সঙ্গে নিজের মেধার যাচাই করা ছাড়া আজকালকার স্কুলের কোনও সার্থকতাও নেই। কিন্তু তবুও এই দুই-এর সামঞ্জস্য না ঘটলে প্রকৃত পক্ষে লেখাপড়া হওয়া কঠিন।

এ'ছাড়া আজকাল শহরের দেশীয় ধনী লোকদের মধ্যেও ছেলেদের সাহেবী স্কুলে ভর্তি করা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঘটনারাজির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গিয়েছে যে এখানকার পাশকরা ছেলেরা ভালো মিলিটারি অফিসার হলেও ভালো সিভিলিয়ান অফিসার হতে পারে নি। তাই আমার এও মনে হচ্ছিল যে এই দুই ধরনের স্কুলের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাতে না পারলে হয়তো বিপদ ঘটবে। কিন্তু এতো সব অবান্তর তত্ত্ব কথার চিন্তার আর প্রশ্রয় না দিয়ে আমি এই মামলা সম্পর্কে এই হতভাগ্য যুবকের পিতাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। এই সব প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজনীয় অংশ যথাযথ ভাবে নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—দেখুন, হয়তো এখুনি আমায় আপনাকে একটা নিদারুণ দুঃসংবাদ দিতে হবে। কিন্তু তার আগে আপনি আমাকে বলুন যে

আপনার পুত্রের ঐ তথাকথিত সুন্দরী প্রণয়িনীর বর্তমান বাসস্থান সম্বন্ধে কোনও খবর আপনি দিতে পারবেন কি না ?

উঃ—আজ্ঞে ! ওর সম্বন্ধে একটা দুঃসংবাদের জন্য আমি প্রস্তুতই হয়ে আছি। ও যে একদিন না একদিন পুলিশে ধরা পড়বে, তা আমি জানতুম। আজ্ঞে, ওই সুন্দরী অ্যাংলো মেয়েটির সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা আমার কাছে বলে যেতো, এই যা। ওর চালচুলো বা কুলুচি সম্বন্ধে কোনও সংবাদই আমি আপনাকে দিতে পারবো না। তবে আমি শুনেছি যে ও এক সাঙ্ঘাতিক ডাকাত দলের একটা হাতের পুতুল। এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অপদলের নাম 'রেড হট, স্করফিয়ন গ্যাঙ্গ'। আমাদের অ্যাংলো সমাজের লোকেরা এদের ভয়ে এতো তটস্থ যে এদের সম্বন্ধে কোনও কথাই কেউ আপনাদের বলবে না। অথচ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কেউ ছাড়া ভারতীয়দের কেউ এদের সম্বন্ধে কোনও সংবাদ জানাতে সক্ষমই হবে না। এরা কখন কার ছেলেকে এদের দলে ভর্তি করে নেয় এই ভয়েই আমরা এখন তটস্থ। তবে এইটুকু আপনাকে আমি বলে রাখি যে এদের দলে অনেক যুদ্ধ প্রত্যাগত ও সেনাদল হতে বরখাস্ত বহু অ্যাংলো যুবক আছে। সেনা-নিবাসে জমা না দিয়ে বহু আগ্নেয়াস্ত্রও এরা হাতিয়ে নিয়ে সেগুলো সঙ্গে করে ঘরে ফিরেছে। এমন কি এদের ইউনিফর্মও ওরা আর্মিস্টোরে জমা দিয়েছে বলে মনে হয় না।

এই নির্বিবাদী ভদ্রলোকের দ্বারা অনুমিত দুঃসংবাদ ও তাঁকে আমাদের দেয় দুঃসংবাদের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে তা বোধ হয় ভদ্রলোক কল্পনাও করেন নি। তাই তাঁর এই বিবৃতির পরিশেষে তিনি তাঁর ছেলেকে জামিনে খালাস করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। তাঁর পুত্রের সম্বন্ধে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ তাঁকে

শুনাবার পূর্বে আমি তাঁর বাড়ি ঢুকে তাঁর পুত্রের টেবিলের ড্রআরটা একবার তল্লাস করলাম। না, তাঁর এই গুণধর ছেলেটি বাড়ি থেকে চলে যাবার আগে কাউকে কোনও চিঠিপত্র লিখে রেখে যায় নি। আমি তার টেবিলের উপর থেকে একটা ঠিকানা লেখা পোস্ট্যাল স্ট্যাম্প মারা ছেঁড়া খাম উদ্ধার করলাম। এই লেফাফাটির উপর মেয়েলী অক্ষরে বড় বড় করে এই যুবকটিরই নাম লেখা ছিল। বেশ বুঝা গেলো যে এই খামটিতেই ডাক যোগে ঐ মেয়েটি তাকে ঐ চিঠিটি পাঠিয়েছিল। ঐ যুবকটি তার এই শেষ যাত্রার পূর্বে ভিতরের চিঠিটি সঙ্গে নিয়ে গেলেও লেফাফাটি টেবিলের উপর তাড়াতাড়িতে ফেলে রেখে গিয়েছে। এই পোস্ট্যাল খামের উপর লোক্যাল পোস্ট অফিসের স্ট্যাম্প দেওয়া ছিল। ঐ মেয়েটি আখেরে ধরা পড়লে তার হস্তলিপিকার সঙ্গে এই খামের উপরকার ও ছেলেটির পকেটে পাওয়া পত্রের লেখার তুলনামূলক পরীক্ষা করে হস্তলিপি বিশেষজ্ঞরা বলে দিতে পারবেন যে এই সব কয়টি লিপিকাই ঐ একটি মেয়ের দ্বারা লেখা হয়েছিল। এই জন্য এই খামটি প্রমাণ্য দ্রব্য রূপে সযত্নে সংগ্রহ করে আমি আপন হেপাজতে গ্রহণ করলাম।

কিন্তু কে এই রহস্যময়ী সুন্দরী নারী? এই মেয়েটিকে খুঁজে বার করতে পারলেই যে এই অমীমাংসিত খুনের মামলাটির কিনারা হয়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ ছিল না। সম্প্রতি চৌরঙ্গি অঞ্চল হতে কয়েকটি অদ্ভুত মামলার খবর আমাদের গোচরে এসেছিল। এই মামলাগুলি, প্রবঞ্চনা ব্ল্যাকমেইলিঙ বা রাহাজানির মধ্যে পড়বে—তা নিয়ে আমাদের গবেষণার অন্ত ছিল না, কিন্তু এই প্রতিটি মামলায় এরই মত একজন সুন্দরী যুবতী নারী সংশ্লিষ্ট ছিল। এদের অপরাধের পদ্ধতি [Modus operendi] সম্বন্ধে আমাদের মোডাস

অপারেশ্তাই ব্যুরো বা অপরাধ-কার্যপদ্ধতির অফিসে নিম্নোক্ত রূপ মন্তব্য-সমূহ লেখা ছিল।

"এদের এই অপদলে একজন সুন্দরী যুবতী নারী সংযুক্ত আছে। তবে এই মেয়েটিই এই যুবক দলের নেতা কিনা তা বলা বড় কঠিন। স্ব-চালিত মোটরকারে কোন দেশী বা বিলাতী যুবক চৌরঙ্গি এলাকায় গাড়ি রেখে হোটেলে ঢুকলে এই যুবতী মেয়েটি এই খালি গাড়ির মধ্যে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকে। এর পর খাওয়া দাওয়া বা নাচ শেষ করে এই যুবকরা তাদের গাড়িতে উঠে দেখে যে পিছনের বা পাশের সিট-এ জনৈকা অপরিচিতা যুবতী নারী তার দিকে মিটি মিটি চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। এই ব্যাপারে এরা একে কিছু জিজ্ঞাসা করা মাত্র সে একটা বড়ো কার্ডবোর্ড মেলে ধরেছে। এই কার্ডে চোখ বুলিয়ে ভীত হয়ে ভদ্রসন্তানরা দেখতো তাতে লেখা রয়েছে —'এখন চেঁচামেচি করে লাভ নেই। আপনি চেঁচালে অমিও চেঁচিয়ে বলবো আপনি গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপ করে আমাকে লিফট্ দেবার অছিলায় গাড়িতে তুলে বেইজ্জতি করছেন। তাছাড়া আশে পাশে চেয়ে দেখুন আমাদের গ্যাঙের যুবকরা চারিদিক ঘিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি চেঁচানো মাত্র এরা ছুটে এসে আপনাকে মারধর করবে ও সেই সঙ্গে থানায় গিয়ে আপনার বিরুদ্ধে আমাকে সমর্থন করে সাক্ষ্য দেবে। অতএব আর দ্বিরুক্তি না করে আপনার কাছে যা কিছু আছে চট্পট্ তা বার করে দিন।' এই কার্ডবোর্ডটি পড়ার সম্ভাব্য সময় উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র মেয়েটি ওটা টেনে নিয়ে নিজের বক্ষ-বস্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতো। এদিকে এইসব ভদ্রসন্তানরাও বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখতে পেতো যে প্রায় ১২ বা ১৩ জন সন্দেহমান যুবক তার চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। এইরূপ বিপাকে পড়ে ভদ্র-

সন্তানরা প্রায় সকলেই তাদের মানিব্যাগটা এর হাতে তুলে দিয়ে রেহাই পেয়েছে।”

আমি মনে মনে স্থির সিদ্ধান্তে আসলাম যে এই মেয়েটি ও আমাদের এই খুনের সঙ্গে জড়িত মেয়েটি একই মেয়ে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই মেয়েটি ও তার দলের লোকদের কোনও সন্ধান আমরা পাই নি, এই যা। তবে এদের হাতে নাতে ধরবার জন্যে চার ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের পুলিশেরই একজন স্বচালিত গাড়ি নিয়ে এদের ফাঁদে ফেলবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই দিন থেকে ঐরূপ ঘটনা শহরে আর একটিও ঘটলো না। এদিকে দুই একটা কানাঘুসো সংবাদ আমাদের কানে আসছিল যে কয়েকজন যুরোপীয় পুলিশ সার্জেণ্টও এদের দলে আছে। তা'হলে এরাই এদের বারে বারে সংবাদ দিচ্ছে না কি? কিন্তু এই সব গুজবে আমরা একটুও বিশ্বাস করতে পারি নি। তবে এরা ছিল এ:দর সমাজেরই লোক। স্বল্পায়ত সমাজের মানুষ হওয়ায় নাচের ও বিবাহের আসরে, ক্লাবে বা ফ্যামেলি মজলিশে এদের পরস্পরের মধ্যে পুনঃ পুনঃ দেখা সাক্ষাৎ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। ভোজের আসরে মদ্যাদি পানের মধ্যে অতর্কিতে এই সব চোর ডাকাত ও তাদের ধরপাকড়ের চেষ্টার গল্প এখানে ওখানে করলে এ:দর সমাজের প্রায় সকল লোকই তা জেনে গিয়ে থাকে। এই জন্য এদের মধ্যে কেউ চোর ডাকাত থাকলে তাদের সাবধান হয়ে যাওয়া স্বাভাবিকই ছিল [পরবর্তী কালে অবশ্য কলিকাতা পুলিশের চারজন অ্যাংলো সার্জেণ্টকে এই দলের দলী বুঝে আমি গ্রেপ্তার করেছিলাম]। অন্যদিকে এরা সমাজের মধ্যে মেলামেশা করে এই দলের সম্বন্ধে বহু সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম ছিল। এইদিক হতে বিচার করে আমি দুই জন সৎ

অ্যাংলো সার্জেণ্টকে এই মেয়েটির সন্ধানের জন্য নিয়োগ করতে মনস্থ করলাম।

এদিকে আমাদের বিবেচ্য বিষয় হলো এই যে তিনমাস পরে এই দল তাদের দলত্যাগী সদস্যের মৃত্যু ঘটালো কেন? আমার মনে হলো এই কয়মাস একে তারা বাইরে কোথায়ও খুঁজে না পেয়ে হয়তো ভেবেছিল যে, সে শহরের বাইরে কোথাও চলে গিয়েছে। কিন্তু পরে বোধ হয় তারা সন্ধান পেয়েছিল যে সে তার নিজের বাড়িতেই বাহাল তবিয়তে বসবাস করছে। এই সংবাদ পেয়ে তারা এই জঘন্য উপায়ে তাকে 'ডিকয়' বা প্রলুব্ধ করে তাদের ঐ আড্ডায় আনিয়ে নিয়েছিল। যাক, এখন এর ঐ পিতা ঐ নিহত ব্যক্তিকে তার পুত্র রূপে সনাক্ত করলেই সকল গণ্ডগোল চুকে যাবে। আর তা সে না করতে পারলে তো আমরা খেই হারা হয়ে আবার অগাধ জলে পড়ে যাবো। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে ঐ নিহত ব্যক্তি এই অ্যাংলো ভদ্রলোকের পুত্র ছাড়া আর কেউ নয়।

"আচ্ছা! তুমি ভাই এইবার এঁকে নিয়ে স্থানীয় থানায় চলে যাও,' আমি আমার একজন সহকারীকে উদ্দেশ করে বললাম, 'ওঁকে লাসটা সনাক্ত করবার জন্যে থানায় রেখে টপ করে তুমি চলে এসো। তদন্ত করতে করতে হয়তো আমাদের তিন জনকে তিন দিকে বেরিয়ে যেতে হবে। এই খুনের মামলার তদন্ত করার দায়িত্ব আমাদের নয়। আমাদের শুধু বার করতে হবে কোন কোন অপরাধের সঙ্গে আমাদের তদন্তাধীন অপদলের সম্বন্ধ আছে। এর পর আমাদের এই সব বিভিন্ন স্থানে সমাধিত বিভিন্ন অপরাধগুলিকে ট্যাগ করে অর্থাৎ এক সূত্রে গেঁথে একটি দলীয় মামলা খাড়া করতে হবে। আমাদের এখুনি এই সব হিসাবের খাতাপত্র নিয়ে হাওড়ায় সেই মুদির দোকানে যেতে হবে।'

এদিকে ঐ নিহতমন্য অ্যাংলো যুবকের পিতা ভালো বাংলা না জানলেও কিছু কিছু বুঝতে পারতো। আমাদের এই কথোপকথন হতে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাথায় দুটো হাত রেখে তিনি মাটির উপর বসে পড়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ওঃ মাই গড! হি ইজ ডেড্!' আমি অতি কষ্টে প্রথম সহকারীকে দিয়ে তাঁকে থানায় পাঠিয়ে দ্বিতীয় সহকারীকে নিয়ে এইবার হাওড়া শহরের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। ওদিকে আমাদের যে এখনও অনেক কায বাকি। যত দূর বুঝা যায় তাতে এদের দ্বারা অন্ততঃ একশোটির উপর অপকর্ম সমাধা হয়েছে। এখন এই একটা মাত্র মামলা নিয়ে পড়ে থাকলে আমাদের চলবে কেন?

মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা হাওড়া শহরে এসে পৌছুলুম। এই হিসাবের খাতায় উল্লেখিত মুদির দোকানটি খুঁজে বার করতে আমাদের একটুও দেরী হয় নি। এই খাতা পত্রগুলো নিজেদের দোকানের সম্পত্তি রূপে সনাক্ত করে সেখানকার দোকানী নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি প্রদান করেছিল।

"আমি এইদিন আমাদের দোকানের দরজা ভিতর হতে বন্ধ করে ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে অর্ধ মুক্ত দরজার ফাঁকে এক ঝলক আলোক এসে আমার মুখে পড়ছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে দেখলাম যে দরজার ভিতরের খিল মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে ও দরজার পাল্লা দুটোও ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। সভয়ে আমি চেয়ে দেখলাম যে দোকানের বাইরে রাখা বেঞ্চির একটা মুখ দুয়ারের পাল্লায় রেখে ওর অপর মুখটার ওপর একটা চলন্ত মোটরকারের মুখ লাগানো রয়েছে। দেখতে দেখতে মোটরের ধাক্কায় দরজার পাল্লা দুটা খুলে যাওয়া মাত্র মোটরের হেড্ লাইটের আলোয় সারা ঘরটা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমি দোকানে ডাকাত পড়লো বুঝে ঘরের কোণ থেকে

একটা কাতান উঠিয়ে তাদের রুখবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি, ঠিক এই সময় তারা দু'দুটো গুলিভরা পিস্তল নিয়ে দোকান ঘরে ঢুকে পড়লো। এর পর তারা সেলফে রাখা খাতাপত্র সমেত বাক্সোটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো। এরা বের হয়ে যাওয়া মাত্র আমি পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করে দিলে ওরা মোটরের গ্যাস ছেড়ে আওয়াজ বার করে আমার গলার স্বর ডুবিয়ে দিল। এর পর আমি বাইরে এসে দেখি যে আমার চিৎকার শুনে বহু লোক তাদের দোকান ও বাড়ি থেকে বার হয়ে এসেছে। তারা সকলে মিলে তাদের গাড়িগুলোর উপর ইট ছুড়ছিল। কিন্তু তা সত্বেও তারা দুই একটা ফাঁকা গুলির আওয়াজ করে পালিয়ে যেতে পেরেছে। আমি পরে আরও জানতে পারি যে এই ঘটনার একটু আগে এরা ওপাড়ার একটা পেট্রোল পাম্প ভেঙে তাদের গাড়িতে তেল ভরে নিয়েছিল। একটু এগিয়ে দক্ষিণ দিকে গেলে এই রাস্তার উপরই সেই পেট্রোল পাম্পটা আপনি পাবেন। এ'ছাড়া পালাবার সময় এরা তাদের গাড়িতে মোড়ের মাথায় একটা ছাগল চাপা দেয় ও রাস্তার ধারে একটা গাছেতেও ধাক্কা লাগায়। এই সময় রাস্তার সব ক'টা বিজলী আলো এরা নিবিয়ে দিয়েছিল। একজন পথচারী ওদের সিডনবডি গাড়ির ছাদে উঠে এই আলোগুলো নিবুতে দেখেছে, কিন্তু ভয়ে কাউকে কিছু না বলে সে থানায় গিয়ে খবর দেয়। কিন্তু থানা-ওয়ালারা খবর পেয়ে এদিকে পৌছবার আগেই তারা আমার দোকান থেকে বার হয়ে গিয়েছিল। আমি এদের অন্ততঃ তিনজনকে ভালো করে চিনে রেখেছি। তাদের আবার দেখতে পেলে আমি নিশ্চয়ই চিনে নিতে পারবো। আজ্ঞে, হাঁ। এই ঘটনা তিন মাস আগে ঘটেছে, সে কথা ঠিক। কিন্তু তা সত্বেও তাদের চিনতে আমার

কষ্ট হবে না। এদের একজনের কপালের উপর একটা কাটা দাগ আছে। একজন টিকোলো নাক লোক একটু জড়িয়ে কথা বলেছিল।"

এর পর আমি স্থানীয় থানায় গিয়ে সেখানকার অফিসার-ইন্-চার্জের সঙ্গে দেখা করে জানলাম যে ঐ দিন [তিন মাস পূর্বে] একদিনেই পর পর তিনটে এজাহার ওখানে দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি ছিল পেট্রোল পাম্প ভাঙার, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঐ মুদির দোকানের ডাকাতি, তৃতীয়টি হচ্ছে একটি নারী অপহরণের মামলা। পূর্বের দুটো মামলা সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বেই ওয়াকিবহাল হয়েছিলাম। নারী অপহরণের মামলার এজাহারটি আমি খুঁজে বার করে দেখলাম যে ওতে শুধু অপহরণের অভিযোগই করা হয়েছে; কিন্তু এতে বলাৎ-কারের ঘটনাটি লোকলজ্জাবশতঃ অভিযোগকারিণী স্বীকার করে নি। তবে তদন্তকারী অফিসারের মুখে আমি এও শুনলাম যে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে চুড়ি ভেঙে যাওয়ায় তার হাতের কব্জির জায়গায় জায়গায় কেটে গিয়েছিল। এই হতভাগ্য নারীর এজাহারটির সারাংশ আমি নিম্নে তুলে দিলাম।

"আমি একজন হিন্দুস্থানী বিবাহিতা শ্রমিক নারী। অমুক কারখানায় আমি দিন মজুরের কাজ করি। এইদিন ছুটির পর অন্যান্য মেয়েদের পিছু পিছু আমি বাড়ি ফিরছিলাম। আমি অন্তঃস্বত্বা থাকায় হাঁটতে হাঁটতে একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় পিছন থেকে একটা মালবাহী [মিলিটারি] ট্রাক এসে আমাকে আস্তে ধাক্কা মারলে। আমি পড়ে যাওয়া মাত্র কয়জন সাহেব নেমে এসে আমাকে গদ্দিতে উঠিয়ে গাড়ির মধ্যে তুলে নিলে। আমি চিৎকার করা মাত্র এদের একজন একটা তোয়ালে আমার মুখে গুঁজে দিলে। এদের অপর একজন আমার বুকেতে একটা ছুরি রেখে বললে,

'চুপ করো'। এর পর হঠাৎ এরা গাড়ির মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে অনেক দূরে একটা জঙ্গলে এলো। এইখানে এরা আমার উপর অত্যাচার করতে চাইলে আমি বললাম, 'আমার ভুঁড়িমে লেড়কা হ্যায়'। এদের একজন তখন দিল্লাকী করে উত্তর করলো, 'ঠিক হ্যায়, আউর দুটো লেড়কা হামলোক তুমকে দেইঙ্গি'। এর পর আমি অনেক কান্নাকাটি করাতে তারা আমার উপর অত্যাচার না করে চলন্ত গাড়ি হতে আমাকে ঠেলে রাস্তায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। আহত হয়ে আমি রাস্তার উপরই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। এই সময় একটা টিন বোঝাই লরির লোকেরা আমাকে সেখানে এই অবস্থায় দেখে দয়াপরবশ হয়ে আমাকে আমাদের মহল্লার বস্তিতে পৌছিয়ে দিয়ে গিয়েছে।"

এর এই বিবৃতিটি হতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ঐ টিন বোঝাই লরিটি হঠাৎ এসে পড়াতেই বোধ হয় ওরা ঐ অসহায় নারীর উপর অত্যাচার না করে পালিয়ে গিয়েছিল। কিংবা এমনও হতে পারে যে তারা তার উপর বলাৎকার ঠিকই করেছিল। কিন্তু লোকলজ্জাবশতঃ সে কথা মেয়েটি পুলিশের ও আত্মীয়দের কাছে গোপন করে গিয়েছে। এই জন্য আমি ওখানকার তদন্তকারী অফিসারের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলাম, 'আপনার উচিত ছিল ওকে ডাক্তারী পরীক্ষা করে আসল ব্যাপারটা জেনে নেওয়া।' ইতিমধ্যে এই দস্যুদের কেউ ধরা পড়ে হাকিমের কাছে যদি স্বীকারোক্তি করে বলে যে তারা ওকে বলাৎকারও করেছিল, তাহলে আপনাদের কাছে দেওয়া এই বিবৃতিটি এই মামলায় সরকার পক্ষের বক্তব্যের বিরুদ্ধে চলে যাবে। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা তার সেই স্বীকারোক্তিটি কাজে লাগাতে পারবো না।' আমার ইচ্ছে ছিল অন্য এক

নারীর সাহায্যে ঐ অত্যাচারিতা নারীটিকে ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। কিন্তু অতি দুঃখের সঙ্গে আমি শুনলাম যে ঐ আহতা নারীটি এই ঘটনার পর অসুস্থ হয়ে সম্প্রতিকালে মারা গিয়েছে। কিন্তু এই ঘটনার বহু পরে তার মৃত্যু ঘটায় ঐ নাম-না-জানা আসামীদের বিরুদ্ধে কোনও এক খুনের মামলা রুজু করা সম্ভব হয় নি।

থানার নথিপত্র হতে এই মৃতা নারীর তৎকালীন বিবৃতিটি পাঠ করার পর আমি স্থানীয় থানায় ঐ দিনকার নথিপত্রে মোটর কলিশন সম্বন্ধে একটা এজাহার দেখলাম। এই দুর্ঘটনার সংবাদে একটা মিলিটারি ট্রাক কর্তৃক একটা বাছুর চাপা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তবে স্থানীয় লোকেরা এই মিলিটারি ট্রাকটির নম্বরের কিয়দংশ মাত্র টুকে নিতে পেরেছিল। এদের মতে ঐ ট্রাকটির নম্বর ছিল U S J—এত নম্বর, এর পর লেখা ছিল একটা সংখ্যা যা তারা তাড়াতাড়িতে টুকে নিতে পারে নি। তবে তারা এই ট্রাকে সবুজ ও খাকি পোশাক পরা কয়েকজন সাহেবকে দেখেছিল।

এই দিনের তদন্ত দ্বারা আমি অন্ততঃ এইটুকু বুঝেছিলাম যে U S J—মিলিটারি ট্রাকটিতে করে এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অপদলটি একই রাত্রে উপরে উল্লিখিত অতগুলি অপরাধ সমাধা করেছে। অন্ততঃ কলিকাতা ও হাওড়ায় সঙ্ঘটিত এই কয়টি মামলাকেও আমি একসূত্রে গাঁথতে [ট্যাগ করতে] পারলে একটা গ্যাঙ্গ কেশ বা দলীয় মামলা এদের বিরুদ্ধে রুজু করা যাবে। এর পর অন্যান্য দিনে সমাধিত মামলাগুলি একে একে এদের সঙ্গে গেঁথে এই দলীয় মামলাটি আরও বড়ো করে তুলা যাবে। এই জন্য খুশি হয়ে এইদিনকার মত তদন্তে ক্ষান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য আমি কলকাতায় আমার

কোআর্টারে ফিরে এলাম। কিন্তু ফিরে এসেই শুনতে পেলাম যে আগের রাত্রে এই দল আরও কয়েকটি গাড়ি চুরি করে এইরূপ আরও কয়েকটি অপকার্য নির্বিবাদে সমাধা করে পালিয়ে গিয়েছে। এইবার মনে মনে আমি ঠিক করলাম যে এদের আর বাড়তে না দিয়ে সব কায ফেলে এদের খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন হয়েছে। এদিকে ডেণ্ট মিশন রোডে ও রিপন ষ্ট্রিটে মোতায়েন আমাদের ওয়াচারগণ এদের সম্বন্ধে কোনও খবরই দিতে পারছে না। এদের খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করবার সম্ভাব্য পন্থাগুলি ভাবতে ভাবতে আমি এই দিন অনেক রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এর পর আরও কিছু দিন চলে গেলো। আমরা এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দল ও তাদের দলের সেই রহস্যময়ী মেয়েটিকে বৃথাই খুঁজে হয়রান হয়েছি। এক দিন সকালে আমরা কয়েকজন অফিসার এদের সম্বন্ধেই আলোচনা করছিলাম। এমন সময় খবর পেলাম যে আরও একটি কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। বাংলার প্রধান মন্ত্রী জনাব হাসান সুরাবর্দির মোটরকারটি কে বা কাহারা ধর্মতলা অঞ্চল হতে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। তবে [যতদূর মনে পড়ে এই গাড়িটার নম্বর ছিল B L A 200] আরও কয়েকদিন এই সব গাড়ি চুরির মামলা তদন্তের ব্যাপারেই আমরা ব্যস্ত আছি। এর পর একদিন সকালে প্রাতঃ-কালীন সংবাদপত্রে একটি দুঃখজনক সংবাদ পড়ে ব্যক্তিগত ভাবে আমি ব্যথিত হলাম। কলিকাতার এক প্রখ্যাত কাগজ-বিক্রেতা অমুক দত্তের পুত্র প্রখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ী অমুক বাবুকে কটকের নিকট একটি পুরীগামী ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে চড়াও হয়ে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দস্যু ভীষণ ভাবে প্রহার করে তাঁর অর্থাদি অপহরণ

করতে চেষ্টা করেছে। ভীষণ ভাবে আহত হওয়ায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য কটকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই ভদ্রলোকটিকে বাল্যকাল হতে তাঁর বিবিধ সৎগুণের জন্য আমি বিশেষ রূপে শ্রদ্ধা করে এসেছি। আমার মন বলছিল যে আমার তদন্তাধীন এই দলেরই একজন রেল-পথে এই রাহাজানি অপকার্যটি করেছে। এই জন্য এই ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে কলিকাতা আসা মাত্র আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর নিম্নোক্ত বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করে নিলাম।

"আমার এখন বয়েস প্রায় ৭০ হবে। এইদিন পুরীগামী ট্রেনের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমি বসে ছিলাম। এই সময় চলন্ত গাড়ির জানালা গলে একজন অ্যাংলো যুবক জিম্প হাতে উঠে এলো। প্রথমে সে আমার সামনের সিটে বসে ভদ্র ভাবে আলাপ করছিল। এর পর হঠাৎ সে উঠে পড়ে ঐ লৌহ যন্ত্র দিয়ে আমাকে প্রহার করতে শুরু করে দিলে। আমি সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েও ওকে প্রতিআক্রমণ করলাম। এই সময় এই দস্যু যুবক একটু পিছিয়ে এসে বললে, 'বৃদ্ধ! তোমার মস্তকে দারুণ আঘাত। আমার সঙ্গে কতক্ষণ লড়বে? বরং তোমার কাছে যা আছে তা চট্‌পট্‌ বার করে দাও।' প্রত্যুত্তরে একটু মাত্রও ভড়কে না গিয়ে তাকে আমি বললাম, 'দেখ বাপু! বৃদ্ধ হলেও আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক। তোমার মত হালের এক যুবককে রুখতে এ বয়সেও আমি সক্ষম। কিন্তু তুমি বাপু আমাকে মিছামিছি মারধর করলে। তোমার নেবার মত আমার কাছে কিছুই নেই। এই দেখ আমার স্যুটকেশ, এতে ক'খানা কাপড় শুধু আছে।' এই সময় আমার মাথা ফেটে অঝোরে রক্ত বেরুচ্ছিল। যুবকটি তা দেখে তার রুমাল দিয়ে আমার মাথাটা বেঁধে দিতে আগ্রহ প্রকাশ

করলে। কিন্তু আমি তার এই সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম। তখন সে তার রুমালটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জানলা গলে উধাও হয়ে গেলো। এর পর আমি কটক শহরে নেমে শহরের এক হাসপাতালে ভর্তি হই। আমি ভালো করে সেই লোকটাকে দেখে রেখেছি। আমার সামনে হাজির করলে তাকে আমি সহজেই চিনিয়ে দিতে পারবো।"

এই ঘটনার পর এই অ্যাংলো অপদলের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমি জেহাদ ঘোষণা করে দিলাম। সম্মুখ তদন্তে কোনও ফল হচ্ছে না দেখে আমরা ইনফরমারের সাহায্যে বিপরীত তদন্তের আশ্রয় গ্রহণ করলাম। এই সময় আমাদের খোদ ডেপুটি কমিশনার সংগৃহীত জনৈক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এই অপদলের সম্বন্ধে সর্বপ্রথম নিম্নোক্ত সংবাদটি দিতে পেরেছিলেন।

"আমি একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের ইনফরমার। এদানী অন্য কোনও কাজকর্ম আমি করি না। এই রেড হট স্করফিয়ন গ্যাঙের খবর আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। আমার খবর এই যে, সেদিনকার ম্যানশনের ঐ খুনটা এদের এক উপনেতার নির্দেশে সমাধা হয়েছে। এরা মোটর চুরি করে, পেট্রোল পাম্প ভাঙ্গে ও সেই সব গাড়িতে এরা ডাকাতি, বলাৎকার আদি করে থাকে। এদের অনেকেই যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈনিক। সেই জন্য গরিলা যুদ্ধে তারা বিশেষ পারদর্শী। কলিকাতা পুলিশের অন্ততঃ ছয়জন অ্যাংলো সার্জেণ্টও এদের দলে আছে। তবে তাদের নাম আমি এখনও সংগ্রহ করতে পারি নি। এরা তিনটি বড় বড় দলে বিভক্ত। এদের একটা দলের নেতা প্র-প্যাট্ কলিকাতা দলের সর্দার। এদের দ্বিতীয় দলের উপনেতা অমুক পূর্ব ভারতীয় রেলওয়ে সমূহে ডাকাতি করে। এদের তৃতীয় দল

বোম্বাই, গোয়া প্রভৃতি স্থানে অমুকের অধীনে কর্মরত আছে। এই তিনটি দলের সর্বময় কর্তা বা নেতা হচ্ছে আলেক নামে এক ব্যক্তি। এদের নির্দিষ্ট কোনও বাসস্থান নেই। সুবিধা মত এখানে ওখানে এরা ডেরা ফেলে। মধ্যে মধ্যে এরা কিছু কাল গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। তার পর সহসা একদিন এরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে। এরা কাযকর্মের সুবিধের জন্যে কয়েকজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পুরানো চোরকেও টাকা দিয়ে পুষে রেখেছে। তবে রবার্ট নামে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এদের বামাল গ্রাহক। এই ব্যক্তি এদের কাছ হতে দ্রব্যাদি কিনে দোকানে দোকানে সেগুলো বিক্রি করে বেড়ায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই লোকটিরও বাড়ির ঠিকানা আমি জানি না।"

এর পর আমি আমাদের এই বেতনভোগী গোয়েন্দাকে জেরা করে আরও কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করে নিই। এসম্পর্কে আমাদের উল্লেখ যোগ্য প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! তুমি কি কোনও এক সুন্দরী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবতী নারী এদের দলে আছে ব'লে শুনেছো? আমি অনেকেরই মুখে শুনেছি যে এই রকম এক নারী প্রায়ই এদের সঙ্গে ঘুরা ফিরা করে থাকে। তোমাদের সমাজের লোকেদের জিজ্ঞেস করে এর আস্তানার খবর যদি আমাদের দিতে পারো তো আমরা তোমাকে এখুনি অনেক টাকা বকশিস দেবো।

উঃ—হ্যাঁ, আমিও শুনেছি যে ঐ মেয়েটিকেই কেন্দ্র করে এই অপদলটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। আমাদের মধ্যে অনেকের মতে এই মেয়েটি এদের আড়কাঠির কায করে। এই দলের অনেকে এই মেয়েটির প্ররোচনায় এই দলে যোগ দিয়েছে। তবে এই মেয়েটি যে কে, তা আমি এখনও জানতে পারি নি। এর কারণ অ্যাংলো-

ইণ্ডিয়ান সমাজ শুধু কলকাতাতেই বাস করে না। এদের অনেকে দমদম, আসানসোল, খড়্গপুর প্রভৃতি স্থানেও বাস করে থাকে। এই জন্য এদের সকলের খোঁজ-খবর রাখা এখনও পর্যন্ত আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

প্রঃ—তুমি এদের বামাল গ্রাহক রবার্টের বাড়ির ঠিকানা হয় তো জানো না। কিন্তু যে সব দোকানে সে বামাল বিক্রয় করে সেইগুলো তো তুমি জানো। এখন এই সব চোরাই মালের মধ্যে এমন কয়েকটি দ্রব্য থাকে যা সচরাচর কোলকাতায় পাওয়া যায় না। এখন তুমি ঐ রকম একটা দ্রব্য কেনার অছিলায় ওদের কোনও এক দোকানদারকে বহু টাকার লোভ দেখাতে পারবে? এইটুকু করতে পারলে আমরা তোমার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকবো।

উঃ—আপনি স্যার ঠিক মতলব করেছেন। আমি এদের দোকানে এইরূপ একটা মালের অর্ডার দিলে সেই দোকানী তাহলে ঐ রবার্টেরই স্মরণাপন্ন হবে। এই দ্রব্য জোগাড় করে দিতে দোকানী রাজি হলে, পর দিন থেকেই চব্বিশ ঘণ্টা ঐ দোকানে আপনি ওয়াচ রেখে দেবেন। এর পর রবার্ট সেই জিনিসটা এদের দোকনে দিয়ে চলে যাওয়ার সময় আপনাদের ওয়াচার তার পিছু পিছু গিয়ে তার ডেরাটা দেখে আসতে পারবে আখুন।

এই বামাল গ্রাহক রবার্ট সাহেবের ঠিকানা আমাদের ইনফরমার দিতে না পারলেও তার চেহারার বিবরণ সে আমাদের ইতিপূর্বেই দিয়েছিল। এই ভাবে চার ফেলে রবার্টকে আমরা ঠিকই টোপ গেলাতে পেরেছিলাম। পাছে গ্রেপ্তারের পর রবার্ট তার গোপন গুদামের খবর আমাদের না

দেয়, এই জন্য আমাদের মোতায়েন ওয়াচার তাকে গ্রেপ্তার না করে তার সিক্রেট গোডাউন ও তার বসত বাটী—এই দুইটি স্থানই তার পিছন পিছন ধাওয়া করে তার অগোচরেই দেখে এসেছিল।

এই সম্পর্কে আমাদের ওয়াচারদের নিম্নোক্ত বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। এদের একজনের ওয়াচ-রিপোর্ট হতে প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"এই দোকানের সামনে বিনাকারণে ঘুরা ফিরা করলে এদের সন্দেহ হতো। এই জন্য আমাদের অমুক খর্বাকৃতি অফিসার ঐ দোকানের উল্টো দিকে এসে সাজসরঞ্জাম সহ সু-পালিশকারীর বেশে বসে থেকে পথচারীদের জুতা পালিশ করে বেশ কিছু টাকা এ কদিনে উপায়ও করেছে। এদিকে আমরা পালা করে করে এসে একে দিয়ে আমাদেরও সু পালিশ করিয়ে নিচ্ছিলাম। এইদিন আমাদের ইনফরমার প্রদত্ত চেহারর মত এই অ্যাংলো আসামী এই দোকানে ঐ ঘড়িটা বিক্রি করে গেলো। আমরা তৎক্ষণাৎ তার পিছন পিছন তাকে ফলো করতে থাকি। হঠাৎ এক সময় পিছন ফিরে আমাকে তাকে অনুসরণ করতে দেখে সে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে থমকে দাঁড়ায়। আমি কিন্তু এসব গ্রাহ্য না করে তার পাশ কাটিয়ে গদাই চালে অগ্রসর হয়ে যাই। সে তখন পিছু ফিরে অন্য আর একটা রাস্তা ধরে চলতে শুরু করে। আমাদের অপর ওয়াচার এতোক্ষণে ফুটের ওপারে একটা পানওয়ালার দোকানে পান কিনছিল। সে তখুনি তাকে ফলো করে করে এসে তার বাড়িটা ও গুদামটা দেখে নিয়েছে। প্রথমে সে গুদামে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ও তার পর সে সেখান থেকে তার বাড়ির দিকে এসেছিল"।

এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা এই রবার্টকে গ্রেপ্তার করে তার

গোডাউন ও রেসিডেন্স, এই দুইটি স্থানই তল্লাসী করে বহু চোরাই দ্রব্য উদ্ধার করতে সমর্থ হই। এই সব চোরাই দ্রব্যের মধ্যে অপহৃত মোটর কারের মূল্যবান পার্ট্‌স্‌, কয়েকটি মূল্যবান নম্বরী ঘড়ি, মিলিটারি পোশাক ও জহরত অলঙ্কারাদি ছিল।

এই রবার্ট সাহেবের বাড়ির বসবার ঘর তল্লাস করে আলেকের নাম লেখা একটা শৌখিন চামড়ার ব্যাগও পাওয়া গেলো। এখানে এই ব্যাগটি পেয়ে আমরা খুবই খুশি হয়ে উঠেছিলাম। আলেকের যে এদের এখানে যাতায়াত আছে তা এটা দিয়ে প্রমাণ করা যাবে। এর পর এই ব্যাগটি সাক্ষীদের সামনে খুলে আমরা তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্য দ্রব্য পেলাম। এদের মধ্যে একটি ছিল ময়দানের সেই দিনকার রাহাজানিতে অপহৃত একটা ব্যাঙ্কের নম্বরী সাদা চেক বুক। এদের দ্বিতীয়টি হচ্ছে দুইজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবকের একত্রে তুলা যুগ্ম ফটো। এই ফটো চিত্রের পিছনে একটি ফটো কোম্পানির নাম ও ঠিকানা সহ স্ট্যাম্প লাগানো ছিল। এর তৃতীয় প্রমাণগুলি ছিল আলেকের নানা রকমের ব্যক্তিগত কাগজ পত্র। এই সব কাগজ পত্রের মধ্যে আমরা একটি স্টেটসম্যান সংবাদপত্রও পেলাম। এই সংবাদপত্রের একটি বিজ্ঞাপনের চারিদিকে নীল পেনসিলের একটা ঘেরাও দাগ দেখা গেল। এই বিজ্ঞাপনটির সারমর্ম নিম্নে তুলে দেওয়া হলো।

"গত পরশ্ব লাইবেলিটি ইনসিউরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার স্মিথ সাহেবের বাড়ি হতে তাঁর মোটরকার গ্যারেজ ভেঙে চুরি হয়েছে। যদি কেউ তাঁকে এই গাড়িটির কোনও হদিস বলে দিতে পারে তা'হলে তাকে অবশ্যই এ জন্য পারিশ্রমিক স্বরূপ নগদ মোট ২০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।"

আমি এইবার ধৃতিকৃত আসামীর বিবৃতি গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করলাম। প্রথমে সে কোনও কিছুই এই মামলা সম্পর্কে স্বীকার করতে চায় না। আপাতদৃষ্টে তাকে একজন পাকা সেয়ানা বলেই মনে হলো। এই জন্য তার ঘরে পাওয়া এই সব প্রামাণ্য দ্রব্যগুলি তার সম্মুখে রেখে এইগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলাম। এই ভাবে তার মনোবল সহজেই ভেঙে ফেলে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি তার কাছ হতে আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এই সম্পর্কে তার বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

'আমার নাম অমুক—পিতার নাম ৺ অমুক। আমার পিতামহ একজন খাঁটি য়ুরোপীয় মার্চেণ্ট ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার শহরের বাসিন্দা হলেও বহুকাল তিনি ভারত প্রবাসী ছিলেন। কিন্তু আমার পিতামহী এদেশীয় কোন পরিবারের লোক ছিল তা আমি জানি না। আমি শুনেছি যে কালীঘাটের রাজপথ থেকে তাঁকে তিনি সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন। আমি স্যার, কোনও এক চোর-ডাকাত বা গুণ্ডা বা প্রবঞ্চক নই। আমি এই শহরেরর একজন ব্রোকার মার্চেণ্ট। তবে মধ্যে মধ্যে ভালো দ্রব্যাদি পেলে আমি উপযুক্ত মূল্যে তা ক্রয় করে থাকি। মধ্যে মধ্যে দোকানে দোকানে আমি অর্ডার সাপ্লায়েরও কায করি। আজ্ঞে হাঁ, ঐ দোকানে তাদের অর্ডার মত আমি একটি দ্রব্য সরবরাহ করে এসেছি। ঐ দ্রব্যটি ছিল একটি তারিখ-ওয়ালা ঘড়ি। ঐরূপ কোনও ঘড়ি এই শহরে খুব বেশি নেই। এই জন্যে মোটা চড়া দামে আমি সেটা বিক্রয় করে এসেছি। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রেড্ হট্ স্করফিয়ন গ্যাঙ্গের আমি নাম শুনেছি। এই দলের ভয়ে আমি আমার গুদামে লোহার ঠেলা গেট লাগিয়েছি। ওদের

সঙ্গে আমার দিক থেকে যোগাযোগ রাখার কোনও প্রশ্নই উঠে না।”

উপরের এই বিবৃতিটুকু লিপিবদ্ধ করে আমি এই অ্যাংলো বামাল গ্রাহক জন্ রবার্টকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। আমাদের এই সব প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! এই 'আলেক' নাম লেখা সুন্দর মরক্কো লেদারের চামড়ার ব্যাগটা আপনার বসবার ঘরে এলো কি করে? এই লোকটা বিশ্বাস ক'রে যখন তার সম্পত্তি আপনার কাছে রেখে গিয়েছে, তখন বুঝতে হবে সে আপনার কোনও পরিচিত বন্ধু বা নিকট আত্মীয় ছিল। তাই যদি হয় তাহলে আপনি তার বাড়িটা এখুনি আমাদের দেখিয়ে দিতে পারবেন কি?

উঃ—আজ্ঞে, এই আলেক লোকটিকে আমি কোনও দিনই চিনি না। এই ব্যাগটি এখানে আমার এক আত্মীয় অ্যালফ্রেড রেখে গিয়েছে। সে এখানে একটা মেকানিক্যাল কারখানার মালিক ছিল। সম্প্রতি শিলং শহরে ব্যবসা করবার জন্যে চলে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত তার কোনও ঠিক-ঠিকানা বা চিঠি পত্র আমি পাই নি। তবে শীঘ্রই সে তার এই সব জিনিস পত্র নিতে আমার এখানে আসবে।

প্রঃ—আপনার গুদামে ও বাড়িতে পাওয়া জিনিসগুলো তো আপনার হিসাব-পত্রের বইতে ঠিক ঠিক এনট্রি করা আছে। এগুলো বাজার দরেই কেনা ব'লে তো আপনি অ্যাকাউণ্ট বইতে লিখে রেখেছেন। এইসব জিনিসপত্র কোন কোন লোকের কাছ হতে কিনেছেন তাও তো লিখে রেখেছেন। কিন্তু এই সব দ্রব্যের বিক্রেতাদের পিতার নাম, ঠিকানা ও দেশের ঠিকানা লিখে রাখেন নি কেন? এদের খুঁজে বার করতে কি এখন আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন?

উঃ—আজ্ঞে এ অসম্ভব, সিম্‌পলি ইমপসিবল। এরা প্রায়ই বড়ঘরের ধনীর পুত্র হয়ে থাকে। খুব দুঃখে ও বিপদে পড়ে এরা পৈতৃক শখের জিনিস বিক্রয় করে থাকে। এজন্য এরা প্রায়ই উলটা পাল্টা ঠিকানা দেয় বা আদপেই তা দেয় না। তাই ঝুটমুট আজে বাজে ঠিকানা না লিখে আমি ঠিকানা লেখার রেওয়াজই তুলে দিয়েছি। আমি এদের ঠিকানা বইতে লিখে রাখলে আপনারা যাচাই করে সেগুলো মিথ্যে বলে প্রমাণ পেতেন। এই অবস্থায় আমার উপর আপনাদের সন্দেহের মাত্রা আরও বিশগুণ বেড়ে যেতো। এই জন্যই ঠিকানা লেখার রেওয়াজ আমি একেবারে তুলে দিয়েছি। এ'ছাড়া এদের প্রত্যেকের দেওয়া বাড়িঘরের ঠিকানা ভেরিফাই করতে হলে আমাকে মোটা মাইনেতে দুই জন তদন্তকারী নিয়োগ করতে হতো। এই সব করার মত পর্যাপ্ত পয়সা ও সময় আমার নেই। এ'ছাড়া আইনতঃ এই সব ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আপনারা আমাকে বাধ্যও করতে পারেন না।

প্রঃ—আচ্ছা, এই ব্যাগের মালিক তো আপনার একজন আত্মীয় বললেন। এখন আপনি বলবেন কি তিনি আপনার কি রকম আত্মীয় হতেন? তিনি আপনার পরম আত্মীয়, নিকট আত্মীয়, না পরিচিত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একজন ছিলেন?

উঃ—আজ্ঞে, এই অ্যালফ্রেড আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সেই সঙ্গে তাকে পরম আত্মীয়ও আপনারা বলতে পারেন। এই অ্যালফ্রেড হচ্ছে আমার বাল্যকালের একজন সমবয়সী বন্ধু। কিন্তু পরে আমি তার বিধবা মাতাকে বিবাহ করেছি। আজ্ঞে হাঁ, আমি স্বীকার করি যে এই রূপ বিবাহ সচরাচর আমাদের সমাজে হয় না; কিন্তু কিরূপ অবস্থায় তার মাকে আমি বিবাহ করেছি তা জানলে আপনারা

আমার উপর খুশিই হবেন। কিন্তু এই সব পারিবারিক বিষয় আমি আপনাদের জানাতে চাই না।

প্রঃ—আলেকের নাম লেখা এই ব্যাগের মধ্য থেকে অমুক ব্যাঙ্কের একটা নম্বরী চেক বুক পাওয়া গেলো তো দেখলে। কিছুকাল আগে ময়দানের মধ্যে জনৈক ইংরাজ মিলিটারি অফিসারকে জোর করে মোটর কারে তুলে রিভলভারের মুখে তাঁর এই চেক-বুকটি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। অন্ততঃ এটাতো বাপু নিঃসন্দেহে চোরাই মালই হবে। এ-ছাড়া একটা যুগ্ম ফটোও এই ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেল। এটাতে কি আলেক ও অ্যালফ্রেডের ফটো একত্রে তোলা হয়েছে ?

উঃ—আজ্ঞে এদের এই ব্যাগে কোনও চোরাই মাল পাওয়া গেলে সে জন্য আমি কোনও রূপে দায়ী হতে পারি না। আমি তাদের বিশ্বাস করে এই ব্যাগটি আমার ঘরে সাময়িক ভাবে রেখে যেতে দিয়েছি মাত্র। অ্যালফ্রেডের মত নিকট আত্মীয়কে আমি অবিশ্বাসই বা কি করে করতে পারি ? আজ্ঞে হাঁ, এই যুগ্মফটোটির একজন হচ্ছে আমার আত্মীয় অ্যালফ্রেড। অপরটি এই ব্যাগের মালিক আলেকের কিনা তা আমি বলতে পারি না। এর কারণ এই আলেককে আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখি নি।

এই সময় আমার আন্যান্য সহকারীরা বামাল গ্রাহক রবার্টের ঘরে তার ব্যক্তিগত কাগজ পত্রের মধ্যে ইলেকট্রিক বিল ও রেন্ট-রিসিপ্টের খোঁজ করছিল। এর কারণ এখানে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির হেপাজতী এই বামাল গ্রাহক রবার্টের উপর বর্তাতে হলে তার নামে ইস্যু করা এই ইলেকট্রিক বিল ও রেন্ট-রিসিপ্টের প্রয়োজন হয়। তা'না হলে এই সব আসামী আদালতে স্রেফ বলে বসে যে এই বাড়িতে ও গুদামে প্রাপ্ত ঐ সব দ্রব্যাদির হেপাজতীর সম্বন্ধে তার কোনও সম্পর্ক

নেই। এই সকল কাগজ পত্র সংগ্রহ করতে করতে আমার একজন সহকারী অফিসার ঐ চামড়ার ব্যাগের মালিক অ্যালফ্রেডের লেখা একটি পত্র বার করে ফেললো। এই পত্রটি ছয়মাস আগে অ্যালফ্রেড তার বন্ধু রবার্টকে লিখেছিল। এই পত্রটির সারমর্ম চিত্তাকর্ষক বিধায় নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমার মাকে তো তুই বাচ্ছা বেলা থেকেই জানিস। বেচারার মত অতো ভালো মেয়ে আর হয় না। সে আমার গর্ভধারিণী মা বলে বলছি না। একথা পাড়াপড়শীরাও হামেসা বলে থাকে। আজ প্রায় একবছর হলো আমার বাবা মারা গেছেন। বিধবা অবস্থায় একা একা থেকে মা সব সময়েই মন মরা হয়ে বেড়ায়। আহা আমার মা বেচারা [poor girl] কি রকম নিরালাই [lonely] না মনে [feel] করেছে। তাকে এই ভাবে মনমরা হয়ে থাকতে দেখে আমার বড়ো কষ্ট হয়। এই জন্য আমিই উদ্যোগী হয়ে তার পুনঃ বিবাহের ব্যবস্থা করে দিতে চাই। মা'কে আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে এতে রাজী করাতে পারবো। কিন্তু এখন কার হাতেই বা তাকে তুলে দেবো? তাই তোকে অনুরোধ করছি তুই যদি তাঁকে বিয়ে করিস।" ইত্যাদি।

'এই আবার কি সব অশাস্ত্রীয় ব্যাপার, বাবা,' আমার সহকারী অমুক বাবু মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'এরকম ভাবে মার বিয়ে দেওয়ার কাহিনী তো ভূ-ভারতে কোনও দিন শুনিনি।'

'এই চিঠির মধ্যে নিজেদের উল্টো প্রতিবিম্ব দেখে উতলা হয়ো না, বন্ধু,' সহকারীর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে তা পড়তে পড়তে আমি উত্তর করলাম, 'তোমরা ভুলে যেওনা যে তোমাদের এই ভূ-ভারতের বাইরেও বহু 'ভূ' আছে। আমাদের এই মহাভারতের সীমা রেখার বাইরেও বিরাট বিরাট দেশ ও অগণিত মনুষ্য সমাজ আছে। তোমাদের গ্রহণীয়

শাস্ত্র ও তাদের শাস্ত্র আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক। এ ছাড়া তোমাদের পক্ষে যা ভালো, তাদের পক্ষে তা ভালো না'ও হতে পারে। এখন ও সব কথা আর না ভেবে এই মূল্যবান পত্রখানি সযত্নে বহিরাগত নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সামনে নিজেদের হেপাজতে নাও। এই পত্রখানি এই অপদলের রবার্ট ও অ্যালফ্রেডের মধ্যে একটা সংযোগ প্রমাণ করে। গ্যাঙ্গকেশ বা দলীয়মামলায় আমাদের প্রথম প্রমাণ করতে হবে এদের 'এশোসিয়েশন' বা পূর্ব-পরিচিতি। আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব দ্বারাও এদের এই পূর্ব-পরিচিতি আমরা প্রমাণ করতে পারবো। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত এই পত্রখানি ও আলেকের নাম লেখা ঐ ব্যাগটি বামাল গ্রাহক রবার্টের বাড়িতে পাওয়া গিয়েছে। এই ব্যাগ ও তৎসহ এই চিঠি ও এই যুগ্ম ফটো চিত্রটি, এই তিনজনের মধ্যকার পূর্বপরিচিতির প্রমাণ রূপে আদালতে দাখিল করা যেতে পারবে। এ'ছাড়া কয়েকটি চোরাই দ্রব্যের সহিত একটা মামলার চোরাই চেক্-বুকটাও এখানে পাওয়া গিয়েছে। এতে প্রমাণ হবে যে এরাই ঐ রাহাজানিগুলির জন্যে দায়ী। এখন বিভিন্ন মামলার ফরিয়াদিদের দেখালে এখানে পাওয়া দ্রব্যগুলির মধ্যে অনেকগুলিই তারা তাদের অপহৃত দ্রব্য বলে সনাক্ত করতে পারবে।'

এর পর আমি এখানকার কায সেরে পূর্বের সেই দোকানে গিয়ে দোকান তল্লাস ক'রতে শুরু করে দিলাম। বলাবাহুল্য যে এই দোকান হতে বহু চোরাই বলে সন্দেহমান দ্রব্যাদি আমরা উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। এর পর সেখানকার সহকারীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমি নিজে সোজা চলে এলাম ক্লাইভ স্ট্রিটের লাইবেলিটি ইনসিউরেন্স কোম্পানির বড় সাহেব জন সাহেবের কাছে। সেখানে এসে শুনলাম আলেক ইতি-মধ্যেই সেখানে এসে স্ট্যাম্পের উপর রসিদে তার নাম সই করে পুরস্কারের

সেই টাকা কটা নিয়ে গিয়েছে। আমি আলেকের সই করা সেই রসিদের উপর চোখ বোলাতে বোলাতে আপন মনে বলে উঠলাম, 'হায় রে! যে বিপদ এড়াবার জন্যে তোমাদের একদল তোমাদের একজন কমরেডকে খুন করতেও দ্বিধা করলো না, সেই বিপদই কি না তুমি মাত্র সামান্য কয়টা টাকার লোভে ডেকে নিজের কাঁধে তুলে নিলে। এই সম্পর্কে ফরিয়াদি জন সাহেবের বিবৃতিটির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমার গাড়িখানা পুলিশ উদ্ধার করে না দিতে পারায় আমি এই বিজ্ঞাপনটি স্টেটস্‌ম্যান কাগজে পাঠিয়ে দিলাম। একদিন আলেক নামে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক আমার সঙ্গে দেখা করে বললে যে সে এই নম্বরের মোটর গাড়িখানা টাঙ্গাইলের পথে পড়ে থাকতে দেখে এসেছে। আমার অনুরোধে সে আমার ড্রাইভারকে সেখানে নিয়ে যেতেও রাজি হলো। এর পর এরা দু'জনাতে আমার কাছ হতে গাড়ি ভাড়া নিয়ে ট্রেনে করে টাঙ্গাইলে রওনা হয়। আমার ড্রাইভার টাঙ্গাইলের রেল স্টেশনের কাছেই আমার গাড়িটা পড়ে থাকতে দেখে। এর পর সে গাড়িটাতে স্টার্ট দিয়ে আলেককে সঙ্গে করে কোলকাতায় চলে আসে। কলকাতায় ফিরে আসবার পথ আমার ড্রাইভার চিনতো না। আলেকই তাকে পথ দেখিয়ে কোলকাতায় আনে। কোলকাতায় ফিরে এসে আলেক আমার সামনে এই রসিদের উপর সই করে পুরস্কারের টাকা কয়টা নিয়ে যায়। আমি ও আমার ড্রাইভার আলেককে দেখলে নিশ্চয়ই সনাক্ত করতে পারবো।"

এই ইনসিউরেন্স কোম্পানির বড়সাহেবের এই বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে তাঁকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদের এই সব প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—আপনার ড্রাইভারের কথা শুনে কি আপনার একবারও এই আলেকের উপর সন্দেহ হলো না? আমার মতে এই আলেকই আপনার গাড়িটা চুরি করে টাঙ্গাইলে রেখে এসেছিল। আপনার এই আলেকই পুরস্কারের লোভে আপনাকে আপনার ঐ গাড়ির অবস্থানের খবর এনে দিয়েছে। আপনার ড্রাইভারের বিবৃতি হতেই তো আপনি বুঝেছিলেন যে ওখানকার পথ-ঘাট সম্বন্ধে পূর্ব হতেই এই আলেকের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

উঃ—এই সব বোঝাবুঝির কায নিশ্চয়ই আমার নয়। এই সব করণীয় কায হচ্ছে এখানকার পুলিশের। আপনারা আপনাদের কর্তব্য যথাযথ ভাবে করতে পারলে আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে এই টাকা কয়টা খরচ করার প্রয়োজন হতো না। এদিকে বিজ্ঞাপনের প্রতিশ্রুতি মত একে পুরস্কারের টাকা কয়টা প্রদান করতেও আমি ন্যায়ত: বাধ্য ছিলাম। এ জন্য টাকা দেবার পূর্বে পুলিশের ন্যায় তার চরিত্র সম্বন্ধে কোনও তদন্ত করার আমি প্রয়োজন মনে করি-নি।

এর পর আমি এই স্মিথ সাহেবের ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে সে টাঙ্গাইলে গিয়ে তাদের সেই গাড়িটাকে চালু অবস্থায় পায় নি। এই গাড়িটা এমন বিকল অবস্থায় সেখানে পড়েছিল যে সেটাকে চালু করতে তাকে হিম্‌সিম্ খেয়ে যেতে হয়েছে। আমি আরও জানলাম যে এই ড্রাইভার শুধু একজন ড্রাইভার নয়, সে একজন দক্ষ মোটরমিস্ত্রিও [expert mechanic] বটে। এ'ছাড়া এই ড্রাইভারকে জেরা করে আমি আরও জানলাম যে আলেক সেখানে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন সে জায়গাটা চিনি চিনি করেও চিনতে পারছে না। এই ড্রাইভারের এ'ও সন্দেহ হচ্ছিল যে এই গাড়িখানা এরাই টাঙ্গাইল স্টেশনের কাছে একটি সঙ্কীর্ণ স্থানে ঠেলাঠেলি করে রেখে গিয়েছে। এই

ড্রাইভার এ'কথাও আমাদের বললে যে, সে কৌতূহলী হয়ে এই আলেককে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সাহেব! এধারে তুমিই বা কি করতে এসেছিলে?' উত্তরে আলেক একটু আমতা আমতা করে বলেছিল, 'এই এমনি জয় রাইড্ করতে এসেছিলাম'। এই সময় দু'জন গ্রামবাসী সেখানে এসে আলেককে দেখে ড্রাইভারের সামনেই বলেছিল, 'আরে সাহেব! তোমার গাড়িটা পাছে চুরি যায় এজন্য এটার উপর আমরা লক্ষ্য রেখেছিলাম। এখন এজন্য আমাদের তুমি কয়েক টাকা বকশিশ্ দেবে তো'? এদের এই সব কথা শুনে দাঁত কড়মড় করে তাদের দিকে চেয়ে ধমকে উঠে আলেক উত্তর করেছিল, 'তুমলোক হিঁয়া অভি ভিড় মাৎ করো। যাও, আভি তফাৎ চলা যাও। যো কুছ হোয় পাছু দেখা জায়গা।' এদের এই সব কথা শুনে ড্রাইভার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আলেকের দিকে তাকালে আলেক তখন তাকে এইরূপ বুঝিয়ে বলেছিল, 'হাম ইনলোককী ইস গাড়িপর নজর রাখনে বোলা থে। এহি বাস্তে উন লোক মেরি পাশ বকশিশ মাঙ্তে হ্যায়'। এর পর এই ড্রাইভার সেখানকার ভিড়ের মধ্যকার কয়েকজনকে এইরূপ সব কথা-বার্তা বলতে শুনেছিল— 'সেদিনকার ওদের দলের অন্যান্য সাহেবরা বেশ ভালো লোক ছিল। ওদের মধ্যে এই লোকটাকেই দেখছি একটা অভদ্র কড়া মেজাজের মানুষ'। আলেক সাহেব ভালো বাঙলা না জানায় এদের এই সব সাদা-মাটা গ্রামীন কথাবার্তা বুঝে উঠতে পারে নি। কিন্তু ওদের ঐ সব কথাবার্তা হতে এই ড্রাইভার বুঝেছিল যে এই আলেকই সেখানে ওদের এই গাড়িটা ফেলে রেখে এসেছিল। এর কারণ, সে ঐ ভিড়ের লোকেদের মুখে এমন কথাও শুনেছে যে ঐ সাহেবগুলোকে এই গাড়ি চালু করবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখে তাদের কেউ কেউ এটা ওটা এনে তাদের সাহায্য করেছিল। তার এই সন্দেহের কারণ সম্বন্ধে এই ড্রাইভার

জন সাহেবকে কোনও কথা বলেনি। এ'ছাড়া তিনি এই ব্যাপারে বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। ড্রাইভার এ কথাও বললে যে সে হিন্দিভাষী হওয়ায় বাঙলা ভাষার এই লোক্যাল ডায়েলেক্ট ভালো করে বুঝতে পারে নি। ভালো বাঙলা না জানার জন্যে সে এই রকম ভুল ধারণা করেছে কিনা তা সে বলতে অক্ষম। এই ব্যাপারে এই আলেক সাহেব নিজেই একজন অপরাধী ছিলো তা সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারে নি। এই জন্য এই সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে কলিকাতা পুলিশকে জানাবারও সে কোন প্রয়োজন মনে করে নি।

এর পর আরও কয়েক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। আসামী রবার্ট তখন পর্যন্ত থানার হাজতে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তার কাছ হতে কোনও বিবৃতি পাওয়া গেলো না। আমাদের কয়েকজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও য়ুরোপীয় ইনেসপেক্টারও এর নিকট হতে কথা বার করতে বহু সাধ্য সাধনা করেছেন। কিন্তু এমনি লোকটার শক্ত জান যে তার উপর কোনও চেষ্টাই ফলপ্রসূ হলো না। অগত্যা তাকে আমরা জেল-হাজতে পাঠিয়ে এই দলের আসামীদের গ্রেপ্তার করতে সচেষ্ট হলাম। ইতিমধ্যে আমরা এই দলের মাত্র তিনটি মানুষের নাম সংগ্রহ করেছি। অথচ আমাদের খবর অনুযায়ী এই দলে প্রায় ৭৮ জন ব্যক্তি সংযুক্ত। এই আলোকের জন্য অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে আমার একটি বিশেষ সমাজ-তন্ত্র সম্পর্কিত তথ্য মনে পড়ে গেলো। আমাদের এ দেশীয় মানুষরা যেদিনে কোনও হোটেলে এসে আহার করে সেই দিনটাই তাদের বিশেষ করে মনে থাকে। অন্যদিকে এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও অ্যাংলো ভাবাপন্ন ভারতীয়েরা যে দিন হোটেলে না খেয়ে বাড়িতে খায় সেই দিনটাই তাদের বিশেষ করে মনে পড়ে। এক দলের পক্ষে যেটা অতি স্বাভাবিক ঘটনা, অন্য দলের

পক্ষে সেটা একান্ত রূপে অস্বাভাবিক ঘটনা। এ'ছাড়া এই ছন্নছাড়া গৃহহারা অপদলের মানুষরা হোটেলে না খেয়ে আর খাওয়া দাওয়া করবেই বা কোথায়? এর পর আমি ভেবে দেখলাম যে এরা ভারতীয়দের ব্যবহৃত হোটেলে কোনও দিনই যেতে পারে না। অন্য দিকে গ্রাণ্ড হোটেল, ফারপো, গ্রেট ইস্টার্ন প্রভৃতি সাহেবী হোটেল-গুলি এদের বহু আকাঙ্খিত হৈ হুল্লোড় ও তৎসহ শলা পরামর্শের জন্যে উপযুক্ত স্থান হতে পারে না। এই সব কারণে আমি ভেবে দেখলাম যে মিক্সড্ লোকালিটির মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর সাহেবী বা মোসলেম হোটেলগুলিতেই ডান হাতের কাজ সেরে নেওয়া এদের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রায়ই দেখেছি যে পূর্ব্বদিনের চুরি করা গাড়িগুলো এরা পরদিন ডেণ্ট মিশন রোড্, রবার্ট ষ্ট্রিট্, ওয়েলেস্লি ষ্ট্রিট্ প্রভৃতি বস্তিতে ফেলে রেখে গিয়েছে। এই জন্যে আমরা য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে আহারের ছুতায় এই সব জায়গার হোটেলগুলিতে যাতায়াত শুরু করে দিলাম। এখানে আমরা বহু অ্যাংলো যুবককে দেখলেও এদের মধ্যে কারা যে আমাদের আসামী তা আমরা বুঝতে পারি না। এর পর আমরা আমাদের পরামর্শ সভায় ঠিক করলাম যে এবার হতে আমাদের দেখতে হবে যে এদের মধ্যে দল বেঁধে কারা এই সব হোটেলে খেতে বসেছে। এই ভাবে এদের উপর লক্ষ্য রেখে জানতে পারলাম যে বহু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক দলগত ভাবে এই সকল স্থানে খেতে আসে, কিন্তু এদের কারুর কারুর পিছু পিছু ধাওয়া করে জানতে পারলাম যে, এরা সকলেই প্রায় কায কর্মে রত সদ্‌বংশীয় শিক্ষিত এ্যাংলো যুবক। এই সম্পর্কে আরও বহুবিষয় ভেবে আমি একদিন সহকর্মীদের এই বলে একটি অদ্ভুত নির্দেশ দিলাম যে তারা যেন এবার থেকে ছদ্মবেশ ছেড়ে পুলিশের পুরা ইউনিফর্ম পরে ঐ সকল হোটেলে বহুক্ষণ বসে বসে আহার

করে। আমি তাদের আরও নির্দেশ দিয়েছিলাম যে এই অবস্থায় তারা যেন শুধু লক্ষ্য করে যে ঐ সব দলবদ্ধ ব্যক্তিদের কারা কারা বারে বারে অফিসারদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। এই ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশের দলের সঙ্গে আমিও ছিলাম একজন। এইদিন হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম যে সমুখের একটি টেবিলের চারজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক খেতে খেতে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে খুস্ মেজাজে গল্প করছে। কিন্তু হঠাৎ আমাদের এখানে দেখে এরা পরস্পর পরস্পরের সহিত কয়েকবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলে। এর পর আমি লক্ষ্য করলাম যে এদের প্রায় সকলেই বারে বারে আমাদের দিকে চেয়ে দেখছে। এদের হোটেলের সুস্বাদু খাবারের প্রতি তত নজর ছিল না, যত নজর ছিল তাদের আমাদের উপর। তাদের মনের এই উদ্বেগ লক্ষ্য করে আমরাও ইচ্ছে করে তাদের দিকেই বার বার তাকাতে লাগলাম। এতে দেখলাম যে তাদের উদ্বেগের মাত্রা আরও বেড়ে যাচ্ছে। এই হোটেলে এই দিন বহু লোকেই খেতে এসেছে। এদের কারুরই আমাদের উপস্থিতিতে কিছুমাত্র উদ্বিগ্নতা নেই। এমন কি তারা আমাদের দিকে একটিবারও চেয়ে দেখছে না। অথচ এই লোক-গুলো আমাদের দিকে বারে বারে চেয়ে দেখে ভাবছে যে এতোগুলো পুলিশ অফিসার আবার এখানে কেন? এর পর আর দেরী না করে আমার ইঙ্গিতে অফিসাররা তাদের খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ে এদের ঘিরে দাঁড়ালো। হঠাৎ আমরা লক্ষ্য করলাম, এদের একজন একটা ব্যাঙ্ক পাশ বুকের মত একটা বড়ো ভাঁজ করা কার্ডবোর্ডের বই জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলে। আমাদের মধ্যকার একজন ছুটে বাইরে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে এনে আমার হাতে তুলে দিলে। এই দু'পাতার বইটি খুলে আমি দেখলাম যে তার ভিতর টাইপ

করা কাগজে নিম্নোক্ত রূপ কয়েকটি ছত্র ইংরাজিতে লেখা আছে—

"তোমার কাছে যা আছে তা চটপট বার করে আমার হাতে দাও। তা না হলে আমি এখুনি চিৎকার করে জানাবো যে তুমি ভুলিয়ে আমাকে গাড়িতে তুলে আমার ইজ্জত হানি করলে। আশে পাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা আমারই লোক। এরা তোমাকে ধরে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করবে। এখনি এরা তোমায় থানায় এনে তোমার বিরুদ্ধে আমার এই অভিযোগ সমর্থন করে বিবৃতিও দেবে।"

এই লিপিকাটি পড়তে পড়তে আমি ভাবছিলাম যে তাহলে নিশ্চয়ই এই সুন্দরী অ্যাংলো যুবতী নারী এদেরই কোনও এক সহকর্মিনী হবে। এমন কি এই মেয়েটি এদের দলের নেত্রী হলেও হতে পারে। আমার সুস্পষ্ট মনে পড়লো যে সেই নিহত অ্যাংলো যুবকের পিতা সে দিন এই মেয়েটিরই কাহিনী বিবৃত করেছিল। এখন কথা হচ্ছে এই যে এই লিপিকাটি সেই মেয়েটির কাছ হতে এদের কাছে এলো কি করে? এই সময় আমার সহযোগী অফিসাররা এদের দেহ তল্লাস করে একটি সাজ্যাতিক লৌহযন্ত্র—জিপ্পো—এদের পকেট হতে বার করলে। এই জিপ্পোর আকার ও ব্যবহার সম্বন্ধে পুস্তকের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে।

এদের দুজনার কাছ হতে আরও দুটো করে বড় বড় ফোল্ডিং ছোরা ও একটা করে 'নাকেল ডাস্টার' পাওয়া গিয়েছিল। এই নাকেল [Knuckle] ডাস্টার হচ্ছে এক প্রকার ইস্পাতের দস্তানা। এটা পরে কাউকে আঘাত করলে তার নাক মুখ চৌচির হয়ে ফেটে যেতে পারে। এই ফোল্ডিং ছুরি ফোল্ড করলে দুধারের হ্যাণ্ডেল যুক্ত হয়ে ওর ফলাটাকে পুরাপুরি ঢেকে ফেলে। এই অবস্থায় এটাকে একটা

পিতলের স্কেলের মত মনে হতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে এই হ্যাণ্ডেলে স্কেলের মাপ নির্দেশক ছোট বড়ো দাগও আঁকা আছে। [এক্ষণে এগুলি ভারত গভর্ণমেণ্টের অল-ইণ্ডিয়া ডিটেকটিভ ট্রেনিং কলেজের ক্রাইম মিউজিয়মে সযত্নে সংরক্ষিত করা রয়েছে।] এগুলি ছাড়া এদের চেয়ারের তলে রাখা একটা ছোট থলে থেকে কয়েকটি অদ্ভুত যন্ত্র আমরা উদ্ধার করলাম। এগুলো হচ্ছে চারিদিক সূঁচালো পেরেকের দ্বারা কণ্টকিত কয়েকটি কাঠের বল। কোনও চলন্ত মোটরের তলায় এগুলো গড়িয়ে দিয়ে তাদের টায়ার এগুলোর দ্বারা বিদীর্ণ করা সম্ভব ছিল।

এর পর আমাদের আর বুঝতে বাকি থাকে নি যে এদের উপর আমাদের সন্দেহ অমূলক ছিল না।

উপরোক্ত লিপিকা সম্বন্ধে এদের জিজ্ঞাসা করলে এরা হেসে ফেটে প'ড়ে আমাদের বলেছিল, 'আরে বাবু? এগুলো আমরা নিজেদের মধ্যে দিল্লাকী করবার জন্যে তৈরি করেছি। এটুকুও কি আপনি এ থেকে বুঝতে পারলেন না?' এর পর এই সবকিছু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে তারা বলেছিল, 'এতো এক রকম স্টিলের তৈরি সখের চাবুক। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলে-মেয়েদের কাছে এগুলো প্রায়ই দেখতে পাবেন। কিন্তু এদের কাছ হতে পাওয়া বড়ো বড়ো ছুরি, নাকেল ডাস্টার [Knuckle Duster] সম্বন্ধে তাদের আমরা জিজ্ঞেস করলে তারা শুধু এর ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এগুলোর হেপাজতী সম্বন্ধে তারা কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ত আমাদের দিতে পারে নি। তবে এদের মধ্যে একজন আমাদের বুঝিয়ে বলেছিল যে ওগুলো পাড়ার ছেলেদের মধ্যে মারামারি হলে আত্মরক্ষার্থে তারা ব্যবহার করে থাকে। কোনও ক্রাইম বা অপরাধ করবার জন্যে এগুলো তারা

কোনও দিনই ব্যবহার করে নি। আর ঐ সব পেরেকাকীর্ণ কাঠের বলগুলো দিয়ে দুষ্ট ছেলেরা চলন্ত গাড়ির টায়ার পাঙচার করে দিয়ে থাকে। এমনি রাস্তায় ক্রীড়ারত নাম-না-জানা দুষ্ট ছেলেদের কাছ থেকে তারা ওগুলো কেড়ে নিয়েছে।

কে দুষ্ট ছেলে আর কে যে তা নয়, আজকালকার দিনে তা বলা বড়ো শক্ত। আমরা এদের সকলকেই সন্দেহক্রমে পাকড়াও করে থানায় এনে হাজতে পুরে দিলাম। এদের গ্রেপ্তারের সময় এরা একটি বারও বাধা দেয় নি। এমন কি এরা পালাবার পর্যন্ত চেষ্টা করে নি। খুব সম্ভবতঃ এদের ধারণা হয়েছিল যে আখেরে প্রমাণের অভাবে আমাদের এদের জামিনে ছেড়ে দিতে হবে। এই জন্যই বোধ হয় এরা অযথা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চায় নি। এর পর এদের নাম জিজ্ঞাসা করবার সময়ে আমাদের চমকে দিয়ে এদের একজন বলেছিল 'আলেক', আর এদের অপর জন বলেছিল প্ল্যাটা। এদের চার জনের মধ্যে দু'জন যে দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল তা আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে নি।

এদের গ্রেপ্তারের পরদিন হতেই আমরা দেখলাম যে সুইচ টেপা মাত্র যেমন বিজলী বাতির মালা নির্বাপিত হয়, তেমনি কলকাতা ও হাওড়া প্রভৃতি স্থানে গাড়ি চুরি, ডাকাতি আদি নিত্য নৈমিত্তিক অপকার্যসমূহ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই আসামীদের ধরা পড়ার পূর্বের ও পরের অপরাধ-পরিসংখ্যান হতে এর প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম। দলীয় মামলাসমূহ প্রমাণ করার ব্যাপারে এই সব তথ্য তালিকা প্রমাণ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ'জন্য পূর্বাহ্নেই এইগুলো সংগ্রহ করবার জন্যে সহকর্মীদের প্রতি আমি এই সময় নির্দেশ দিই।

প্রায় দশ দিন আলেক, প্ল্যাণ্ট ও তার বন্ধুরা পুলিশ হেপাজতীতে থাকলেও এই কয়দিন চেষ্টা করেও তাদের কাছ থেকে কোনও স্বীকৃতি মূলক বিবৃতি আদায় করা সম্ভব হয় নি। এই দিন পুনরায় তাদের পুলিশ হেপাজতীতে নেবার জন্যে আমি তাদের কোর্টের হাজত-ঘরে পাঠিয়েছি। এই সময় হঠাৎ খেয়াল মত আমি প্ল্যাণ্টকে বাদ দিয়ে শুধু আলেককে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম কিন্তু এর মনোবল ভাঙ্গা অসম্ভব বুঝে বিরক্ত হয়ে আমি বলে উঠলাম, 'আচ্ছা, ঠিক আছে! ইওর সিন্ উইল ফাইণ্ড দি আউট্'। বাইবেলের এই বয়েদটি আওড়ে আমি অসন্তুষ্ট মনে ফিরে আসছিলাম। এমন সময় কোর্ট লক-আপের একজন পাহারাদার সিপাই দৌড়তে দৌড়তে আমাকে মধ্য পথে ধরে থামিয়ে বললে, 'হুজুর! উস আসামী আপকো তেনি বোলাতা হ্যায়।' আমি ফিরে এলে আলেক আমাকে চুপি চুপি তাকে একটু পাশের কোনও কামরায় সরিয়ে নিয়ে যেতে বললো। আমি সানন্দে তাকে বার করে দূরের কোর্ট মালখানায় আনলে সে বললো, 'স্যার! 'দাই সিন্ উইল ফাইণ্ড দি আউট' [তোমার পাপই তোমাকে খুঁজে বার করবে] কেন এই কথা আপনি বললেন জানি না। অমর যীশুর এই উপদেশটি আমার পুণ্যবতী মা বহুবার আমাকে শুনিয়েছেন। এই উপদেশটা সেই দিন একটি মেয়েও তার শেষ কথা স্বরূপ আমাকে শুনিয়ে চিরকালের মত এদেশ ছেড়ে চলে গেল। এই কয়রাত্রি ক্রাইস্টের এই উপদেশ বাণীকেই রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি। আপনাদের খাতা পেনসিল এখানে আনিয়ে নিন। আমি আমাদের দ্বারা কৃত প্রতিটি অপরাধ স্বীকার করে আমাদের প্রতিটি সহকর্মীকেই আপনাদের দিয়ে ধরিয়ে দেবো। শুধু আমাদের একটি মাত্র সহকর্মীর কোনও হদিস আমি আপনাদের দিতে পারবো না।'

আমি আলেকের মনের এই হঠাৎ আসা অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। তবু এই সব অব্যবস্থিত-চিত্ত আধপাগলা মানুষদের পুরাপুরি বিশ্বাস করা যায় না। এ'জন্য আমি তার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝবার জন্যে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে আলাপরত হলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—আমি জিজ্ঞেস করতে পারি কি আপনাদের এই সহকর্মিনীটি কে ? শুধু ওকে আপনার ধরিয়ে না দেওয়ার এমন কি কারণ আছে ? আমি কিন্তু আপনাদের ঐ সহকর্মিনীটির বিষয় ইতিমধ্যেই অনেক কিছু জেনে নিয়েছি। আপনাদের এই সহকর্মিনীটি হচ্ছে একটি সুন্দরী অ্যাংলো যুবতী নারী।

উঃ—আজ্ঞে, তার সম্বন্ধে আপনারা যে ইতিমধ্যে অনেক খবর সংগ্রহ করেছেন তা আমাদের জানতে আর বাকি নেই। এ'কয়দিন আপনারা কোথায় কোথায় গিয়ে কোন কোন মামলার তদন্ত করে এসেছেন তাও আমরা জানি। আপনাদের গতিবিধির উপর সব সময় আমরা নজর রেখে থাকি। এমন কি আপনাদের কয়েকজন অ্যাংলো অফিসারদের মধ্যেও আমাদের বেতনভূক চর আছে। একজন অ্যাংলো ইনফরমার যে আপনাদের এই দলের সম্বন্ধে কিছুটা খবর দিয়েছে তাও আমরা জেনে গিয়েছি। ঐ দিন আমরা হঠাৎ ধরা না পড়ে গেলে আপনাদের আরও একটা মার্ডার কেশের তদন্ত করতে হতো। আপনি ঠিকই ধরেছেন যে আমি আমাদের একজন নারী সহকর্মিনীর সম্বন্ধেই আপনাকে বলেছি। সেই দিনকার সেই খুনটির পর সে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন মানুষ হ'য়ে উঠেছিল। সেই দিন হতে কিছুতেই সে আর

আমাদের কোনও রকম সাহায্য করতে রাজি হয় নি। এ'ছাড়া আমাদের কারুর কারুর দ্বারা নারী-হরণ ও নারীধর্ষণ রূপ অপরাধ সমূহ কৃত হয়েছে শুনে সে ব্যথিত হয়ে প্রায়ই আমাদের বলতো—এইবার তোমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। আমি আর তাহলে তোমাদের মধ্যে নেই। সে এই সব কারণে বারে বারে আমাকে এই অপদল ছেড়ে চলে আসতে বলে। অমুকের জন্য সত্য সত্যই সে তার মনে একটা দারুণ আঘাত পেয়েছিল। সেই জন্যে বহু উপরোধ করা সত্ত্বেও আপনাদের ঐ ইনফরমারকে সে ভুলিয়ে আমাদের কোনও ডেরায় আনতে রাজি হয় নি। কিন্তু যে দলকে অবিচ্ছেদ্য নেতা রূপে আমি নিজে হাতে গড়েছি, সেই দল আমি ত্যাগ করেই বা যাই কি করে ? এই কয়দিন চেষ্টা করে একটি ভালো যুবকের সঙ্গে আমরা তার বিয়ে দিয়েছি। ইতিমধ্যে একটা পাশপোর্ট যোগাড় করে সে এদেশ ছেড়ে কোনও এক ইংরাজি ভাষী দেশে বাস করবার জন্যে চলে গিয়েছে। আমরা সকলে মিলে তাকে ও তার স্বামীকে বহু দ্রব্য উপহার দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পাপার্জিত অর্থে ক্রীত এই সব উপহার সে আদপেই নিতে চায় নি। আমি তখন আমার মায়ের স্নেহধন্য স্বর্ণাঙ্গুরীটি আমার আঙ্গুল থেকে খুলে তার হাতে পরিয়ে দিই। আমার মার আশীর্বাদ-পূত সেই আংটিটি আমার হাতে আজ না থাকার জন্যেই আপনারা আমাকে ঐ দিন গ্রেপ্তার করতে পেরেছিলেন। এই মেয়েটি সেই টাইপ করা কার্ডবোর্ডটি আমার হাতে তার স্মৃতি-চিহ্ন রূপে তুলে দিয়ে আমাদের দলের সঙ্গে তার শেষ যোগসূত্রটি ছিন্ন করে দিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছে। আমার জিব তপ্ত সাঁড়াশি দিয়ে টেনে বার করলে বা জ্বলন্ত শিকের সাহায্যে আমার চক্ষু উপড়ে নিলেও আমি তাদের ঠিকানা কোনও দিনই আপনাদের দেবো না। আপনারা তো ইতি-

পূর্বেই জেনে নিয়েছেন যে আমাদের এই অপদল তিনটি পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে কাযকর্ম করে। আমি মাত্র আমাদের একটি দলেরই নেতৃত্ব করে থাকি। এই দলের দ্বারা সমাধিত অপকর্মসমূহ সম্বন্ধে আপনাদের আমি জানিয়ে দিতে পারবো। অন্য দলের দ্বারা কৃত অপরাধসমূহের জন্য সাক্ষ্য সাবুত সংগ্রহের ব্যাপারেও আমি আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবো।

প্রঃ—তোমার বাপ-মা ও বাড়ি ঘর কোথায়? তোমাকে দেখলে তো একজন বড় ঘরের ছেলে বলেই মনে হয়। তবু তুমি এই সব ভুল পথে এলে কেন ভাই 'আলেক'? তুমি যদি অনুতপ্ত হয়ে স্বীকারোক্তি করতে চাও তো করো। তোমাকে লোভ দেখিয়ে বা ভুল বুঝিয়ে তোমার কাছে স্বীকারোক্তি নিতে আমার মন চায় না।

উঃ—আজ্ঞে, আপনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। আমি একটি নামকরা বনেদী ধনিপরিবারেরই সন্তান। কলিকাতায় ও দমদমে আমাদের প্রায় দশ বারোটি ম্যানশন ও ছোট বড়ো বাড়ি আছে। আমার হতভাগিনী বৃদ্ধা মাতা ডালহউসি স্কোয়ারের কাছে ষ্টিফেন হাউসের ত্রিতলের একটি ফ্ল্যাটে রোগশয্যায় শায়িত রয়েছেন। আমার চরিত্রবান পিতা আমার মত অধঃপতিত সন্তানের মুখ দর্শন করতে চান না। তাই তাঁর ভয়ে আমি লুকিয়ে মার সঙ্গে দেখা করি। আমি এই রকম বাপ-মার জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়া সত্বেও আমার নিজের, আমার বন্ধুদের ও কো-সিটিজেনসদের সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছি। কেমন করে আমার মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ এই দুর্দমনীয় অপরাধ স্পৃহা স্থান পেলো তা পরম পিতা সর্বজ্ঞ ক্রাইস্টই জানেন। ছোট বেলায় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে প্রায়ই আমি সিনেমায় ক্রাইম পিকচার দেখতে যেতাম। এই সব

পিকচার দেখানো শেষ হলে পর্দার উপর ফুটে উঠতো একটি সতর্ক বাণী—'ক্রাইম ডাস নট পে'। কিন্তু এই কয়টি কথা পর্দার বুকে ফুটে উঠা পর্যন্ত আমরা কেউ আর অপেক্ষা না করে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসেছি। এই সম্বন্ধে স্টেটস্‌ম্যানে একটা প্রবন্ধ লিখে একবার আমি জানিয়ে ছিলাম যে এই ছত্র কয়টি এই সিনেমার শোর প্রারম্ভেই পর্দার উপর ফুটানো সিনেমা-মালিকদের উচিত হবে। একদিন আমাদের মনে হলো যে য়ুরোপে ও আমেরিকায় এতো বড়ো বড়ো দুর্ধর্ষ অপরাধীদের দল বা গ্যাঙ্গ আছে, অথচ এই আমাদের হতভাগ্য স্বদেশ—ভারতবর্ষে শুধু ছেঁচড়া চোর-ডাকাতই জন্মে যখন তখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। আমরা ইউরোপীয়ন নই, আমরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। এই পূণ্যভূমি ভারতভূমিই হচ্ছে আমাদের স্বদেশ। আমাদের মাতৃভূমির যুবকদের এই অপৌরুষেয় ভাব আমি অবমাননাকর মনে করছিলাম। এই জন্য জন্মভূমির সুনাম রক্ষার্থে ঐ সব সিনেমায় নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী একটা বিরাট ভারতীয় অপদল সৃষ্টি করতে আমি মনস্থ করলাম। এর পর আমাদের অনেককেই পিতৃভূমির ডাকে মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে যোগ দিতে হয়। এই জন্য খণ্ড-যুদ্ধ সমূহের রীতি-নীতি এবং গরিলা ফাইটের পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমরা ওয়াকিবহাল ছিলাম। তাই অতি সহজে আমরা এই নিউ রেড্-হট্-স্করফিয়ন দল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। নারীহরণ ও ধর্ষণ রূপ পাপে লিপ্ত না হলে এই দল আরও দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতো। এই জন্য এদানী এই সব যৌনজ পাপকার্যসমূহ দণ্ডনীয় করে আমি আমাদের অপদল রি-অরগানাইজ করবো ভাবছিলাম। এমন সময় এই নারীর উপর অত্যাচারজনিত পাপের জন্যে আমরা এতো সহজে ধরা পড়ে গেলাম। আপনি স্যার বিশ্বাস করুন, আমি আজ সত্য সত্যই অনুতপ্ত।"

আমাদের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনর শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার [পরবর্তী কালে ইনেস্‌পেকটর জেনারেল] প্রায়ই বলতেন যে এই সব অপরাধ যুদ্ধকালীন মনোবৃত্তির এক অবশ্যম্ভাবী ফল। আমি যে তাঁর এই মতামতের সারবাত্তা স্বীকার না করি তা নয়। পৃথিবীতে যুদ্ধের পরিকল্পনার মধ্যে শুধু দৈহিক ও আর্থিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থাই করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে নৈতিক, সামাজিক ও মানসিক পুনর্বাসনের কোনও স্থান থাকে না। শুনেছি মহারাজ অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত ও আহত হয়েছিল। অধিকন্তু এই যুদ্ধের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক গৃহ-হারা ও ভূমিহারা হয়ে সর্বস্বান্তও হয়েছে। এর পর লক্ষ লক্ষ লোক মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে মারা গিয়েছিল। কিন্তু ঐ সময়ে কতো লোক এই মহাযুদ্ধের ফলে অপরাধী ও বেশ্যাতে পরিণত হয়েছিল তার কোনও হিসাব আজ পর্যন্ত কোনও ঐতিহাসিকই দিতে পারেন নি। কিন্তু তবুও আমার মনে হয় যে এই মহাযুদ্ধের পর মানুষের অস্বাভাবিক নৈতিক অবনতি দেখে তা ত্বরিতগতিতে রোধ করবার জন্যেই বোধ হয় প্রাচীর ও স্তম্ভের গায়ে গায়ে বহু ধর্মীয় উপদেশ-বাণী লিখে তিনি তাদের নৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।

আলেকের কথা হতে আমি বুঝেছিলাম যে তার কাছে দুইটি দ্রব্য ছিল অতি প্রিয়। উহাদের একটি ছিল মায়ের আশীর্বাদ-পূত আংটি এবং উহার অপরটি ছিল ঐ মেয়ের স্মৃতিপুত টাইপ করা কাগজ। কিন্তু এদের একটি সে স্বেচ্ছায় ঐ মেয়েটিকেই প্রদান করেছে এবং অপরটি তার কাছ হতে পুলিশ কেড়ে নিয়েছে।

পূতচরিত্র মায়ের দেওয়া আশীর্বাদপূত সোনার আংটি, না ঐ

সুন্দরী নারীর একদা ব্যবহৃত টাইপকরা কাগজ—এই দুয়ের কোন্‌টির হারানোর শোক আলেকের হৃদয়কে এমন ভাবে উদ্বেলিত করেছিল, এ'কথা এখন আমাদের কে বলে দেবে? তবে এসব' কথা আমাদের জানবার প্রয়োজনও ছিল না।

এখন আলেক সেই সুন্দরী নারীর সম্বন্ধে আমাদের কোনও সংবাদ না দিক তাতে ক্ষতি নেই। এই সম্পর্কে যতটুকু খবর তার কাছ হতে পাওয়া যায় তাই ভালো। আমি তাড়াতাড়ি একটা ভালো উড্‌ পেনসিল ও পেনসিল-কাটা ছুরি আনিয়ে নিয়ে আলেকের স্বীকৃতি মূলক দীর্ঘ বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে দিলাম। আমার ফাইলের মধ্যে কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হতে চুরি যাওয়া গাড়ির নম্বর এবং তাদের অপহরণের সময় ও স্থান সহ —উহাদের চুরির ডেট্‌ অনুযায়ী ধারাবাহিক রূপে লিখিত একটা চার্ট ছিল। এ'ছাড়া এই গাড়ি চুরির পরিপ্রেক্ষিতে পেট্রোল পাম্প ভাঙা সম্বন্ধেও সময় ও ডেট্‌ সহ অপর একটি সুসংবদ্ধ চার্ট আমার কাছে মজুত ছিল। প্রয়োজন মত এই চার্ট দুইটিতে উক্ত চুরি সমূহের সময় ও স্থান পড়ে আলেক তার স্মৃতিশক্তিকে উদ্বোধিত করে নিতেও সক্ষম ছিল। আলেক ধীরে ধীরে মনে করে করে তার স্বকৃত অপরাধ সমূহ স্বীকার করতে করতে হঠাৎ চুপ করে গিয়ে আমাকে বললে, 'আমার এই বিবৃতি দেওয়া বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। আমি এই দলের অনেককেই প্ররোচনা দিয়ে এই দলের সভ্য করে নিয়েছি। আজ কি তাদেরই ধরিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে? না না সায়েব, আমি এদের সম্বন্ধে আর কোনও কথা বলতে পারবো না। পাপ তো এতোদিন ধরে আমি অনেকগুলি করলাম। এখন এই সব পাপের উপর আরও পাপ আমি করতে চাই না।'

আলেকের এই শেষ কথা হতে আমি বুঝলাম যে তাকে পুনরায় বাগে আনা কঠিন ব্যাপার। তাই আমি এই সম্পর্কে নির্বিকার ভাব দেখিয়ে তাকে বললাম, 'আচ্ছা, দরকার নেই তা'হলে তোমার কিছু বলবার। এখন চলো তোমাকে তোমার মার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে আনি।' আলেকের তার মায়ের উপর দুর্বলতা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে আমি সচেতন হয়ে উঠেছি। তার উপর তার মায়ের প্রভাবটা কাযে লাগাবার লোভ আমি সংবরণ করতে পারলাম না। আমি তৎক্ষণাৎ হাকিমের দরবারে আবেদন করে তাকে আরও সাত দিনের জন্য পুলিশ হেপাজতীতে গ্রহণ করে আমি তাকে তার মার রোগ শয্যার পাশে নিয়ে এলাম।

পক্ককেশ এক বৃদ্ধা তাঁর মাথার উপর একটা ছোট বাইবেল রেখে দেওয়ালে টাঙানো প্রভু যীশুর ছবির দিকে তাকিয়ে চুপ করে শুয়ে ছিলেন। আলেক ছুটে এসে তার মার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে একবার মাত্র উচ্চারণ করলে—মাম। আলেকের মা তাঁর পুত্রের কীর্তিকলাপ ও তার পুলিশে ধরা পড়ার সংবাদ ইতি-পূর্বেই তাঁর জামাতার মারফৎ শুনেছিলেন। আমাকে তাঁর বেডের [খাট] নিকটে একটা চেয়ারে বসতে অনুরোধ করে আলেকের মাথার উপর একটা চুমা দিয়ে বললেন, 'বাছা আমার [মাই চাইল্ড]। তুমি যদি কোনও অন্যায় করে থাকো, তাহলে তা তুমি বিনাদ্বিধায় পুলিশের কাছে স্বীকার করো। এতে যদি তোমাকে সাজা পেতে হয় তো তা হাসি মুখে তুমি মেনে নিও।'

আমি চুপকরে বসে মাতা-পুত্রের এই অভিনব মিলন-মাধুরী উপভোগ করছিলাম। এমন মায়েদেরও তাহলে মধ্যে মধ্যে এমন সব হতভাগা ছেলের জননী হতে হয়। তবু আমি আলেকের এই মহীয়সী মার

মাতৃহৃদয় শান্ত করবার জন্যে তাঁকে উদ্দেশ করে বললাম, 'আমি আপনাকে, মা, কথা দিচ্ছি যে আপনার কাছে নিজে এসে আলেককে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো। আমরা ঠিক করেছি যে ও সত্য কথা বললে আমরা ওকে রাজসাক্ষী [এপ্রুভার] করে নেবো'। আমার মুখ থেকে এই রকম এক অভয় বাণী শুনে আলেকের মা আমার দিকে খুশি মনে একবার চেয়ে দেখলেন। কিন্তু তার পরই তিনি অস্বাভাবিক ভাবে গম্ভীর হয়ে আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এতে তোমাদের মামলার যদি সুবিধে হয়, তবেই তা তোমরা করতে পারো। আমি কিন্তু এ বিষয়ে তোমাদের একটু মাত্রও অনুরোধ করবো না। আমি নিশ্চিত রূপেই বুঝেছি [fully convinced] যে আমার ছেলে দোষ করেছে।'

এর পর আমি আলেককে আমাদের অফিসে এনে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলাম। সে একে একে মনে করে করে প্রতিটি আসামীর নাম-ধাম সহ তাদের দ্বারা কৃত অপরাধ সম্বন্ধে স্বীকৃতি মূলক বিবৃতি দিল। প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ সত্তর পৃষ্ঠা ব্যাপী তার বিবৃতি এইদিন আমাকে লিখতে হয়েছিল। আলেকের এই স্বীকৃতি মূলক বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমার নাম অমুক এলিয়াস আলেক—আমার পিতার নাম অমুক। আমি কি ভাবে একজন অপরাধী হয়ে পড়ি সেই সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বেই আপনাদের বলেছি। একদিন লেকের ধারে বসে আমরা —অমুক অমুক ও অমুক, একত্রে বসে এই দলের সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করে উহার গোড়া পত্তন করি। এমনি ঠিক হয় যে এখানে ওখানে এই এই ভাবে এই এই দ্রব্য চুরি ও ডাকাতি করে অপহৃত দ্রব্যাদি আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবো। এর পর আমাদের এই দলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক রূপে অবহিত হয়ে পর পর

অন্যান্য লোক এই একই উদ্দেশ্যে আমাদের এই দলে যোগ দিতে থাকে। আমি নিজে দলবল সহ যে সব অপকার্য করেছি তার একটি সম্পূর্ণ বিবরণ আমি স্বেচ্ছায় প্রদান করবো।”

[আলেকের স্বীকৃতিমূলক বিবৃতির উপরের এই অংশটি এই মামলা সম্পর্কে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আলেককে এপ্রুভার বা রাজসাক্ষী করতে পারলে তার বিবৃতির এই অংশটি ষড়যন্ত্রের মামলা প্রমাণের জন্য প্রয়োজন হবে। এই ষড়যন্ত্রের মামলায় প্রথমেই প্রমাণ করা দরকার যে অপদলে একজন অপরাধ করা সম্পর্কে একটা প্রলোভন দেয় এবং অন্যেরা সেই প্রস্তাব বা প্রপোসাল অনুসারে কায করতে সম্মত হয়। এর পর এই দলের উদ্দেশ্য বুঝে তাতে রাজি হয়ে অন্যান্যেরা একে একে এই অপদলে যোগ দিতে থাকে।]

আলেক এই ভাবে তার বিবৃতির গোড়া পত্তন করা মাত্র আমি আরও সতর্ক হয়ে দ্রুত গতিতে তার বয়ান লিখতে শুরু করে দিলাম। পরক্ষণেই যে সে তার পথ ও মত বদলে ফেলবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি? তার এই শিশুসুলভ ভাব প্রবণতা যে কোনও মুহূর্তে তাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করলেও করতে পারে। আমি দ্রুত গতিতে নিম্নোক্ত রূপ অপরাধ সম্পর্কীয় তার একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে ফেললাম।

(১) ৮—১২—৪৫ তারিখে রাত্রি সাড়ে দশটায় পুরা দল নিয়ে আমি বাড়ি হতে বেরিয়ে পড়ি। মিশন রোড ও ধর্মতলা প্রভৃতি স্থান হতে এই রাত্রে আমরা তিন খানা গাড়ি চুরি করি। এই সকল গাড়ির মালিকরা রাস্তায় গাড়ি রেখে হোটেলে বা সিনেমায় কালক্ষেপ করছিল। এই সুযোগে গাড়ি ক'খানা চালিয়ে নিয়ে অধিক রাত্রি পর্যন্ত এধার ওধার ঘুরে পরে যথাক্রমে শ্যামবাজার ও পার্ক সার্কাস অঞ্চলে এসে তিনটি পেট্রোল পাম্প ভেঙে গাড়ি তিনটি তৈল-পূর্ণ করে নিয়ে

ভোর রাত্রে যশোর রোড্ ধরে অগ্রসর হতে থাকি। রাত্রি প্রায় সাড়ে চারটার সময় আমরা লক্ষ্য করলাম যে পথিপার্শ্বে একটি পুষ্করিণীর সানের পৈঠায় একজন বাঙালী বিধবা যুবতী নারী আপন মনে বাসন মাজছে। আমরা তার সন্নিকটে গাড়ি থামিয়ে চুপে চুপে তার পিছনে এসে দাঁড়াই। এর পর আমরা আচম্বিতে একটা তোয়ালে দিয়ে তার মুখটা বেঁধে ফেলি। ঐ স্ত্রীলোকটি একবার মাত্র 'আঁক' করে চিৎকার করতে পেরেছিল। তখুনি আমরা জোর করে এই মেয়েটাকে পাঁজা-কোলা করে তুলে গাড়ির মধ্যে ছুড়ে দিই। গাড়ির মধ্যে যে সব সাথী আমাদের ছিল তারা তৎক্ষণাৎ তাকে লুফে নিয়ে গাড়ির মধ্যে টেনে নেয়। এদিকে গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া থাকায় আমরা গাড়িতে উঠা মাত্র গাড়ি ছুটে চললো। স্ত্রীলোকটি আবার চেঁচাতে চেষ্টা করলে আমাদের একজন তোয়ালেটা তার মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে তাকে স্তব্ধ করে। এর পর প্রায় দশ মাইল দূরের একটা নিরালা স্থানে আমরা একে একে ওকে বলপূর্বক ধর্ষণ করি। এ সময় কাতর হয়ে সে জল ভিক্ষা করলে আমাদের একজন তার মুখে জলের বদলে মদ ঢেলে দেয়। কিন্তু মদ্যপানে অনভ্যস্ত থাকায় কাঁদতে কাঁদতে সে তা মুখ হতে উগরে ফেলেছিল। এর পর স্ত্রীলোকটিকে আমরা একটা নিরালা মাঠের ধারে নামিয়ে দিতে চাইলে সে আমাদের কোনও এক রেল স্টেশনের কাছে নামিয়ে দিতে বলে। কিন্তু আমরা তার এই অনুরোধে কর্ণপাত না করে মধ্যম গ্রামের কাছে এক স্থানে তাকে নামিয়ে দিই। এই অপরাধটি করার কিছু পরে আমার মন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে উঠছিল। আমাদের দলের নীতি বিগর্হিত এই কায আমরা কেন করলাম? আমি বারে বারে ভাবছিলাম যে আমাদের দলের সেই মহিলা নেত্রীটি এই

অপকার্যের সংবাদ শুনলে আমাদের এ'জন্য কোনও দিনই ক্ষমা করবে না। এই জন্য এ'দিন আর কোনও অপকার্যের জন্য অগ্রসর না হয়ে আমি ক্ষুণ্ণ মনে দলবল নিয়ে কলকাতায় এসে যে যার ঘরে চলে যাই। কলকাতা শহরে ফিরে এই গাড়িটি আমরা রয়েড্ স্ট্রিটে ফেলে রেখেছিলাম।

(২) ১১।১২।৪৫ তারিখে হুমায়ুন কোর্ট থেকে দু'খানি মোটর গাড়ি আমরা চুরি করে আনি। এর পর ওতে করে আমরা হওড়াতে এসে একটা পেট্রোল পাম্প ভেঙে পেট্রোল সংগ্রহ করি। হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে আমরা বারাকপুর রোড্ ধরে অগ্রসর হবার সময় চিড়িয়ার মোড়ে একটা স্যাকরার দোকান আমাদের চোখে পড়ে। আমাদের দলের মিঃ অমুক একাকী নেমে ঐ দোকান হতে একটি পাঁচ টাকার নোট ভাঙাতে যায়। সাহেব দেখে দোকানী সসম্মানে বাক্স খুলে তাকে ঐ নোটের চেঞ্জ দিয়েছিল। কিন্তু এই সুযোগে মিঃ অমুক বুঝে নিল যে ঐ বাক্সে বহুত নগদ টাকা মজুত আছে। মিঃ অমুকের কাছ হতে এ কথা শুনে আমরা ছুরি ও পিস্তল হাতে নেমে ঐ দোকানে ঢুকে পড়ি। দোকানী প্রথমে চালাকি করে অন্য একটি বাক্স আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছিল। মিঃ অমুক আসল বাক্সটা ছিনে নিয়ে তা উঠিয়ে নেওয়া মাত্র আমি জিপ্পর লেজ দিয়ে দোকানের প্রজ্বলিত ইলেকট্রিক বাল্ব ক'টি ভেঙে দিয়ে ঘরটা অন্ধকার করে দিই। এখানকার এই কাযটা সেরে তখনি আমরা শহরে ফিরে আসি নি। আমরা আরও অগ্রসর হয়ে ইছাপুর অঞ্চলে এসে কয়েকটি দোকান দেখতে পাই। ওগুলোর মধ্যে একটি ছিল বঙ্গীয় সরকারের কাপড়ের রেশনের দোকান। আমরা পাশের চায়ের দোকান হতে একটি বেঞ্চি তুলে নিয়ে ওটার একটা মুখ আমাদের মোটর গাড়ির পিছনে ও অপর মুখ

দোকানের দুয়ারে রেখে আমাদের মোটর খানি সজোরে ব্যাক্ করতে থাকি। এর ফলে ঐ দোকানের দুয়ার ভেঙে পড়লে আমরা সেখান থেকে অর্থাদি অপহরণ করে নিই। কিন্তু এই উপায়ে অপর একটা দোকান ভাঙবার সময় ভেতর হতে একজন চেঁচাতে শুরু করে দেয়। পূর্ব পরিকল্পনা মত আমাদের তিনখানা মোটর কার হতে এমন শব্দ করে গ্যাস ছাড়তে শুরু করে দিই যে তার চিৎকার তাতে চাপা পড়ে যায়। এই সুযোগে আমরা ঐ দোকানে ঢুকে ছুরি দেখিয়ে তাকে নিস্তব্ধ করে দিই। এর পর আমরা বালি ব্রিজ পার হয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে উপস্থিত হই। এর জন্যে দেওয়া টোল কর্তব্যরত অফিসারদের না দিয়েই জোরে গাড়ি চালিয়ে আমরা এপারে আসি। 'ধর ধর' করে চেঁচিয়ে উঠলেও তারা আমাদের এইদিন ধরতে পারেনি। ভোরের আকাশ এই সময় বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। পথে বহু শ্রমিক নরনারী কাযে যাচ্ছিল। সহসা আমরা গাড়ি থামিয়ে জোর করে একজন দেশবালী শ্রমিক নারীকে তাতে উঠিয়ে নিয়ে জোর করে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যাই। একটা নিরালা স্থানে তাকে এনে গাড়ির মধ্যে তাকে ধর্ষণ করবার উপক্রম করলে সে কাতর ভাবে জানায় যে সে সন্তান সম্ভবা। এই কথা শুনে মিঃ অমুক উত্তর দেয় যে তাকে আরও একটি পুত্রের জননী করে দেওয়া হবে। আমাদের একজন তার নাকের উপর ছুরি ধরে থাকায় সে আর চেঁচাতে পারে নি। তাকে গাড়ির মধ্যেই আমরা ধর্ষণ করে চলন্ত গাড়ি থেকে তাকে বাইরে ফেলে দিয়ে অগ্রসর হবার সময় গাড়ির সঙ্গে একটা গাছের ধাক্কা লাগে। এই জন্য এই গাড়িটা আমরা সেখানেই ফেলে রেখে এসেছিলাম।

(৩) ১২।১২।৪৫ তারিখে রাত্রে আমরা যথারীতি বার হয়ে রাসেল

ষ্ট্রিট ও হুমায়ুন কোর্ট হতে দুই খানি গাড়ি অপহরণ করি। এর পর আমরা হাওড়ায় গিয়ে পেট্রোল পাম্প ভেঙে পেট্রোল সংগ্রহ করে কলকাতার মধ্যে দিয়ে দমদম গোরাবাজার রেল স্টেশনে এসে উপস্থিত হই। মিঃ অমুক যথারীতি স্টেশনের টিকিট ঘরে পাঁচ টাকার নোট ভাঙাতে এসে বুঝতে পারে যে তাদের নিকট বেশি টাকা মজুত নেই। এই জন্যে সেখানে ডাকাতি না করে আমরা কিছু দূরে একটা মদের দোকানে আসি। এই সময় আমি একাই এই দোকান ভেঙে ঢুকে সেখান হতে মদ ও টাকা সংগ্রহ ক'রলাম। এই সময় বাঙলা পুলিশের একজন টহলদারী অ্যাংলো সার্জেন্ট সেখানে এসে উপস্থিত হওয়ায় আমরা বিপদে পড়বার উপক্রম হই। সার্জেন্টের চ্যালেঞ্জের উত্তরে বলেছিলাম যে আমরা রাত্রে জয় রাইডে বেরিয়েছি। এতে ঐ সার্জেন্ট ধমক দিয়ে উঠে আমাদের যে যার বাড়ি ফিরে যেতে বলে। এই সার্জেন্টের তাড়া খেয়ে আমাদের স্টার্ট দিয়ে রাখা গাড়িটা এগিয়ে নিতে নিতে হর্নের সাহায্যে আমাকে দলের লোকেরা সঙ্কেত করে। এই সময় আমি একাই দোকানের মধ্যে অন্ধকারে টাকাকড়ি খুঁজছিলাম। আমি বাইরে বেরিয়ে আসা মাত্র আমাকে সার্জেন্ট জাপটে ধরলে আমি ক্ষিপ্র গতিতে নাক্কেল ডাসটারের সাহায্যে তাকে ধরাশায়ী করে চলন্ত গাড়ির পাশে পাশে কিছুটা দূর ছুটে লাফিয়ে সে গাড়িতে উঠে পড়ি। এই ভাবে পলায়নের সময় আমরা একজন মানুষকে ও একটা ছাগলকে চাপা দিতে বাধ্য হই। এর পর আমরা ঐ গাড়িতে খড়্গপুর অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকি। কিন্তু টাঙ্গাইলের কাছে একটা গ্রামের রাস্তায় আমাদের এই চুরি করে আনা গাড়িটা বিকল হয়ে যায়। আমরা তখন গাড়িখানা ওখানকার গ্রামবাসীদের জিম্মায় রেখে নিকটের এক স্টেশনে এসে ট্রেন যোগে কলকাতায় আসি। এই

স্টেশনে আমরা এই দিন পর পর অনুক্রমিক নম্বর অনুযায়ী আটখানি কলিকাতার টিকিট্ কিনে ছিলাম। কলিকাতায় ফিরে আসবার আগে ঐ রেল স্টেশনে চায়ের দোকানে আমরা সকলে চা-পান করে যথারীতি বিলের টাকা দোকানীকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এ জন্য ঐ দোকানী আমাদের যথারীতি রসিদও দিয়েছিল।

[আলেকের বিবৃতি অনুযায়ী আটজন অপরাধী এই দিন এই দলে ছিল। আমরা টাঙ্গাইল স্টেশনে তদন্ত করে যদি দেখি যে সত্য-সত্যই ঐ দিন অনুক্রমিক নম্বরের আটখানা কলিকাতার টিকিট বিক্রয় হয়েছে তা হলে এটা আলেকের বিবৃতির সমর্থন সূচক সাক্ষ্য রূপে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া ঐ চায়ের দোকানে ওই আট জনের ঐ দিনের চা খাওয়ার প্রমাণরূপে ঐ দোকান হতে বিলের কাউণ্টার পার্টটা সংগ্রহ করতে পারলেও আমাদের এই একই উদ্দেশ্য সফল হবে। এই জন্য আমি তার এই বিবৃতির এইঅংশটি তখুনি আণ্ডার লাইন করে নিই।]

(৪) ১৪।১২।৪৫ তারিখে আমরা যথারীতি বার হয়ে শহরের বিভিন্ন স্থান হতে দুইখানি গাড়ি চুরি করে আনি—এর পর আমরা তাতে করে ফরাসী চন্দননগরে এসে দু' দুটো মদের দোকান লুট করি। দ্বিতীয়খানা লুট করার সময় কয়েক জন বাঙালী সেখানে এসে আমাদের ধরবার চেষ্টা করে। এর ফলে সেখানে একটা রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। আমরা তাদের দিকে তাক করে গুলি ছুড়ি ও তারা আমাদের উপর ইট ছুড়ে। এতো ঝাঁকে ঝাঁকে তারা বাড়ির উঁচু উঁচু ছাদ ও অলিগলির মুখ হতে ইট ছুঁড়তে থাকে যে আমাদের গাড়ির হুড ছিঁড়ে পড়তে থাকে। ইতিমধ্যে এদের কেউ কেউ বাড়ি থেকে বন্দুকও নিয়ে সেখানে আসে। এর পর আমরা লক্ষ্য করি নীল রঙের পোশাক পরা ফরাসী পুলিশ ব্রেনগান নিয়ে

সেখানে উপস্থিত। এর পর আমরা মরিয়া হয়ে কোলকাতার দিকে জোরে গাড়িগুলো চালিয়ে দিই। ওখানকার বাঙ্গালীরাও তাদের মোটর গাড়ি নিয়ে আমাদের ফলো করে। সৌভাগ্যক্রমে ফরাসী পুলিশ আর ব্রিটিশ এলাকায় আসতে সাহস করে নি। এদিকে ওখানকার বাঙ্গালীদের যেন আর উদ্যমের শেষ নেই। এরা তাদের মোটর নিয়ে আমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করেই চলেছে। এই সময় আমরা আমাদের শেষ অস্ত্র পেরেকাকীর্ণ কাঠের বল ওদের গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিতে থাকি। এই ছোট ছোট বলের উপর গাঁথা সূচ্যগ্র পেরেকে বিদ্ধ হয়ে ওদের গাড়ির চাকা ফেটে যায়। এই সুযোগে আমরা তীব্র বেগে গাড়ি চালিয়ে কলকাতায় আসতে সক্ষম হই।

(৫) ১৫।১২। ৪৫ তারিখের রাত্রে আমরা কয়েকখানি গাড়ি চুরি করে যথারীতি পেট্রোল পাম্প ভেঙে ড্রাম ভর্তি পেট্রোল চুরি করি। তার পর আমরা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে আসানসোল শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। পথিমধ্যে আমরা একজন সাইকেল চালককে মার-ধর করে তার গায়ের আলোয়ানটা কেড়ে নিই। এর পর আরও কয়েকটা অপকর্ম সেরে আমরা বর্ধমান শহর হয়ে আসানসোলে এসে উপস্থিত হই। আসানসোলে আমাদের পেট্রোল কমে আসায় আমরা ওখানকার একটা পেট্রোল পাম্প লুট করি। এই আসানসোল শহরে আমাদের কয়েকজন প্রণয়িনী বাস করে। এদের মধ্যে মিস অমুক আমাদের খুব আদর আপ্যায়িত করেছিল। তবে তারা আমাদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে কোনও খবর রাখতো না। এই সকল স্বামী অন্বেষী অ্যাংলো মেয়েরা আমাদের সংবর্ধনার জন্যে এখানে একটা টি-পার্টিরও ব্যবস্থা করে। আসানসোল শহরে ডাকাতির উদ্দেশ্যে

আমরা রাত্রে জনৈক য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের গাড়িতে ধাক্কাও লাগিয়ে ছিলাম। কিন্তু পরে তাঁকে এই মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিম অমুক আই, সি, এস, বুঝে আমরা চট্ পট্ ঐ স্থান ত্যাগ করি। এই শহরে এসে আমাদের বন্ধু অপর দলের মিঃ অমুকের সঙ্গে দেখা হয়। এর কাছ হতে এই দিন আমরা জানতে পারি যে সম্প্রতি সে কটকগামী ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে মারধর করেছিল।

(৬) ১৯।১২।৪৫ তারিখে রাত্রে যথারীতি আমরা সদলে বার হয়ে চৌরঙ্গি হতে একখানা গাড়ি চুরি করে নিই। এর পর আমরা লালবাজারে গিয়ে আমাদের দলের চারজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টকে উঠিয়ে নিয়ে ময়দানে এসে উপস্থিত হই। এই সময় পথে একজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোককে লিফ্ট দেবার লোভ দেখিয়ে গাড়িতে তুলি। এর পর আমাদের একজন এই সার্জেণ্টদের একজনের নিকট হতে রিভলভার নিয়ে সেটা সাহেবের বুকের উপর উঁচিয়ে ধরে। এই সুযোগে আমাদের আর একজন তার পকেট তল্লাসী করে একটা সিগারেট কেশ ও একটা ব্যাঙ্ক চেক-বুক কেড়ে নেয়। এর পর আমরা একটা নির্জন স্থানে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে রেড্ রোড ধরে অগ্রসর হতে থাকি।

(৭) ২২।১২।৪৫ তারিখে রাত্রে আমরা যথারীতি বার হয়ে এসপ্ল্যানেড্ ম্যানশন হতে দু'খানি গাড়ি চুরি করে আমাদের অন্যতম আড্ডা ডেণ্ট মিশন রোডে এসে উপস্থিত হই। এখানে এই গাড়ির মূল্যবান অংশগুলি লুকিয়ে রেখে গাড়িখানা দূরের রাস্তায় ফেলে রেখে যে যার বাড়ি চলে আসি। পরদিন স্টেটস্ম্যান কাগজে দেখি লাইবেলিটি ইনসিউরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার স্মিথ সাহেব

একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে কেউ যদি তাদের BLL 5517 গাড়িটি খুঁজে দিতে পারে তাহলে তাকে ২০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এই বিজ্ঞাপনটি পড়ে আমি ও মিঃ অমুক ঐ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বলি যে গাড়িখানা আমরা টাঙ্গাইলের পথে দেখে এসেছি। এই গাড়িখানা আমরাই ক'দিন আগে সেখানে ফেলে রেখে এসেছিলাম। এর পর ঐ সাহেবের ড্রাইভারকে সঙ্গে করে সেখান হতে তাদের গাড়িখানা উদ্ধার করে আমি এ সাহেবের কাছ হতে তাঁদের প্রতিশ্রুত দুই শত টাকা পুরস্কার স্বরূপ আদায় করি।

(৮) ২৭।১২।৪৫ তারিখে আমরা যথারীতি তিনখানি গাড়ি শহরের নানা স্থান হতে চুরি করে আবার আসানসোলে এসে উপস্থিত হই। এখানে আমাদের কয়েকজন অ্যাংলো প্রণয়িনীকে তুলে নিয়ে ওখানকার ইনিষ্টিটিউটের নাচ ঘরে এসে যুগ্মনৃত্যে নৃত্যরত হই। এই সুযোগ এদের এই ইনিষ্টিটিউট্ হতে আমাদের একজন কয়েকটা মদের বোতল চুরি করেছিল। ভোরের দিকে কলকাতায় ফিরে গাড়িগুলোর মূল্যবান পার্টস খুলে নিয়ে গাড়িগুলো একবালপুরের রাস্তায় ফেলে রেখে গা ঢাকা দিই। এই অঞ্চলে আমাদের কয়েক জনের প্রণয়িনীরা বাস করতো। এই জন্য প্রায়ই এখানে এসে আমরা আমাদের নৈশ অভিযান শেষ করেছি।

(৯) ২৮।১২।৪৫ তারিখে রাত্রে আমরা যথারীতি একটি মিলিটারি কম্যাণ্ড.কারও চুরি করি। এই গাড়িগুলোতে চ'ড়ে প্রথমে আমরা সারকুলার রোডে দুটো অপকর্ম করি। এর পর আমরা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে একটা মদের দোকান লুঠ করি। এখানে বাধা পেয়ে আমরা একটা খণ্ডযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। আমরা ভদ্রেশ্বরে এসে একটা পেট্রোল পাম্প ভাঙি ও একটা ঘড়ির দোকান লুঠ করি। দোকানের দরজা আমরা যথারীতি গাড়ির পশ্চাদদেশের দ্বারা ভেঙে ফেলি। আমরা

শ্রীরামপুরের পথে একটা মুদির দোকান লুঠ করি। দোকানের একজন চেঁচিয়ে উঠলে মোটরের শব্দ ক'রে তার চিৎকার ডুবিয়ে তাকে মারধর করি। পথে কয়েকজন সাইকেল আরোহীকে মোটরের ধাক্কায় ফেলে দিয়ে অর্থাদি অপহরণ করি। এদের কাউকে কাউকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে 'কোলকাতা কতো দূরে' জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এই সাইক্লিস্টদের মারধর করে কয়েকটা চাবি, দুপাটি জুতা ও সামান্য অর্থ আমরা পেয়েছিলাম। একজনের কাছ হতে একটা গামছা ও একটা নারকেলও আমরা ছিনিয়ে নিই। এর পর উত্তরপাড়ায় এসে একটা দেশী মদের দোকান, একটি মুদিখানা ও একটা কাপড়ের রেশনের দোকান লুঠ করে কাপড় ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি। এই সময় স্থানীয় যুবকরা আমাদের বাধা দিলে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ না করে কলকাতায় ফিরে একটা আস্তাবলের পিছনে গাড়িগুলো লুকিয়ে রাখি। পরের দিন গাড়ির অভাবে অসুবিধায় না পড়বার জন্যে আমরা এই বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করি।

(১০) ৩০।১২।৪৫ তারিখে রাত্রে আমরা পুনরায় ঐ সব চোরাই গাড়িতে নৈশ অভিযানে বার হই। ডায়মণ্ড হারবারের পথে আমরা গাড়িতে বসে একটা সিগারেটের দোকানীকে ক'প্যাকেট সিগারেট আনতে বলি। পরে দাম দেবার ভান করে ব্যাগ খুলে তাকে একটা দেশলাই আনতে বলি। কিন্তু সে দেশলাই আনতে দোকানে ফিরে যাবা মাত্র আমরা দাম না দিয়ে গাড়ি চালিয়ে সরে পড়ি। মহেশতলার পথে এসে একজন সাইক্লিস্টকে গাড়ির ধাক্কায় খানায় ফেলে দিয়ে একটা আঙটি, একটা হাত ঘড়ি ও একটা টর্চলাইট কেড়ে নিই। ওখানকার একটা মনিহারীর দোকানও আমরা সর্ব সমক্ষে লুঠ করি। এর পর আমরা ফিরে এসে বারাকপুর রোড ধরে এগিয়ে

কাশীপুরের রাস্তায় থামি। এই দিন আমাদের দলে কয়জন অ্যাংলো পুরানো চোরও ছিল। আমাদের একজন সিডনবডি কার-এর ছাদে উঠে সারা রাস্তায় গ্যাসের আলো নিবিয়ে দেয়। এই সুযোগে আমরা একটা জুয়েলারি দোকানে দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ি। তার মধ্যে আমাদের প্রণয়িনীদের উপহার দেবার মত অনেক জুয়েলারির আমাদের দরকার ছিল। দোকানের লোকদের পিস্তলের মুখে আমরা নিস্তব্ধ করলেও সেখানকার একটা শিশুকে আমরা কিছুতেই চুপ করাতে পারি না। নিতান্ত অবোধ শিশু বলে দয়া না হলে আমরা তাকে সেখানে হত্যাই করতাম। এই শিশুর চিৎকারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গহনাপত্র না নিয়েই আমরা দোকান থেকে চলে আসতে বাধ্য হই। এর পর আমরা বালি ব্রিজ পার হয়ে হাওড়ায় এসে একটি মুদির দোকান, একটি তামাকের দোকান ও একটি ঘড়ির দোকান ভেঙে হিসাবের খাতাপত্র ও দ্রব্যাদিতে আমাদের ওয়েপন ক্যারিয়ারটি ভর্তি করে নিই। এই সব হিসাব বহির অভাবে পুলিশ বা হাকিমের কাছে চোরাই দ্রব্যাদির তালিকা ও বিবরণ দোকানীরা দিতে পারবে না; এই জন্যই আমরা দ্রব্যাদি সহ বহু খাতাপত্রও ওই সব দোকান হতে তুলে নিয়েছি। সেখানকার একটা জুয়েলারি দোকানে ঢুকে ওখানকার প্রজ্জলিত ইলেকট্রিক বাল্‌ব জিপ্পের আঘাতে ভেঙে দিই। এর পর লোকজনদের পর্যুদস্ত করে কয়েকটা সোনার ভারি বাট হস্তগত করি। তার পর ভোর রাত্রে হওড়া ব্রিজ পার হয়ে ক্যাথিড্রেল রোড্ ধরে অগ্রসর হতে থাকি। এ সময় একটা রিক্সাতে দুইজন ভারতীয় জাহাজী মানুষকে আমরা দেখতে পাই। আমরা তখুনি নেমে পড়ে তাদের বিছানা পত্র লুঠ করে নিই। এদের একজনকে মারধর করে তার কাছ হতে ১৮০০৲ টাকা পেয়েছিলম। এর একটু পরে আমাদের দলের এক মাত্র ভারতীয়

সদস্যের সহিত দু'জন পরিচিত জাহাজী মুসলমানের দেখা হয়। তারা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে এতো ভোরে তারা কোথায় যাচ্ছে? এই লোক দুটো ভোর বেলায় নলী নেবার জন্যে পায়ে হেঁটে জাহাজ আফিসে আসছিল। আমাদের এই ভারতীয় সদস্যটি একজন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসারের কনিষ্ঠ পুত্র ছিল। কলকাতায় একটা ইংরাজি স্কুলে পড়বার সময় তার সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল। এর পর ময়দানের পথে এলে আমাদের মিলিটারি ওয়েপন কারটি বিকল হয়ে যায়। অগত্যা সমস্ত চোরাই দ্রব্যাদি সমেত সেটা সেখানেই ফেলে রেখে আমরা যে যার বাড়ি ফিরে আসি। এই রাত্রে বাংলার তিনটি জেলা—হাওড়া, হুগলি ও ২৪ পরগনা এবং কোলকাতা শহরের বহু জায়গায় অপকর্ম করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

পর দিন রাত্রে আমরা ডেন্ট মিশন রোডে ভাগবাটোয়ারা করতে করতে কলহে প্রবৃত্ত হই। চোরাই মালের একটা হিস্যা বা ভাগ মামলা মকর্দমা বা দুর্দিনের সময় খরচের জন্য আমি পৃথক করে রাখবার জন্যে প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু আমাদের দলের কয়েকজনের এতে ঘোরতর আপত্তি হলো। এরা শুধু বর্তমানের চিন্তাতেই মশগুল থাকতে চায়। দলের স্বার্থে ভবিষ্যতের চিন্তা তারা আদপেই করতে চাইল না। আমাদের এই আত্মঘাতী কলহের এই ছিল মূল কারণ। আমাদের হুল্লোড়ের মাত্রা খুব বেশি হয়ে উঠায় পড়শীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। একবালপুর থানায় খবর দেওয়ায় সেখান হতে একজন জমাদার এসে আমাদের এ'জন্য ধমকাধমকি করে যায়।

এর পর দিন আমরা শহর হতে চার খানি গাড়ি অপহরণ করে কয়েকটা পেট্রোল পাম্প ভেঙে প্রচুর পেট্রোল সংগ্রহ করে নিই। এইসব গাড়ি করে আমরা আসানসোল, বর্ধমান, ধানবাদ, আদ্রা, পুরুলিয়া

প্রভৃতি স্থানে রাহাজানি ও ডাকাতি করতে করতে অগ্রসর হতে থাকি। আদ্রা শহরের নিকট এসে আমাদের পেট্রোলের অভাব ঘটে। এই সময় পেট্রোল কণ্ট্রোলড্ থাকায় এই তেল কেনা শক্ত ছিল। সৌভাগ্য ক্রমে এখানে চোরাই গাড়িতে কয়েকটা কুপন ছিল। স্থানীয় দোকান হতে একটা দশ টাকার নোট ভাঙিয়ে এই কুপন দিয়ে আমরা পেট্রোল কিনি। ফেরবার সময় দামোদর ব্রিজের দরোয়ানদের সঙ্গে গেটপাশ চাওয়ার জন্যে আমাদের বিরোধ ঘটে। আদ্রা শহরের দোকান হতে আমরা সকলেই একই রকমের এক জোড়া করে জুতা কিনেছিলাম। আসানসোল শহরে ফিরে এসে আমরা গাড়ির মধ্যে শুয়েই ঘুমিয়ে নিই। সকালে এক স্থানীয় লোক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে এই গাড়িখানা আমি কিনেছি কিনা" সে আরও বলে যে একবছর আগে সে এই গাড়িরই ড্রাইভার ছিল।

(১১) ৬।১।৪৬ তারিখে রাত্রে আমরা যথারীতি শহরের বিভিন্ন স্থান হতে কয়েক খানি গাড়ি চুরি করি—এই গাড়ি করে ময়দানের মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হই। এখানে ওখানে বহু অপরাধ করে কলকাতায় ফিরে আসি। এ'সময় ময়দানের পথে একজন মাড়োয়ারী গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিল। আমরা তাকে ধাক্কা মেরে আহত করি। এর পর তাকে হাঁসপাতালে নেবো ব'লে উঠিয়ে নিই। গাড়ির ভেতর তাকে ঝাপটে ধরে তার গাঁট হতে কয়েক আনা পয়সা বার করে নিই। এর পর আমাদের একজন খুব জোরে গাড়িটা চালিয়ে দেয়। আমাদের অপর জন গাড়ির দরজাটা খুলে ধরে। আমাদের একজন মাড়োয়ারীকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি হতে বাইরে ফেলে দেয়। মাড়োয়ারী আর্তনাদ করে পথের উপর গড়িয়ে পড়ে। আমরা তার অবস্থা দেখবার জন্য আর একটুও অপেক্ষা না করে সেখান থেকে সরে পড়ি।

পরের দিন অনুরূপ ভাবে নৈশ অভিযানে বার হয়ে কয়েকখানা গাড়ি চুরি করে পেট্রোল পাম্প ভেঙে পেট্রোল চুরি করি। সার্কুলার রোডের উপর এই সময় একটা আচারের দোকান দেখে আমরা সেখানে নেমে পড়ি। এর পর আচারের বোতলগুলো আমরা আমাদের গাড়ির মধ্যে উঠিয়ে নিই। কিন্তু এই রাত্রে আমাদের আর কোনও অপরাধ করতে ইচ্ছে করছিল না। আমরা উদ্দেশ্যহীন ভাবে এখান ওখান ঘুরাফিরা করে চোরাই গাড়িগুলো রাস্তায় ফেলে চলে আসি।

উপরোক্ত অপরাধ সমূহ আমার নির্দেশে সঙ্ঘটিত হয়। এই প্রতিটি অপরাধের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ ভাবে জড়িত আছি। কিন্তু এমন বহু অপরাধ আমার অবর্তমানে দলের অন্যান্য লোকরাও এখানে ওখানে করেছে। মার অসুখের জন্য প্রতিটি অভিযানে আমি অংশ নিতে পারিনি। এই সময় আমার পিতামাতা উভয়েই অসুস্থ ছিল। আমার অবর্তমানে আমার দলের নেতৃত্ব করতো আমার সেকেণ্ড-ইন-কম্যাণ্ড মিঃ অমুক। এছাড়া আমাদের কটা দল গোয়া, বোম্বাই ও অন্যান্য শহরে কার্যরত আছে। আমরা এতোগুলো অপরাধ করেছি যে সবগুলো মনে করা এখুনিই অসম্ভব। আমাদের চুরি করা গাড়ির মধ্যে হিলম্যান BLA 492, ক্রিসট্‌লার BLB 1779. সিডন ইংলিশ 8054, BLB 5117, BLB 4882, BLB 1776, BLB 2066, UJJ 312 নম্বর কটা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

(১২) ৮।১।৪৬ তারিখে আমাদের কয়েক জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অভিযানের উদ্দেশ্যে এই হোটেলে এসে জড় হই। এইদিন আমরা লালবাজারের পুলিশ কম্পাউণ্ডের কয়েকটা গাড়ি চুরি করবার তালে

ছিলাম। ইতিপূর্বে বাংলার প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি চুরি করে আমরা বাহাদুরী নিয়েছি। কিন্তু এই দিনই ভাগ্য দোষে আমরা অতর্কিতে এই হোটেলের মধ্যে ধরা পড়ে গেলাম।

এইবার আমাদের দলের সংগঠন সম্বন্ধে আপনাকে বলবো। আমাদের প্রায় ৯০ জন সদস্য আছে। এদের আমরা তিন জন নেতার অধীনে তিনটি পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করেছি। আমি ওদের একটি দলের মাত্র নেতা ছিলাম। বাকি দুইটির নেতৃত্বের ভার ছিল মিঃ অমুক ও মিঃ অমুকের উপর। কলকাতায় ডেন্ট মিশন রোড ও মারকুইস লেনে আমাদের দুটো অভিযাত্রী ঘাঁটি আছে। এই দুইটি স্থানে সমবেত হয়ে আমরা রাত্রিকালীন অভিযানে বার হতাম। আমাদের কয়েক জন সদস্যের বাড়িতে শুধু চোরাই মাল রাখা হতো, এজন্যে কোনও অভিযানে এদের আমরা সঙ্গে নিই নি। চোরাই মাল পাচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে আমরা বিশ্বাসী এজেণ্টও নিযুক্ত করেছিলাম। আমাদের দলে দুই প্রকার সদস্য ছিল, যথা—স্থায়ী ও অস্থায়ী। অস্থায়ী সদস্যদের আমরা প্রয়োজন মত সংগ্রহ করে নিয়েছি। আমাদের দলের গুপ্ত কথা এদের কখনও জানানো হয় নি। তালা ভাঙবার ও পাঁচিল ডিঙোবার ও দেওয়ালে উঠবার জন্যে মধ্যে মধ্যে আমরা পাক্কা অ্যাংলো তালাতোড়দের [ক্যাট বারগ্লার] প্রয়োজনমত সঙ্গে নিতাম। আমাদের প্রায় প্রত্যেকেরই একজন করে [স্থায়ী ও অস্থায়ী] প্রণয়িনী ছিল। এদের বাড়িতে প্রয়োজন হলে আমরা লুকিয়ে থেকেছি। এদের কাছে আমরা মূল্যবান জহরতাদিও গচ্ছিত রেখেছি।

এইবার আমি আমার নিজের সম্বন্ধেও কিছু বলবো। আমি ১৮।৭।২৬ সালে জন্ম গ্রহণ করে অমুক ইংরাজি স্কুলে শিক্ষালাভ করি। তবে এই প্রতিষ্ঠানে বেশিদিন আমি টিকে থাকতে পারি নি। ভারতের

পূর্ব সীমান্তে মার্কিন ফৌজের সঙ্গে থেকে আমি গরিলা যুদ্ধ শিক্ষা করেছি। এখানে একটা অপরাধ করায় সামরিক আদালতে আমার ছয় মাস জেল হয়। বর্তমানে পিতামাতার সঙ্গে ষ্টিফেন ম্যানশনের একটা ফ্ল্যাটে বাস করি। আমাদের এই দলটি পূর্বে স্করফিয়ন গ্যাঙ্গ নামে একটা চিটিঙবাজী ও ব্ল্যাকমেইলিঙ-এর দল ছিল। আমিই এই দলটিকে পুনর্গঠন করে উহাতে রেড হট শব্দটি যোগ করে একটা দস্যুদলে পরিণত করি। আমি আমার কৃতকর্মের জন্য একান্ত রূপে অনুতপ্ত। পুলিশের কোনও প্ররোচনায় পড়ে আমি স্বীকৃতি মূলক বিবৃতি দিই নি। আমি হাকিমের কাছেও এই সব কাহিনী বিবৃত করে রাখতে চাই। আত্মার তৃপ্তির জন্যই আমি এই আত্মঘাতী স্বীকারোক্তি করলাম।"

উপরোক্ত বিবৃতিটি কম্পিত কলেবরে প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আমি লিখে ফেললাম। লালবাজারে রক্ষিত গাড়ি চুরি সম্পর্কিত দিনপঞ্জিতে উল্লিখিত সময় ও গাড়ির নম্বরের পরিপ্রেক্ষিতে উহা লিপিবদ্ধকরা সহজ কায নয়। কিন্তু এজন্য আমি পূর্ব হতেই প্রস্তুত ছিলাম। দুই বৎসরে যতগুলি গাড়ি চুরি গিয়েছে তাহাদের নম্বর, চুরির সময়, তারিখ ও স্থানের একটা নিভুর্ল তালিকা আমার কাছে মজুত থাকতো। এই তালিকা দেখে আলেক সহজে এই ঘটনাগুলি মনে করতে পেরেছিল। আমার এর পর বিশ্বাস হলো যে, পথে বার হলে সে আরও বহু ঘটনা মনে করে বলতে পারবে। আমাকে আলেক এ'ও আশ্বাস দেয় যে সে জেলে গিয়ে অন্যান্য সদস্য অপরাধীদেরও স্বীকৃতি দিতে প্ররোচিত করবে। অপরাধীদের এই সব নেতারা একে একে হাকিমের কাছে কনফেশন করতে এলে আমাদের কাযকর্ম অনেক

হাল্কা হয়ে যায়। কিন্তু বিচারের সময় এই সব স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিতেই বা কতক্ষণ। এই ক্ষেত্রে অপরাধীদের এই স্বীকৃতি তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই মাত্র প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হবে। এদের এই স্বীকৃতি জুডিশিয়াল আইনানুযায়ী অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ রূপে ব্যবহার করা চলবে না। এ ছাড়া আলেকের এই স্বীকৃতির সত্যতার সম্বন্ধে যাচাই করে দেখাও দরকার। আলেকের এই বিবৃতিতে বহু স্থান ও সম্ভাব্য সাক্ষীর উল্লেখ আছে। এই সব মানুষগুলোকে খুঁজে বার করার পর যদি তারা আলেককে সমর্থন করে এক একটি বিবৃতি দেয়, তাহলে আলেকের এই সাক্ষ্যের পরিপূরক সাক্ষ্য রূপে সেইগুলি অনায়াসে আদালতে প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হবে। আলেক যে সত্য সত্যই এই এই স্থানে অপরাধ করেছে ও তাকে এই এই স্থানের কোন না কোনও লোক দেখেছে, তা এই সব পরিপুরক সাক্ষীদেরও মুখ দিয়ে বলাতে পারলে আলেকের প্রতি কথা আদালত সত্য বলে বিশ্বাস করবেন। এই ক্ষেত্রে আলেককে রাজসাক্ষী রূপে আদালতে দাঁড় করাতে পারলে এই দলীয় মামলা সহজেই আমরা প্রমাণ করতে পারবো।

[যদি কোনও আসামী অপরাপর সহ-অপরাধীদের সহিত নিজেকেও ঐ সব অপরাধের জন্য দায়ী করে বিবৃতি দেয় তবেই উহাকে স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি বা 'কনফেশন' বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এতে যদি সে নিজেকে না জড়িয়ে শুধু অপরের বিরুদ্ধে কথা বলে, তবে তাহাকে স্বীকৃতি না বলে বিবৃতি বলা হয়ে থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে তাকে রাজসাক্ষী না বলে সাধারণ সাক্ষী বলা হয়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আলেকের এই বিবৃতিতে সে প্রতিটি অপরাধের মধ্যে তার নিজের দায়িত্বও মেনে নিয়েছে। এ'ছাড়া কনফেশনের নিয়ম অনুযায়ী কোথায়ও কোনও একটুকুও বিষয় গোপন করে নি।]

'চুপ করে কি আপনি ভাবছেন,' আমাকে চিন্তারত দেখে আলেক জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন যে আমি সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সাপকে লোকে ভয় করলেও ঘৃণা করে না। কিন্তু আমাকে দেখে আপনার ভয় ও ঘৃণা—এই দুইই নিশ্চয়ই হচ্ছে। আপনাকে কিন্তু আমি এ'জন্য দোষ দিই না। আমার নিজের ওপরই নিজের এ'জন্য ঘেন্না আসছে। আপনাকে স্যার, আমার খুবই ভালো লাগছে। আজ আমার মনে হচ্ছে যে জগতে আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু। আমি নিজেই চেষ্টা করে এই সাংঘাতিক মামলা খাড় করে দেবো। আমি আপনাকে পদোন্নতির ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই। তবে আমাকে দিয়ে যা করবার তা এখুনিই করিয়ে নিন। শীঘ্রই হয়তো আমি আর আমাতে থাকবো না। নিজের অজ্ঞাতেই হয়তো আবার আমি এক হিংস্র দানব হয়ে উঠবো। মধ্যে মধ্যে আমার মাথার মধ্যে যেন কয়েকটা পোকা কিলবিল করে ওঠে। এই সময় আমি চেষ্টা করেও নিজেকে আর নিজের আয়ত্তে র'খতে পারি না।"

'তুমি নিজেকে এতো অসহায় ভেবো না, আলেক,' তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে আমি বললাম, 'এই সব সাংঘাতিক অপকর্মের জন্য তোমাকে আদপেই দায়ী করা যায় না, তুমি তোমার অজ্ঞাতেই এক প্রকার মানসিক রোগে ভুগে এসেছো। তোমার মধ্যে যে রোগী সত্তাটা আছে, সেই মধ্যে মধ্যে তোমাকে দাবিয়ে রেখে এই সব অপকর্ম করে বেড়িয়েছে। কিন্তু এই সব রোগের চিকিৎসাও আছে, জেনো। আমার পূর্বতন মাস্টার মশাইদের মধ্যে মনের রোগের বহু দক্ষ চিকিৎসক আছেন। তোমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে গিয়ে আমি তোমার চিকিৎসা করিয়ে আনবো এখুন'।

ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের হেতু উৎকট অপরাধীদের স্বভাব চরিত্র

প্রায় প্রিমিটিভ্ মানুষদের মতই হয়ে ওঠে। ইংরাজিতে একে বলা হয় রিভারশন টু প্রিমিটিভ ক্যারেকটার। এই জন্য একবার এদের আয়ত্তে এনে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারলে এদের দ্বারা যে কোনও কায করানো সম্ভব। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা তাকে এক বিশেষ মানসিক অবস্থায় এনে আমি তার উপর পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছি। এই অবস্থায় পুনঃ পুনঃ আমার সাহচার্য না পেলে সে তার মনের শান্তি কিছুতেই ফিরে পেতে পারে না। [এই ভাবে গুরুরা শিষ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে।] আমি বুঝলাম যে এইবার তাড়াতাড়ি তাকে দিয়ে যা করানোর তা করিয়ে নেওয়া দরকার।

এর পর আমি আলেকের কাছ হতে আরও কথা বার করে নেবার জন্যে তাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করতে থাকি। সে যথাযথ ভাবেই আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। এই সব প্রশ্নোত্তরের উল্লেখ-যোগ্য অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—তুমি তো বলেছো যে তোমাদের দলে বহু লোক যুক্ত আছে। এদের মধ্যে কয়েকজন দক্ষ অ্যাংলো বারগ্লার আছে তাও তো তুমি এইমাত্র বললে। তাদের প্রত্যেকেরই নাম-ধাম তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। এখন এস, এই রাত্রেই বেরিয়ে পড়ে তাদের একে একে ধরে ফেলি। এতে তুমি ব্রাদার রাজি আছো তো!

উঃ—আজ্ঞে, হাঁ। এদের সকলকে আমি একে একে ধরিয়ে দেবো। এদের জেলের বাইরে রাখা নাগরিকদের পক্ষে বিপজ্জনক। শুধু মাত্র একটা লোকের জন্য আপনাদের একটু বিবেচনা করতে বলবো। সেই ছেলেটি সঙ্গের দোষে এই দলে ভিড়ে পড়লেও আমাদের মত তাকে অপরাধী বলা যায় না। বহু ক্ষেত্রে কোনও নারী বা শিশুর উপর

আমরা অত্যাচার করতে উদ্যত হলে এই আমাদের বাধা দিয়ে নিরস্ত করতো। আমাকে বাদ দিয়ে বরং রাজসাক্ষী করে একেই আপনারা এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিন। আমাদের দলের লোকেদের মধ্যে যারা সাংঘাতিক তাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে ধরা সম্ভব নয়। আপনাদের একজনের জীবনের বিনিময়েই শুধু তাদের ধরা সম্ভব। কিন্তু কি ভাবে বিনা যুদ্ধে তাদের ধরা সম্ভব, তা আপনাদের আমিই বলে দেবো। এক মাত্র এদের প্রণয়িনীদের বাড়িতে গিয়েই এদের আপনারা নিজেদের দেহ অক্ষত রেখে ধরতে পারবেন। এই সকল প্রণয়িনীদের বাড়িতে থাকবার সময় এরা কখনও নিজেদের চোর ডাকাত বলে পরিচয় দেয় নি। এই জন্য সেখানে বসবাস কালীন এরা কোনও আগ্নেয় অস্ত্রাদি সঙ্গে করে নিয়ে যায় না। আমার জানা শুনা এমন কয়েক ব্যক্তি এ'শহরে আছে যাদের সাহায্যে আপনাকে আমি জানিয়ে দিতে পারবো যে কে কখন কোন প্রণয়িনীর বাড়িতে আত্মগোপন করছে। এর পর আপনারা রাত্রে সদলবলে তাদের বাড়িগুলো ঘেরাও করে তাদের তো ধরতে পারবেনই, এমন কি তাদের ঐ সব প্রণয়িনীদের উপহার দেওয়া বহু চোরাই অলঙ্কারও আপনারা তাদের কাছ হতে উদ্ধার করতে পারবেন।

প্রঃ—আচ্ছা! তোমাদের দলে তো অনেক গৃহহীন সিঁদেল চোরও ছিল, তাদেরও কি রাত্রে ধরিয়ে দিতে পারবে? এরা তো এখনও পর্যন্ত রাত-বেরাতে লোকের বাড়িতে চুরি করে বেড়াচ্ছে।

উঃ—ওদের জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। ওরা ধরা দেবার জন্য প্রস্তুতই হয়ে আছে। ওরা মধ্যে মধ্যে আপন প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় জেলে যায়। ওরা আমাদের মত এতো ভয়ঙ্কর লোক নয়। লোকে উন্নত ও শক্ত বাড়ি ঘর তৈরি করে ও সাবধানে থেকে ওদের কাছ

হতে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু আমাদের কবলে পড়লে নাগরিকদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। তবে তারা যদি সাহসী ও সংঘবদ্ধ হয় ত সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এতো শিক্ষা, সুযোগ ও সময় এদের কোথায়? এই সব সিঁদেল চোররা সব ডে' বারগ্লার। এরা রাত্রে চুরি করা পছন্দ করে না। এদের মতে দিন হচ্ছে কাষ করবার, আর রাত হচ্ছে ঘুমবার। এদের ব'লে কয়ে রাত্রে কাষ করাতে গিয়ে আমরা কয়েকবার ধরা পড়বার উপক্রম হয়েছিলাম। এই জন্যে আমরা এদের আর না নিয়োগ করে রাত্রের সিঁদেল চোরদের সংগ্রহের জন্য চেষ্টারত ছিলাম। তবে দিনের বেলায় কোনও কাযকর্ম করতে হলে আমরা এদের সাহায্য নিয়েছি বৈকি! একটু ঘুরাঘুরি করলেই শহরের কোনও না কোনও পার্কে এই সব গৃহহীন দিবা-চোরদের সন্ধান আপনি পাবেন।

প্রঃ—তোমার দলের বহু লোকের নাম-ধাম ও তাদের প্রণয়িনীদের নাম তো তুমি আমাদের বললে। এদের এই সব নাম ধাম তুমি আমাদের না জানালে কোনও দিনই তাদের আমরা খুঁজে পেতাম না। এ'জন্য আমি তোমার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ, আলেক। কিন্তু তোমার কোনও প্রণয়িনীর নাম তো তুমি বললে না। তোমার নিজের কি কোনও প্রণয়িনী ছিল না?

উঃ—দয়া করে স্যার, আপনি আপনার পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে এইসব কথা আর আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমি তার অদম্য ভালবাসার কোনও মূল্যই তাকে দিতে পারি নি। সে এতো নিকটে থাকতেও অপর নারীকে আমি কামনা ও ধর্ষণ করেছি। তাকে ভালোবাসবার আমার আর কোনও অধিকার নেই। আমি তাকে এবার চিরদিনের মতই মুক্তি দিয়ে এসেছি। তার সম্বন্ধে কোনও সংবাদ আর

আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। তবে আমাদের দলের অন্যান্য লোকেদের সকল গুপ্ত রহস্য আমি ফাঁস করে দিতে সদাই প্রস্তুত। এর বেশি কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি যেমন তাকে হারিয়েছি, তেমনি আমাকেও আপনি হারিয়ে ফেলবেন। এর ফলে আমি এই দস্যুদল সম্বন্ধে কোনও সংবাদই আর তাহলে আপনাকে দেবো না।

রামায়ণোক্ত ধার্মিক বিভীষণ ও এই অধার্মিক আলেকের মধ্যে মনে মনে একটা তুলনা করে আমি আশান্বিত হয়ে উঠলাম। এই সব আসামীরা ফেরার হয়ে এই প্রদেশ হতে অন্য প্রদেশে চলে গেলে এই মামলা দায়ের করা বা না করা সমান হবে; বিশেষ করে পর্তুগিজ গোয়াতেও যখন এদের দলের একটা ঘাঁটি আছে। এর পর আর দেরী না করে আমার প্রতিটি সহকারীকে ডেকে এনে লালবাজারের কমন রুমে একটা পরামর্শ সভায় আমরা মিলিত হলাম। আমাদের এই পরামর্শ সভায় আলেক ছিল অন্যতম এক্সপার্ট সদস্য।

এই রাত্রেই একটা ট্রাক বার করে আমরা সদলে আলেককে নিয়ে তদন্তে বার হয়ে পড়লাম। আসামীরা তাদের প্রণয়িনীদের বাড়িতে না থাকলে সেখানে হানা দিলে বিপরীত ফল ফলবে। এর পর আর তাদের কখনও সেখানে না আসবারই সম্ভাবনা। আলেককে ছেড়ে দিলে সে তার নিজের লোক মারফৎ দরকারী সুড়ুক সন্ধান নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু এইরূপ এক সাঙ্ঘাতিক দলের নেতাকে বিশ্বাস করে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। অথচ তাকে যে আমরা অবিশ্বাস করছি তা তাকে বললে সে ব্যথা পেয়ে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। এমনি সাত পাঁচ ভেবে আমি একটু বিপদের ঝুঁকি নেওয়াই ঠিক করলাম। আমি ভেবে দেখেছিলাম যে এই ব্যাপারে 'নো রিস্ক নো গেইন'। আমি ট্রাকটা থেকে নেমে

আলেককে নিয়ে কিছুদূর হেঁটে তার এক বন্ধুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। তার বন্ধুর বাড়িতে 'পারলারে' বসে এমন ভাবে আমরা কথাবার্তা কইছিলাম যেন কোথাও কিছু ঘটে নি। আমাদের সেখানে বসিয়ে রেখে আলেকের বন্ধু এই দলের একজনের প্রণয়িনীর বাড়ি গিয়ে কৌশলে জেনে এলো যে অমুক এখন সেখানেই আছে। এর পর সহজ ভাবে সেখানে চা-পান করে আমি ও আলেক ট্রাকে ফিরে এসে দেখলাম যে আমার সহকারীরা আমাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে রয়েছে। আরও একটু আমরা দেরী করলে তারা নিশ্চয়ই আমাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তো। এর পর আমরা আলেককে বহু দূরে ট্রাকের উপর রেখে আমাদের কয়জন অফিসার ও শান্ত্রীদল সহ আমি মিঃ অমুকের বাড়িটা ঘেরাও করে তাদের সদর দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলাম।

এইখানে এসে আমাদের একজন পোস্টাল পিওনের স্বর অনুকরণ করে দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে চেঁচিয়ে উঠলো, 'বাবু টেলিগ্রাম— টেলিগ্রাম আইছে।' এই টেলিগ্রামের কথা শুনে এই বাড়ির একজন বেরিয়ে এসে বাইরে পুলিশ দেখে বলে উঠলো, 'ও! মাই গড্।' এর পর আমরা আর দেরী না করে সকলে মিলে হুড়মুড় করে ঢুকে মিঃ অমুকের পালাবার সকল পথ বন্ধ করে দিই। এই উপায়ে আমরা মিঃ অমুককে অতি সহজে গ্রেপ্তার করে তার প্রণয়িনীর হেপাজত থেকে বহু চোরাই জহরত উদ্ধার করেছিলাম। এই প্রণয়িনী-টিকে অবশ্য আমরা গ্রেপ্তার করলেও অকুস্থলেই তাকে জামিনে মুক্ত করে দিই। এর পর আমরা আমাদের এই নূতন আসামীকে স্থানীয় থানায় জমা দিয়ে সেই রাত্রেই আলেকের সাহায্যে আরও বহু স্থানে হানা দিয়ে বহু লোককে পাকড়াও করে বহু চোরাই মাল উদ্ধার করি।

বলা বাহুল্য অন্যান্য আসামীদের প্রণয়িনীদেরও আমরা গ্রেপ্তার করে তাদের স্ব স্ব বাড়িতেই জামিনে মুক্ত করে দিয়ে এসেছিলাম। বৃথা কতকগুলো নিরীহ ও নির্দোষ মেয়েছেলেকে হাজতে পুরে বাজে ঝামেলা বাড়াবার আমাদের কোনও প্রয়োজনও ছিল না। এই সময় আমি লক্ষ্য করলাম যে আসামীরা ধরা পড়ায় তাদের প্রণয়িনীরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেও প্রণয়িনীদের মাতারা সকলেই খুশি হয়ে উঠেছে। এর পর আমার বুঝতে বাকি থাকে নি যে এদের মায়েরা এই লোক-গুলোকে খুব বেশি পছন্দ করে না। আমি আরও বুঝলাম যে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে এই মায়েদের সাহায্যে তাদের প্রণয়িনীদের দিয়ে আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ানো যাবে।

এই রাত্রে একটি মাত্র বাড়িতে আমাদের বাধা পেতে হয়েছিল। এই বাড়িটি ছিল পাঁচিল ঘেরা একটা একতলা বাড়ি। আমরা আগেই খবর পেয়েছিলাম যে এখানে কোন মেয়ে ছেলে বাস করে না। এই দলের কয়েকজন দুর্দান্ত সাধারণ সভ্য এখানে একত্রে বাস করে। আমরা ধীরে ধীরে আমাদের ট্রাকটা একেবারে পাঁচিলের গা ঘেঁসে রাখলে আমাদের একজন ট্রাকের উপর দাঁড়িয়ে পাঁচিল টপকে ভিতরে উঠানে লাফিয়ে পড়ে সদর দরজাটা খুলে দিলে আমরা বহু ব্যক্তি হুড়মুড় করে সেই বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু এদের আমরা যতটা অসাবধান বলে মনে করেছিলাম ততটা অসাবধান এরা ছিল না। এরা যে যার ঘর হতে বেরিয়ে এসে আমাদের উপর চেয়ার, টিপয়, ঘটি, বাটি, বোতল ও কাঁচের গেলাস ছুড়তে আরম্ভ করে দিলে। অন্ততঃ এদের কাছে যে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না তা আমরা আগেই জেনে এসেছি। আগ্নেয়াস্ত্রবিহীন এই লোক-গুলোর উপর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার চলে না। তা ছাড়া ছেলেমানুষদের

মত এদের সঙ্গে ইট ছোঁড়াছুড়ি করাও যায় না। তাই শুধু লাঠি হাতে আমরা এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমাদের অনেকেরই কপাল ও পা কেটে রক্ত পড়ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের একে একে পর্যুদস্ত করে আমরা পাকড়াও করতে থাকি। এদের বিছানা হতে এক একটা তোষক উঠিয়ে এদের ঘাড়ে সেগুলো ফেলে তবে এদের কাউকে কাউকে আমরা গ্রেপ্তার করতে পারি। আচমকা এমন একটা বেয়াড়া হুল্লোড় এখানে ঘটে গেল যে আহত সহকারীদের হাঁসপাতালে পাঠাবার সময় আমার রাগ বা দুঃখের বদলে হাসি পাচ্ছিল। এরা সকলেই ধরা পড়লেও এদের এখানকার সর্দারকে আমরা খুঁজে পেলাম না। অথচ আমাদের সংবাদ অনুযায়ী এখানেই তার থাকবার কথা। হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম যে, পাশের ত্রিতলের বাড়িটার দেওয়াল এক অদ্ভূত উপায়ে স্কেল করে এই ব্যক্তি উপরে উঠছে। একটা লম্বা দড়ির এক মুখে তিনটি লোহার আঁকষী-ওয়ালা একটা লৌহ পিণ্ড বাঁধা ছিল। এইটা সে নীচে থেকে উপরে ছুঁড়ে দেওয়ায় ঐ তিনটে আঁকষীর একটা আঁকষীর সুচ্যগ্র মুখ দ্বিতলের বারাণ্ডায় আটকে গিয়েছে। এই সুযোগে এই দড়ি বেয়ে সে দ্বিতলে উঠে অনুরূপ ভাবে ঐ আঁকষীওয়ালা লৌহ পিণ্ডটি দড়িসহ সেই বাড়ির ত্রিতলে ছুঁড়ে তেতলার ছাদের আলসেতে আটকে দিলে। আমরা 'ধর ধর' করে এগিয়ে যাবার পূর্বেই লোকটা এই উপায়ে সেই ম্যানশন বাড়ির ত্রিতলের ছাদে উঠে উধাও হয়ে গেল। [তার ব্যবহৃত এই যন্ত্রটি এখন অল ইণ্ডিয়া ডিটেকটিভ কলেজের ক্রাইম মিউজিয়মে সংরক্ষিত হয়েছে]। এর পর আমরা সেই ম্যানশন বাড়ির দরোয়ানকে দিয়ে গেট খুলিয়ে এখানে ওখানে তন্ন তন্ন করে তাকে খুঁজে বৃথাই হয়রান হয়েছিলাম। তবু মন্দের ভালো যে এই একটি র‍্যাক্রে

আমরা দলের এই অতোগুলো আসামীকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছি। তাই খুশি হয়েই এই দিন স্থানীয় থানার হাজতে এদের রেখে আমরা যে যার বাড়ি ফিরে এসেছিলাম।

পর দিন সকালে লালবাজারে এসে দেখি যে আমাদের অফিস ঘরে আসামীতে গিজ গিজ করছে। ইতিমধ্যে সহকারীরা আমার পূর্ব নির্দেশ মত বিভিন্ন থানার হাজত থেকে এদের এখানে আনিয়ে নিয়েছিল। ঘরের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এরা জটলা করছিল। আলেকও দেখলাম তাদের সঙ্গে এমন ভাবে গালগল্প আরম্ভ করেছে যেন পুলিশের সঙ্গে তার কোনও হৃদ্যতাই নেই। তাদের সঙ্গে এমন সহজ ভাবে মেলামেশা করতে দেখে আমি ভীত হয়ে উঠে ভাবলাম—'কিরে বাবা! আলেক আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল না তো!' কিন্তু আমাদের এই ধারনা ছিল অমূলক। এর পর আমি পাশের একটা ঘরে গিয়ে এই সব আসামীদের একে একে সেখানে ডেকে পাঠালাম। কিন্তু এদের কেউ আমাদের কাছে এই দিন কোনও স্বীকারোক্তি করে নি। এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তারা সকলেই রেগে উঠে উত্তর করেছিল—আরে, আমরা বাবু সব্বাই ভদ্রসন্তান। আমরা চুরি ডাকাতি করতে যাব কেন? আমরা সকলেই কায কর্ম করে খাই। কিন্তু কি ধরনের কায কর্ম তারা করে তা এদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলেছিল—'না, মশাই। কোথায় কায করি তা আপনাদের বলে বিপদে পড়বো? আপনারা তো এখুনি আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে বেইজ্জত করবেন। আমরা কিছুতেই আমাদের নিয়োগ কর্তাদের ঠিকানা আপনাকে বলবো না। এর পর তারা তাদের পূর্ব স্থানে ফিরে এসে নির্লজ্জের মত গল্প গুজব শুরু করে দিলে। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে চরম নৈতিক

অসাড়তা তাদের মধ্যে স্থান পাওয়ায় তারা তাদের লজ্জাসরম ভয় প্রভৃতি সব কিছুই হারিয়ে ফেলেছে।

আমি অফিস ঘরে বসে ভাবছিলাম যে এইবার কি করা যায়? এমন সময় জনৈক সহকারী—আমেদ সাহেব এই দলের অপর এক আসামী উডকে তার বাড়ি হতে ধরে অফিসে নিয়ে এলো। আমাদের বন্ধু আলেক তার বিবৃতিতে এই উডকে এদের দলের একমাত্র সৎলোক ব'লে সুপারিশ করেছে। তার ঘর তল্লাসী করেও কোনও আপত্তিকর জিনিস পাওয়া যায় নি। এই আসামীকে দেখে আমার তাকে এই পথে এক নূতন পথিক ব'লেই মনে হলো। তাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে নিম্নোক্ত রূপ একটা বিবৃতি দিয়েছিল।

'আমি একবালপুর অঞ্চলের একটি পরিবারের পেয়িং গেস্ট রূপে বাস করি। কলকাতার একটি কলেজের বি. এ. ক্লাশে আমি সম্প্রতি ভর্তি হয়েছি। ইতিপূর্বে আমি দার্জিলিং অঞ্চলে একটি কনভেণ্টে পড়াশুনা করতাম। আমার পিতা আসানসোলের একজন উচ্চপদস্থ রেলওয়ে অফিসার। সেখানকারই একটা রেল কোআর্টারে আমার মাতাপিতা বাস করছেন। আমি প্রতি রবিবারে সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হই। আলেক, প্ল্যাণ্ট, ডিক্সন, রিক্সন প্রভৃতি কয়েকজনকে আমি চিনি। আসানসোলের রেলওয়ে ইনিস্টিটিউটে তাদের সঙ্গে প্রথম আমার আলাপ হয়। আমাকে এরা কয়েকবার এদের গাড়িতে করে রাত্রে জয় রাইডে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই ধরনের অপরাধ কোনও দিনই আমি করিনি। এই সব অপরাধ আমি এদের কাউকে করতেও দেখি নি।'

আমি বহুবার উড সাহেবকে সত্য কথা বলবার জন্যে অনুরোধ করা

সত্ত্বেও কোন ফল হল না দেখে, আমি আলেকের কাছ হতে পাওয়া স্বীকৃতি মূলক বিবৃতিটি তাকে পড়ে দেখতে বললাম। এই বিবৃতিটির একটি টাইপড্ কপি তার হাতে তুলে দিয়ে আমি লক্ষ্য করলাম যে সেটা পড়তে পড়তে তার হাত পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। তার মনের এই বিশেষ অবস্থাটির সুযোগ নিয়ে আমি মৃদু হেসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি গো! তোমাদের নেতা আলেক তো সব কথা বলে দিলে। এখন তুমি এই নেতাদের মুখ চেয়ে মরতে চাও তো মরো'। তাদের প্রিয় নেতার পক্ষেই মাত্র এতোগুলো তথ্য এক সঙ্গে জানা সম্ভব ছিল। এখন দলের এই খুঁটি নাটি বিষয় সম্বলিত একখানা কাগজ আমাদের হেপাজতে দেখে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে শেষে অঝোরে কেঁদে ফেল্‌লে। আমি তার মনোবল এই ভাবে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়তে দেখে সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে বললাম, 'ব্রাদার! কেঁদে আর লাভ কি? এখন বাঁচবার চেষ্টা করো। শুধু আলেক ছাড়া দলের আরও অনেকে স্বীকারোক্তি করেছে। তোমার বাপ মা এ' সব শুনলে হয়তো আত্মহত্যা করবে। কোনও কথা আর গোপন করো না। তুমি এখন দেখছো তো! সব কথাই আমরা জেনে ফেলেছি।'

উড্ সাহেবের মনোবল ভাঙ্গবার জন্যে বাক্-প্রয়োগের জন্য এই সব উপযোগী বাক বিন্যাস আমি পূর্ব হতেই তৈরি করে রেখেছিলাম। এই সব চোখা চোখা বাক্-প্রয়োগ [suggestion] তার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে ভেঙ্গে একেবারে নুইয়ে দিলে। ভদ্রবংশোদ্ভূত শিক্ষিত যুবকের অনুশোচনা-বিদগ্ধ মনের উপর এর বেশি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা চালালে হয়তো সে পাগল হয়ে যেতো। আমি তৎক্ষণাৎ নিজেকে এই বিষয়ে সংযত করে তার স্নায়ুর শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার

জন্যে এক কাপ কড়া চা আনিয়ে তাকে তা খেতে দিলাম। ঠিক এই সময়ে এই আসামীর হতভাগিনী মা'ও বুক চাপড়াতে চাপড়াতে তার খোঁজে আমাদের অফিসে এসে উপস্থিত হলো। এই দিন বৃহস্পতিবার থাকায় সে কলকাতায় উডের বাসস্থানে তার এই একমাত্র পুত্রকে দেখে যেতে এসেছিল। সেখান থেকে তার পুত্রের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে পাগলিনীর মত সে লালবাজারের হেড্ কোআর্টারসে এসেছে। উডকে আমাদের হেপাজতে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে তার সে কি হৃদয়বিদারক কান্না! আমি এই সুযোগে এই মহিলাটির কাছ হতে নূতন কোনও সংবাদ এদের সম্বন্ধে পাওয়া যায় কি'না ভাবছিলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আপনারা নিজেরা এতো ভালো লোক হওয়া সত্বেও আপনারা ঠিক ভাবে এই ছেলেটাকে মানুষ করতে পারলেন না কেন? আপনাদের এই দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করলেও আমার দুঃখ হয়। পিতামাতার প্রভাবের আওতা থেকে বহু দূরে ছেলে পুলে রাখলে এরূপ অঘটন প্রায়ই ঘটে থাকে। আপনার এই ছেলেটির মন যে কতো দুর্বল তা আপনাদের অজানা ছিল না। এ সব জেনে-শুনেও আপনাদের তাকে কাছ ছাড়া করা উচিত হয় নি।

উঃ—কি আর আমি বলবো মশাই। সবই আমাদের অদৃষ্ট। আমরা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের বহু বিষয়ে বঞ্চিত করেও আমাদের এই ছেলেটির জন্য [স্বামীর] বেতনের প্রায় অর্ধাংশ এযাবৎ খরচ করে এসেছি। আমরা কখনও ভাবি নি যে আমাদের এই বিপুল স্বার্থত্যাগের এই পরিণাম হবে। এখন দেখছি যে টাকা দ্বারা ব্যবসা করা গেলেও তা দিয়ে লেখাপড়া শেখা যায় না। ওর মাতৃ-পিতৃ কুলের লোকেরা তিন পুরুষ যাবৎ বিদ্যাচর্চা করে এসেছে। তাই ওকে রেল ওআর্কশপে অ্যাপ্রেন্টিস্

না করে স্বামীর মানা সত্বেও আমিই ওকে লেখাপড়া শিখতে বিদেশে পাঠিয়ে ছিলাম। আমার সব উপদেশ নির্দেশ ভুলে ও যে এই সব পাপের মধ্যে ডুববে, তা যে আমি, বাবু, ভাবতেই পারি না।

প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে তিন পুরুষ ধ'রে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিভার অনাবিল বিকাশ হওয়ার পর তার অব্যবহিত অধস্তন পুরুষে এসে তা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এই সত্য শুধু যে গ্রেট মোগলদের পক্ষে প্রযুক্ত হয় তা নয়। এই নির্মম সত্য অধুনাকালে বহু ভারতীয় নামকরা মনীষী পরিবারের মধ্যেও দেখা গিয়েছে। যে যে কারণে এই রকম অঘটন ঘটে সেই সেই কারণগুলি বিদূরিত করার চেষ্টা আজও পর্যন্ত কেউ করে নি। জনসাধারণ এদের স্বর্গগত পূর্বপুরুষদের নিয়ে মাতামাতি করলেও তাদের বাসস্থানগুলোর মত তাদের এই সব প্রিয় বংশধরদেরও রেলিকস্ হিসেবে রক্ষে করার কোন চিন্তা আজ পর্যন্ত করে নি। বর্তমানকালীন ভেঙ্গেপড়া সমাজ ব্যবস্থায় এই রূপ কোনও ব্যর্থ চেষ্টা না করে তারা বোধহয় উত্তম কার্যই করেছে। তা'না হলে এই সব মহাপুরুষরা এতো সহজে সর্বসাধারণের পূর্বপুরুষদের [জাতীয় পিতা] পর্যায়ে উঠে আসতে সক্ষম হতেন না। এই কারণে আজ আমরা অশোক, আকবর ও শিবাজীর উত্তরপুরুষদের কথা আর না ভেবে শুধু তাঁদের কথাই ভেবে থাকি। এঁদের উত্তর পুরুষরা নিজেদের অবসান ঘটিয়ে তাঁদের মহিমা আরও উজ্জ্বল করে তুলতে এই ভাবে সাহায্য করে থাকেন। মহাপুরুষদের প্রেরক পরম পিতা বিধাতার বোধহয় এই হচ্ছে অমোঘ নির্দেশ। তবুও প্রাচীন নামকরা বংশগুলির সন্তানদের এই অধঃপতনের গতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে রোধ করে তাদেরও এক একজন শিক্ষিত ভদ্র মানুষের পর্যায়ে ধরে রাখা কি যায় না? পুলিশী কাবের সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর সমাজ-

-সংস্কারের ভার দেওয়া থাকলে আমি তো এখুনি একে জামিন দিয়ে এর উপর নজর রেখে একে ভালো করবারচেষ্টাকরতাম। কিন্তু এ বিষয়েআমি একান্তরূপে—বোধ হয় আসামীগুলোর চেয়েও অসহায়।

'একটা বিষয় আপনাকে অনুরোধ করবো, বাবু', আমাকে গভীর ভাবে চিন্তারত দেখে উড সাহেবের মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'আমার ছেলেকে এখুনি জামিন দেওয়া হয়তো আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু তাকে লক-আপে কাপড় ছাড়বার জন্য কাপড় ও তার খাওয়ার জন্য কিছু কিছু খাবার আমি কি এখনি দিয়ে যেতে পারি ?'

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা অবলম্বন হচ্ছে পৃথিবীর এক বহু পুরাতন নীতি। এতো বড় একটা দলীয় মামলায় একাধিক রাজসাক্ষীর প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যে কাকে কাকে এপ্রুভার রূপে শেষ দিন পর্যন্ত তাঁবে রাখা সম্ভব তাও সময় সময় আমাদের ভেবে রাখতে হয়। এই বিষয়ে মা বাপের প্রভাবকে নির্ভরযোগ্য রূপে কাযে লাগানো যেতে পারে। এই রকম ছোট খাট মানবীয় সুবিধা বিচার সাপেক্ষ আসামীদের দেওয়ার মধ্যে কোনও আইনগত অসুবিধা নেই। এ ছাড়া পূতচরিত্র মাতা-পিতার সংসর্গে এলে এই আসামীর পক্ষে তার দলের অন্যান্য আসামীর প্রভাবে পুনরায় পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এই অবস্থায় আমরা শুধু তাদের পিতা-মাতার উপর আমাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেই কায উদ্ধার করতে পেরেছি। তাই উডের মাকে এই বিষয়ে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দেবার জন্যেও আমি প্রতিশ্রুতি দেই। এ'ছাড়া আমার কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে উড্ রাজি হলে তাকে রাজসাক্ষী করে পুনরায় তার মায়ের কোলে তাকে ফিরিয়ে দোব বলেও আমি উডের মার অশান্ত মাতৃহৃদয়কে এইদিন শান্ত করে ছিলাম।

উডের মা আমার মুখে এই কথা শুনে আবেগের আতিশয্যে আমায় চুমা দেবার জন্যে ছুটে আসছিল। কিন্তু এই সময় হঠাৎ তার বোধ হয় মনে পড়ে গিয়েছিল যে আমি তাদের সমাজের মানুষ নই। যে সমাজের আমি মানুষ সেই সমাজে এটা চলে না। সে অপ্রস্তুত হয়ে পিছিয়ে এসে আমার হাত দুটো নিজের হাতে তুলে উপরের দিকে চেয়ে নীরব ভাষায় বোধ হয় আমাকে আশীর্বাদ করলো। কিন্তু চেষ্টা করেও সে একটা অস্ফুট শব্দও আমাকে শুনাবার জন্যে মুখ হতে বার করতে পারলো না।

[উডের মাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমি এক বৎসর পরে রাখতে পেরেছিলাম। বহু বাধাবিপত্তি ও নিষেধ সত্ত্বেও আলেকের সঙ্গে একেও রাজসাক্ষী করতে আমি জেদ ধরি। আমার প্রতিশ্রুতির মূল্য রাখার জন্যে আমার এই প্রচেষ্টা ছিল। মামলার অবসানে আলেক ও উড — এই দুজনকেই তাদের স্নেহময়ী পুণ্যবতী মায়েদের কাছে আমি ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলাম। এই মামলা শেষ হলে উডের মা আমাকে একটা পার্কার ফাউন্টেন পেন উপহার দিতে আসে। কিন্তু জীবনে কখন কারুর কাছে কোন উপহার আমি নিই নি। হঠাৎ তাই ক্ষেপে উঠে আমি তাকে রূঢ় কথা শুনিয়ে ছিলাম। এর পর অবাক হয়ে আমি দেখি যে, সে পেনটি হাতে করে আঝোরে কাঁদছে। সেই কান্নার কয়েকটি ফোঁটা সেই কলমটির উপরও পড়লো। হঠাৎ আমার মনে হলো একে ফিরানো শুধু নারীত্বের নয় মাতৃত্বেরও অবমাননা। আমি এর পর তার কাছে ক্ষমা চেয়ে চোখের জলে ভেজা সেই কলমটি গ্রহণ করি। এই ছিল আমার পুলিশী জীবনের প্রথম ও শেষ উপহার গ্রহণ। এর পর প্রায় বারো বৎসর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। কত বার অসতর্ক মুহূর্তে এর ওর দোকানে ও বাড়িতে বা মোটরে এই পেন

ফেলে এসেছি, কিন্তু ওখানকার লোকেরা সেটা খুঁজে পেয়ে পর মুহূর্তেই সেটা আমাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছে। একবার আমি কলমটা একটা চলন্ত ট্রামেও ফেলে রেখে এসেছি। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে পাশের এক পরিচিত ব্যক্তি সেটা তুলে নিয়ে আমার কাছে দিয়ে গিয়েছে। একবার এটা জামার সঙ্গে ডাইং ক্লিনিং দোকানে গিয়েও পুনরায় অযাচিত ভাবে আমার কাছে ফিরে এলো। এমনি ভাবে কতোবার আমি কলমটিকে হারিয়েও হারাইনি। একবার আমার শিশু পুত্র এই কলমটি ত্রিতল থেকে নীচে ফেলেও দিয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেটা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে নি। অতোখানি কৃতজ্ঞতা এই কলমটা জুড়ে না থাকলে এই রকম অঘটন ঘটা সম্ভবও হতো না। তাই আজও আমি প্রতিটি শুভ কাযে বার হবার সময় এই কলমটা সঙ্গে রাখি। আজকে এই দলীয় মামলাটির কাহিনীও সেই একই কলম দিয়ে লিখে চলেছি। আজ এই উডের ঐ পুণ্যবতী মাতা বেঁচে আছে কিনা,তা জানি না কিন্তু তার দেওয়া কলমটা আজও আমি কাছ ছাড়া করি নি।]

উড সাহেবের মার নির্দেশে উড সাহেব এই দিন আলেকের অনুরূপই এক দীর্ঘ স্বীকারোক্তি করেছিল। প্রকৃত পক্ষে মাত্র দুই-চারিটি অপকর্মে ছাড়া প্রায় প্রতিটি অপকর্মেই সে আলেক সহ অন্যান্য অপরাধীদের সহযাত্রী বা সহগামী হয়েছিল। আলেকের মুখে আমরা শুনেছিলাম যে একজন প্রাক্তন মোসলেম পুলিশ অফিসারের জনৈক পুত্রও এই দলে যুক্ত ছিল। এখন উড সাহেবের কাছ হতে সেই ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা পাওয়া গেল। এই ছেলেটি ইংরাজী স্কুলে পড়ে অ্যাংলো ভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া এর কাছ হতে এই কলিকাতা পুলিশের চারজন অ্যাংলো সার্জেণ্টেরও নাম পাওয়া গেল।

এরা উড সাহেবের এক নামকরা আত্মীয়ের স্থপারিশ ক্রমে পুলিশের চাকুরি জোগাড় করেছিল। এদের এশোসিয়েশন প্রমাণ করবার জন্তে এই সংবাদটি আমি পৃথক ভাবে নোট করে নিলাম।

উডের মাকে বিদায় দিয়ে আমি সহকারীদের আলেককে ও উড সাহেবকে একত্রে একটি পৃথক লক-আপে রেখে অন্যান্য আসামীদের অন্যান্য লক-আপে রাখবার জন্তে উপদেশ দিলাম। এর পর থেকে আমি ঠিক করেছিলাম যে, যে যে আসামী স্বীকারোক্তি করবে তাদের এক স্থানে ও এদের যারা স্বীকারোক্তি [কনফেশন] করবে না তাদের ভিন্ন এক লক-আপে রাখা হবে। এই রূপ বন্দোবস্ত করে আমি ভাবছিলাম যে আলেককে নিয়ে তদন্তে বার হয়ে তার সাহায্যে বিভিন্ন মামলার ঘটনা স্থান সমূহ খুঁজে বার করা উচিত হবে কিনা। এই সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমার তুই একজন সহকারা এই বিষয়ে ভিন্ন মত ছিলেন। একজন মত প্রকাশ করলেন যে জনৈক হাকিমকে দিয়েই এই মূল আসামীর (পালের গোদা) আলেকের বিবৃতিটি যাচাই করে দেখা উচিত হবে। কিন্তু তখুনি এঁর এই মতামতকে চ্যালেঞ্জ করে অপর এক সহকারী বলে উঠলেন, 'না না, তা হতেই পারে না। কয়েকটি জিলা ব্যাপী এই সব অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এখানে ওখানে গাড়ি হতে নেমে দূর দূর পর্যন্ত হেঁটে এই সব ঘটনা যাচাই করার মত সময়, ধৈর্য ও শিক্ষা এই সব হাকিমদের নাও থাকতে পারে। এই সব ঘটনাস্থান আলেকের সাহায্যে বার করতে হলে কিছুটা পুলিশী তদন্তেরও প্রয়োজন হবে। আমাদের এই সব তর্ক বিতর্কের সমস্ত মুস্কিলের আসান করে দিলেন আমাদের অন্য একজন আইনজ্ঞ সহকারী। তিনি আইনগত প্রশ্ন তুলে আমাদের বুঝিয়ে বললেন যে পুলিশের কাছে দেওয়া আসামীর বিবৃতি যাচাই

করে দেখতে হাকিমরা রাজি হবেন কেন? আলেক যদি কোনও এক হাকিমের কাছে এই সব অপরাধ সম্পর্কে একটা কনফেশন করে আসে, তবেই আমরা তার সেই বিবৃতি যাচাই করবার জন্যে একজন হাকিমকে অনুরোধ করতে পারি।

এ ছাড়া আমাদের অপর এক জন সহকারী নূতন একটা কূটনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। তাঁর মতে আলেককে এখুনি ঘটনাস্থল সমূহে না নিয়ে গিয়ে আমাদেরই তার বিবৃতি অনুযায়ী স্থানীয় থানার নথীপত্রের সাহায্যে এই মামলার সম্ভাব্য সাক্ষীদের খুঁজে বার করা উচিত হবে। এর পর একজন হাকিমের সম্মুখে জেলের মধ্যে অন্যান্য আসামীদের সহিত একেও মিছিল সনাক্তকরণের দ্বারা [T.I.Parade] সাক্ষীদের দিয়ে সনাক্ত করানো দরকার হবে। এখন আগে ভাগে আলেককে ঘটনাস্থলের সাক্ষীদের নিকট নিয়ে গেলে সনাক্তিকরণ মিছিলের আর কোনও অর্থ থাকবে না। এর পর আমার অপর একজন সুযোগ্য সহকারী এঁকে প্রতিবাদ করলেন এই ব'লে যে আলেক যদি সত্যই হাকিমের কাছে স্বীকারোক্তি করে নিজে হাকিমকে বা আমাদের নিয়ে ঐ সকল ঘটনাস্থান ও সাক্ষীদের দেখিয়ে দেয় তাহলে তাকে সনাক্তিকরণ মিছিলে হাজির না করলেও চলবে। এঁর মতে আলেক ঘটনা স্থল সমূহ নিজে না দেখিয়ে দিলে এই সব ঘটনাস্থল আমরা নিজেরা খুঁজে না'ও পেতে পারি। আমাদের মধ্যে অপর একজন আবার বললেন যে আলেককে ঘটনাস্থল সমূহে সরজমিন তদন্তের জন্যে এখুনি না নিয়ে যাওয়াই ভালো। বরং এখন ওর বিবৃতি অনুযায়ী আমাদের নিজেদেরই এই সব ঘটনাস্থলগুলি খুঁজে বার করা উচিত হবে।

এই রকম বড়ো বড়ো মামলায় একক বুদ্ধিতে চলা কোন ক্রমে

উচিত নয়। এইখানে দশটা মাথা এক করে কায করলে তবে ফল ভালো হয়। এই সময় যে কোনও সহকারী বা সামান্য সিপাহী জমাদারদেরও উপদেশ অগ্রাহ্য করা অনুচিত। এর কারণ একজনের মাথায় যে বুদ্ধিটা আসতে দেরী হয় অন্য একজনের মাথায় সেই বুদ্ধি হঠাৎ এসে যায়। এই ভাবে নিজেদের ভুল চুক শুধরে কায করলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ বড় বড় তদন্তের মামলায় তদন্তকারী অফিসারেরএকাধিক ব্যক্তিকে সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাখা উচিত হবে। এই সব সহকারীদের একমাত্র কর্তব্য হবে তদন্তকারী অফিসার তদন্তেরব্যাপারে কোথায় ফাঁক রাখলেন বা ভুল করে বসলেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা। যেহেতু এই সকল সহযোগীরা নিজে হাতে কায করছেন না, সেই হেতু তদন্তের এই সব ফাঁক বা ভুল সহজেই এঁদের চোখে ধরা পড়ে। যাঁরা নিজ হাতে কায করেন তাঁরা বহু ক্ষেত্রে সাফল্যের আনন্দে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এই অবশ্যম্ভাবী উত্তেজনার কারণে বহু ক্ষেত্রে এঁদের বুদ্ধিভ্রংশও হয়। এই জন্য বারে বারে এই ভাবে তাঁদের শুধরে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

এই জন্য সহকারী অফিসারদের সঙ্গে আমার এই মতবিরোধ আমি খুশি মনেই মেনে নিলাম। এই ভাবে আলোচনা করে আমরা ঠিক করলাম যে আলেককে প্রথমে আমাদের জেল-হাজতে পাঠিয়ে দিয়ে সেখানে সিগ্রিগেটেড্ অবস্থায় রাখা উচিত হবে। এর পর কোনও এক হাকিমকে অনুরোধ করলে তিনিই তাঁকে জেল থেকে আনিয়ে তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে পারবেন। কিন্তু কথা হলো এই যে সে যদি মত ও পথ বদলে স্বীকারোক্তি না করে তাহলে তো আমরা এ কূল ও কূল দু'কূলই হারাবো। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা চান্স ট্রাই করে দেখা ছাড়া আমাদের অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। এর পর আমরা

পাশের ঘর থেকে আলেককে ডাকিয়ে ওদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে তাকে জানাই যে উড্‌ও একটা স্বীকারোক্তি করেছে। এই শুনে আলেক খুশি হয়ে আমাদের বলেছিল—'উডের কাছ হতে আমি এটা প্রত্যাশাই করেছিলাম। আমার সম্বন্ধে আপনারা যা খুশি তা করতে পারেন, কিন্তু দয়া করে ওর মত একটা ভালো লোকের জীবন আর নষ্ট করবেন না। আমি এমনিতেই স্বীকারোক্তি করে জেলে যেতে বা ফাঁসিতে ঝুলতে রাজি আছি। আপনারা বরং আমার বদলে ওকেই রাজসাক্ষী [এপ্রুভার] করে নেবেন।' এই সময় আমি তার স্বীকারোক্তির সম্পর্কে আইনগত বাধার কথা তুললে সে সানন্দে আমদের বলেছিল, 'বেশ তো, তাই হবে। আমাকে তা'হলে আপনারা জেলেই পাঠিয়ে দিন। জেল থেকে আমি নিজেই চিফ্‌ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করে জানাবো যে আমি স্বেচ্ছায় একটা স্বীকারোক্তি করতে চাই। এর পর জেল থেকে ওরা আমাকে সোজা কোর্টে এনে কোনও হাকিমের কাছে উপস্থিত করলে আমি বুঝে সুঝে ভালো ভাবে স্বীকারোক্তি করবো'। আমি প্রিয় বন্ধু আলেকের এই সুবুদ্ধিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠে তাকে আরও বুঝিয়ে ব'লে দিলাম, 'কিন্তু ভাই, একটা কথা মনে রেখো এই যে নিজেকে দোষ মুক্ত রেখে শুধু অপরের দোষের কথা বললে এই স্বীকারোক্তির কোনও আইনগত মুল্য থাকবে না। অপরের দোষের সঙ্গে নিজের দোষও পরিপূর্ণ ভাবে স্বীকার করা চাই'।

এরপর আলেককে ও উড্‌ সাহেবকে লালবাজারের হাজত ঘরে পাঠিয়ে আমি এই মামলা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সকাশে একটা রিপোর্ট লিখতে মনোনিবেশ করলাম। কর্মরত চারজন অ্যাংলো সার্জেণ্টের গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে হুকুম নেওয়ার জন্যই আমি এই রিপোর্টটি লিখছিলাম। এই রিপোর্টটি

গোয়েন্দা বিভাগের তদানীন্তন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার শ্রীহীরেন সরকার য়ুরোপীয়ান পুলিশ কমিশনার 'র' সাহেবের কাছে নিয়ে গেলে তিনি প্রথমেই হুকুম লিখলেন—'অল দি স্ সার্জেণ্টস্ ডিসচার্জড্ ফ্রম ফোর্স'। পাছে কর্মরত অবস্থায় এদের গ্রেপ্তার করলে সাধারণ ভাবে সমগ্র বাহিনীর ওপর কোনও প্রতিক্রিয়া আসে এজন্য বরখাস্তের দ্বারা এদের সাধারণ নাগরিকের পর্যায়ে এনে এদের গ্রেপ্তার করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এই চার ব্যক্তি কমিশনার সাহেব দ্বারা বরখাস্ত হয়ে তাঁর ঘর হতে বার হওয়া মাত্র বাইরের বারাণ্ডার করাইডরে তাদের আমি গ্রেপ্তার করেছিলাম। এর পর এরা যে লক্ আপ-এ [হাজত] এতো দিন অন্যদের পুরেছে সেই লক-আপে আমরা এদেরই পুরে দিতে বাধ্য হলাম। যারা কয়দিন পূর্বেও আমাদের সহকর্মী ছিল, তারাই আজ হলো আমাদের আসামী। অদৃষ্টের এই নির্মম পরিহাসের কথা ভেবে এই দিন আমি যথেষ্ট রূপে মর্মাহত হয়েছিলাম।

আরও কিছুদিন এমনভাবে অতিবাহিত হয়ে গেল। অমুকের [এই দলের একমাত্র ভারতীয় সদস্য] পিতার বাড়িতে ওয়াচ মোতায়েন আছে। কিন্তু জনাব অমুক তখনও পর্যন্ত বাইরে বাইরেই ঘুরছে। এই সব ধর-পাকড়ের বহরের সংবাদে সে গা ঢাকা দিয়েছে। আমি প্রতিদিনই খবর পাচ্ছি যে সে তখনও বাড়ি ফেরে নি। আসামীর অবর্তমানে তার বাড়ি তল্লাস করলে দুইটি অসুবিধা হয়। প্রথমতঃ আসামী খবর পেয়ে বহু দিনের মত সরে পড়ে, দ্বিতীয়তঃ কোনও চোরাই বা প্রামাণ্য দ্রব্য সেখানে পেলে তার উপর ওগুলোর হেপাজতী বর্তানো যায় না। [অপর দিকে আসামীর আসবার আশায় থেকে দেরী করে তল্লাস করলে এমনিই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরে যেতে পারে।] এই ব্যাপারে সব দিক ভেবে দেখে বাড়িটাতে আসামীর অবর্তমানেই হানা দেওয়া আমি

স্থির করলাম। এমন সময় আমাদের লোকেরা এসে জানালো যে এইদিন ভোর চারটায় আসামী তাদের বাড়িতে ফিরে এসেছে। খুব সম্ভবতঃ এই কয়দিনের মধ্যে পুলিশ তার বাড়িতে না আসায় সে ভেবেছিল যে পুলিশ আর তার বাড়িতে আসবে না।

পর দিন ভোর রাত্রে আমরা তার বাড়ি ঘেরাও করে ফেললাম। এই সময়টা মানুষ মাত্রেরই গৃহে থাকবার কথা। এই জন্য আসামীকেও আমরা তার বাড়িতেই পেয়ে গেলাম।

পুলিশী জীবনের প্রথম দিকে আমি এর পিতার কাছে কিছু দিন কাযও করেছি। এই জন্য স্বভাবতঃই আমরা তার পিতাকে দেখে একটু লজ্জিত হয়ে উঠলাম। তাঁর পুত্র যে একজন ডাকাত হতে পারে, তা ভদ্রলোক স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। তার পিতৃহৃদয় এই সব বিষয় বিশ্বাস করতেও চায় নি। কিন্তু পরে আমাদের নিকট সকল কথা শুনে তিনি প্রমাদ গুনলেন। এদিকে অবস্থা এমন পর্যায়ে এসেছে যে তাঁর জন্যে কিছু করাও যায় না। অগত্যা তিনি পুত্রকে রাজসাক্ষী করে নেবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। এদিকে আসামীর সংখ্যা সত্তরের উপরে উঠেছে। আমরা এদের দুইজনকে রাজসাক্ষী রূপে মনে মনে বেছে নিয়েছি। আরও একজন রাজসাক্ষীর প্রয়োজন হলেও হতে পারে। কিন্তু তবুও তাকে এইদিন আমি পাকা কথা দিতে পারলাম না। আসামীর বাক্স ও ডেস্ক তল্লাস করে অবশ্য তার গোয়া ও বোম্বাই গতায়াতের প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি কাগজ পত্র ছাড়া অপর কোনও দোষণীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায় নি। তবে সে যে কোনও না কোনও এক মামলার ফরিয়াদী বা সাক্ষী দ্বারা যে সনাক্তকৃত হবে তাতে আমাদের সন্দেহ ছিল না।

আমি সাক্ষ্য প্রমাণ সম্বন্ধে অমুকের পিতার সঙ্গে আলোচনা করে

তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে তাঁর পুত্রের এ'যাত্রায় আর রক্ষে নেই। ভদ্র-লোক একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার বিধায় এই সব মামলার বিষয়বস্তু সমূহ ভালোরূপেই বুঝতে পেরেছিলেন। এর পর অমুক তাঁর পিতাকর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি আমাদের প্রদান করেছিলো :

"মিঃ উডই আলেক ও অন্যান্য অ্যাংলোদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয়। ছাত্রাবস্থায় ইংরাজি স্কুলে এদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। এদের সঙ্গে প্রায়ই আমি সাহেব পাড়ার সিনেমাতে ক্রাইম পিকচার দেখেছি। ধীরে ধীরে এদের এই অপদলের কার্য-কলাপের সঙ্গেও আমি পরিচিত হই। প্রথম প্রথম এদের আমি হৈ-হুল্লোড় বিলাসী দুষ্ট ছেলের দল ভেবেছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম যে এরা একটা দুর্দান্ত দস্যুদলের সৃষ্টি করেছে। এরা আমাকে সদস্য রূপে ভর্তি করবার সময় একটা প্রতিজ্ঞা-পত্রে আমাকে সইও করিয়ে নেয়। কয়েক দিনের মধ্যে আমাকে এরা বলে যে আমাকে বোম্বাই যেতে হবে। আমার পিতাকে বোম্বাই-এ চাকুরি পেয়েছি বলে আমি বোম্বাই রওনা হই। সেখানেও আমাদের একটা বিরাট দল অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে। ওখানে গোয়াতেও আমাদের একটা উপদল বহু ডাকাতি করেছে। আমি বোম্বাইতে চারটি ও গোয়াতে দুটো অপকর্মে জড়িত ছিলাম। সম্প্রতি মার অসুখের খবর শুনে কলকাতায় ফিরে মাত্র দুটো রাত্রি এদের সঙ্গে অভিযানে বেরিয়ে ছিলাম। মহেশতলার ডাকাতির দিন ও দমদমের বলাৎকারের দিন আমি এদের সঙ্গে নৈশ বিহারে বার হয়েছি। এ'ছাড়া লালবাজার থেকে লরি চুরি করার মতলবে ওরা যেদিন বার হয় সেদিনও আমার তাদের সঙ্গে যাবার কথা

ছিল। কিন্তু ঐ হোটেলে গিয়ে ওদের সঙ্গে মিলিত হবার পূর্বেই ওরা ধরা পড়ে। মহেশতলার রাহাজানিতে আমি অংশ গ্রহণ করলেও দমদমের বলাৎকারের সময় আমি এদের ব্যবহারের ঘোরতর প্রতিবাদ করি। এই সময় মিঃ উডও আমাকে সমর্থন করে এদের কাযে বাধা দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ কুৎসিত অপকার্য হতে তাদের বিরত করতে আমরা অসমর্থ হই। আর বেশি দূর অগ্রসর হলে এরা বোধ হয় আমাদের খুন করতো। এদের এই যৌনজ ক্রিয়াকলাপে ব্যথিত হয়ে আমি ও উড্ এই দল ছেড়ে দেব ভাবছিলাম। আপনি আমাকে না ধরতে পারলেও এদের সংসর্গে বেশি দিন আর থাকতাম না।”

জনাব অমুকের এই বিবৃতিটুকু যথা সত্বর লিপিবদ্ধ করে আমি এই আসামীকে আরও কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করি। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলো নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

প্রঃ—এদের দলের সকলেই তো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে এরা তাদের দলে নিলো কেন? এ বিষয়ে তুমি কি কিছু আলোকপাত করতে পারো?

উঃ—আজ্ঞে, হাঁ! আমি শুনেছি যে আমার কাছ হতে পুলিশী রীতি-নীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্যেই ওরা আমাকে ওদের দলে নিয়েছিল। আমি নিজে পুলিশ না হলেও পুলিশ কোআর্টারে জন্মে পুলিশ কোআর্টারেই মানুষ হয়েছি। এই জন্যে এই বিষয়ে আমি তাদের অনেক সলা-পরামর্শ দিতে পেরেছি। ওদের সঙ্গে যে সব অ্যাংলো সার্জেণ্টের আলাপ তারা সকলেই নন-ইনভেশটিগেশন্ স্টাফের লোক। ভারতীয় ইনভেশটিগেশন স্টাফের লোকেদের চালচলন সম্বন্ধে এরা তাদের কোনও সংবাদ দিতে পারে নি। এই বিষয়ে আমি ছিলাম

প্রায় মহাভারতোক্ত অভিমন্যুর মত। মায়ের পেটে থেকেই পুলিশী থানার কাযকর্ম শিখেছি, তবে নিজে আমি পুলিশে ঢুকিনি, এই যা। এ'ছাড়া আমার য়ুরোপীয় পোশাক, আচার-ব্যবহার ও ইংরাজি বুকনি শুনে ওদের অনেকেই আমাকে য়ুরোপেনাইজড্ ভাবতো। এই জন্য তাদের অনেকেই আমাকে পছন্দ করতো। এই গুণই শেষে হলো আমার কাল।

প্রঃ—তুমি যদি এই মামলা থেকে কোনও দিন অব্যাহতি পাও তা'হলে তুমি কি করবে? আবার তুমি তোমার বাপ-দাদার নাম ডোবাবে, না সৎভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবে?

উঃ—এরূপ সুযোগ যদি আপনারা আমাকে দেন তা'হলে আমি সৎভাবেই জীবন যাপন করবো। এর পর সরকারী কাযকর্ম আমার না পাবারই কথা। তাই আমি ঠিক করেছি আমি তখন মেকানিকস্ [যন্ত্রবিদ্যা] শিখে নিজেই কোনও একটা কারবার খুলে দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়াবো। এদের দলের সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘুরে আমি যা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তা আমি এইবার নিজের, দশের ও দেশের কাযে নিয়োগ করবো। আমি যদি নিজের অন্ন সংস্থানের সঙ্গে আরও দশজনের [কর্মচারীর] অন্ন সংস্থান করে দিতে পারি তা'হলে এর চেয়ে বড়ো পুণ্য কায আর কি আছে? এই ভাবে আমি আমার বিগত দিনের সমস্ত পাপ ক্ষয় করে দেবো।

প্রঃ—আচ্ছা! এখন বলো দেখি এতো জায়গা থাকতে শেষের দিনে লালবাজার হতে ট্রাক চুরি করতে তোমরা মনস্থ করেছিলে কেন? অন্য জায়গাতে রোজই একটা-দুটো করে গাড়িতো তোমরা পেয়েছ। কিন্তু তা সত্ত্বেও লালবাজারের কমপাউণ্ড হতে গাড়ি চুরির কি প্রয়োজন হলো?

উঃ—আজ্ঞে! লালবাজার থেকে গাড়ি চুরির সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে এদের আমি বারে বারে সাবধান করলেও এরা আমার কোনও উপদেশ শুনতে চায় নি। বারে বারে সফলতা লাভ করে এদের যেন একটা ব্রাভাডো বা বাহাদুরী দেখানোর নেশাতে পেয়ে বসেছিল। আলেক এর দ্বারা পুলিশকেও বুড়বাক প্রমাণ করতে চেয়েছিল। অন্যেরা এ থেকে পেতে চেয়েছিল একটা স্পোর্টসের আনন্দ। ওরা ঐ দিন হোটেলে ধরা না পড়লে লালবাজারের কমপাউণ্ডেই ধরা পড়তো।

জনাব অমুকের এই বুদ্ধিদীপ্ত মতামত শুনে আমি অবাক হয়ে ভাবলাম যে কতো ভালো ভালো যুবক কেবল মাত্র সঠিক পথ নির্দেশের অভাবে কেমন করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! দেশের উৎকৃষ্ট ম্যান-পাওআরের এর চেয়ে অপচয় আর কি হতে পারে? আমরা শুনেছি যে বালকদের চাল-চলনের উপর নজর রাখবার সরকারী ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই ডামাডোলের বাজারে যুবকদের উপর নজর রাখবার সরকারী বা বে-সরকারী ব্যবস্থা কৈ? আরও কলকারখানা ও খেলার মাঠ তৈরি করে এদের জন্য খেলাধূলা ও কাজকর্ম ও নানাবিধ এক্সকারশনের ব্যবস্থা করে এদের বাড়তি এনার্জির নিষ্কাশন ঘটিয়ে এদের এখনও শুধরানো সম্ভব। এইরকম মনোবৃত্তি সম্পন্ন যুবকদের আটকে রাখবার জন্য সামরিক বাহিনীরও সম্প্রসারণ দরকার। তা'না হলে এরা এমনি আরও অনেক অপদল গড়বে, নয় তো সমগ্র জাতটাকেই এরা ক্রিমিন্যাল ট্রাইবে পরিণত করে দেবে। এ সব কথা কাকেই বা বলবো আর আমার এ সব কথা কেই বা শুনবে! তার চেয়ে এখনকার মত ওই মামলার তদন্তে মনোনিবেশ করাই ভালো।

এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মামলা হতে কয়েকটি সামাজিক শিক্ষা

আমরা পেতে পারি। এই সম্পর্কে এই সব আসামীদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে ও তাদের কায-কর্ম ও মনোবৃত্তি অনুধাবন করে আমি নিম্নোক্ত একটা শিক্ষণীয় বিষয় আবিষ্কার করেছিলাম। সমাজের হিতার্থে সমাজ-সেবীদের কাযের সুবিধার জন্য এই মতামতটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো—

'অপস্পৃহা একবার বহির্গত হলে উহার আর শেষ নেই। প্রারম্ভেই দমিত না হলে দস্যু দলের কলেবর ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে ওঠে। এই ভাবে তারা ভীষণ হতে ভীষণতর হয়ে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তরুণমতি বালকদের অনুপযোগী সিনেমা ফিলিম দেখার শেষ পরিণাম ভয়াবহ। সিনেমার পর্দার বুকে দস্যুদের কীর্তিকলাপ ফলাও ক'রে দেখানো অনুচিত। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা না থাকলে যুদ্ধপ্রত্যাগত যুবকরা অপরাধী হয়ে পড়ে। [এজন্য দাঙ্গোত্তর পরিকল্পনারও প্রয়োজন আছে।] প্রয়োজনের সময় সাহসী ভাব-প্রবণ যুবকদের মাথায় তুলে পরে অসহায় অবস্থায় তাদের দূরে নিক্ষেপ করার ফল হয় ভয়াবহ। [মহাযুদ্ধের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শেষেও আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি।] মানুষের প্রতিভা সুপরিবেশ না পেলে বিপথে গিয়ে থাকে। অনুকূল অবস্থায় যে সাধু হতে পারতো সে হয় অপরাধী। বিধবা মহিলাদের পুনর্বিবাহ সন্তানদের মধ্যে মানসিক প্রতিক্রিয়া আনে। অবহেলা অভিমানী যুবকদের মধ্যে নৈতিক অসাড়তা এনে তাদের বিপথগামী করে। সামাজিক ও পারিবারিক আওতা ও পিতামাতার স্নেহ হতে যুবকদের দূরে রাখা ক্ষতিকর। পুণ্যের সংসারে পাপ ঢুকলে আর রক্ষা নেই। সেই তুলনায় পাপের সংসারে পাপ ততো ক্ষতি করে না। পুলিশ অফিসার ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা অসাধ্য সাধন করে। ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সাহস সর্বদাই সাফল্য আনে।'

এদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে মনে হলো যে আমার উপরোক্ত দিব্যজ্ঞানটুকু ডায়েরির পাতাতেই লিখে রাখি। কিন্তু এখানে আমরা তদন্ত ও বিচার করতে এসেছি। সমাজ-সংস্কার করা আমাদের কাজ নয়। তাই শেষ বেশ জনাব অমুককে নিয়ে লালবাজারে ফিরে আসাই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। ইতিমধ্যে বহু আসামী আমরা পাকড়াও করেছি। সারা রাত-দিন ছুটাছুটি করে বহু বাটী তল্লাস করেছি। আরও বহু চোরাই ও অন্যান্য মাল আমরা উদ্ধার করেছি। এখন আসামীদের এই বিরাট বাহিনীকে ততোধিক বিরাট পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে রিম্যাণ্ডের [হেপাজতে] জন্য আদালতে পেশ করা এক বিরাট সমস্যা। এধারে লেখালেখির কাজও অনেক বাকি। পরের দিন সকাল দশটার আগে আসামীদের কাগজপত্র আদালতে পেশ করতে হবে। এই সময় হাকিমের গ্রহণযোগ্য রূপে এদের গ্রেপ্তারের কারণও লিখে রাখা দরকার। তা না হলে প্রমাণের অভাবে তারা জামিনে মুক্ত হয়ে আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। এর পর তাদের পুনর্বার ধরে আনা এক দুঃসাধ্য কায। ঐদিন নিশ্চয়ই এদের আত্মীয়রা উকিল নিয়োগ করে তাদের দিয়ে হাকিমের কাছে এদের নির্দোষিতা প্রমাণে সচেষ্ট হবে। এদের কেউ কেউ পুলিশের বিরুদ্ধে জুলুম ও আঘাত করারও অভিযোগ সেখানে আনবে। এইজন্য আমাদের সরকারী উকিলদের দিয়ে তাদের জামিনের আবেদনের বিরুদ্ধতা করারও প্রয়োজন আছে। এই সব কথা ভেবে আরও তদন্তে মনোনিবেশ না করে আমরা অফিসে ফিরে শুধু লেখালেখির কাযই করতে শুরু করলাম। অগ্রগামী সেনাবাহিনী যেমন কিছুদূর অগ্রসর হয়ে, নিজেদের কনসোলিডেট্ বা সুসংবদ্ধ করবার জন্যে কিছুক্ষণ থেমে যায়, তেমনি দিনরাত এখান ওখান ছুটাছুটি করে মালমশলা সংগ্রহ

করার পর কয়েকদিন নিষ্ক্রিয় থেকে সেগুলিকে সুসংবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই জন্য দুই একদিন আসামী ও প্রমাণের সন্ধানে এত ছুটাছুটির কাজ বন্ধ রেখে আমরা একটু সামলে নিতে চাইলাম। এদিকে আমরা খবর পেলাম যে আলেক জেল থেকে জেল-সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মাধ্যমে কলিকাতা পুলিশকোর্টের প্রধান হাকিম পামার সাহেবকে আবেদন জানিয়েছে যে সে অনুতপ্ত হয়ে হাকিমের কাছে স্বেচ্ছায় এই সব মামলা সম্পর্কে একটা স্বীকারোক্তি করবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। আলেকের এই আবেদন পেয়ে হাকিম অবিলম্বে তাকে কলিকাতার ঐ পুলিশকোর্টে পাঠাবার জন্য জেলসুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে এই দিনেই আমাদের এই দলের অন্য আসামীদের রিম্যাণ্ডের জন্য কোর্টে পাঠাতে হবে। এখন আমাদের প্রধান কাজ হোলো যাতে আলেককে কোর্ট হাজতে একা পেয়ে তার দলের লোকেরা তাকে মারধর না করতে পারে। তবে আমরা এ'ও জানতাম যে আলেককে কারুর পক্ষে মারধর করা অতো সহজ হবে না।

এইভাবে ভিতরের কাজকর্ম (ইনডোর ওআর্কস) সেরে নিতে এই দিন আমাদের রাত আটটা বেজে গেলো। এর পর ওপরওয়ালাদের নিকট প্রগ্রেস্ রিপোর্ট লিখতে রাত দশটা হলো। সবকাজ সেরে বাড়ি পৌছুতে এইদিন আমাদের এগারটা বেজে গিয়েছিল। এই থেকে বুঝা যাবে যে পুলিশীকাজ সুখসাধ্য নয় বরং তাকে কণ্টক শয্যা বললে অত্যুক্তি হবে না। আত্মীয়স্বজন ও স্ত্রীপুত্রের কথা না ভেবে খাওয়াদাওয়া ও শোয়া ত্যাগ করে লোকের গাল খেয়ে রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তবে তাদের সুদিনের মুখ দেখতে হয়। এদিকে পাবলিক মাইণ্ডের ন্যায় অফিসিঅ্যাল মাইণ্ডও ফরগেট্‌ফুল। এই

বিভাগে আজকের যে ঠাকুর, কালই হয় সে কুকুর, আবার কালকের কুকুরের পক্ষে পরশু ঠাকুর হয়ে উঠাও অসম্ভব নয়। এমনি কতো উত্থান-পতন মেনে নিয়ে যারা মুখ বুজে বহু অন্যায় ও অবিচার সহ্য করে জনসাধারণের কায করে চলেছে, তাদের কথা এদেশে ক'জনাই বা আর ভাবে! প্রকৃত পক্ষে এইদিন আমরা রাত দুপুরের পর বাড়ি ফিরে ঘুমাবার জন্য শয্যা গ্রহণ করতে পেরেছিলাম।

পরদিন সকাল আটটার মধ্যে স্নানাহার সেরে অফিসে এসে দেখলাম যে আমার সহকারীরা প্রায় সকলেই ইতিমধ্যে সেখানে এসে গিয়েছে। এদের কয়েকজনের মুখে শুনলাম অতো রাত্রে ট্রাম না পেয়ে এরা ফিরে এসে অফিসেরই টেবিলের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে নিয়েছে।

এই দিন আমি কয়েকজন সহকারীকে কোর্টে আসামীদের খবর-দারী করবার জন্যে পাঠিয়ে দিলাম। সেখানে সমস্ত দিনই তাদের এদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। এদিকে আমি একটা ট্রাক নিয়ে তিনটি ঘটনাস্থলে তদন্তের জন্য বার হয়ে গেলাম। আসামীদের বিবৃতি অনুযায়ী এই স্থান কয়টি খুঁজে বার করা সহজ ছিল। এ'জন্যে আসামীদের সাহায্য গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নেই। আমি প্রথমেই জনৈক সহকারীকে নিয়ে চলে এলাম কাশীপুরে। আলেক বলেছিল যে তারা এইখানের একটা পুকুর ঘাট থেকে জনৈকা নারীকে বলাৎকারের উদ্দেশ্যে অপহরণ করে ছিল। এখানে তখনও এতো বড়ো বড়ো বাড়ি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেনি। এখানে-ওখানে কাঁচা রাস্তা, বাগান, জঙ্গল ও মেটে ঘর প্রচুর দেখা যেতো। এই সব জায়গায় বহু লোককে প্রশ্ন করার পর একজন মাত্র বৃদ্ধ বললে যে এই রকম একটা ঘটনা এখানে ঘটেছিল বলে সে শুনেছে। কিন্তু লোক লজ্জাবশতঃ সেই পরিবারটি

এখন অমুক জায়গায় চলে গিয়েছে। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তর-গুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ— আমি শুনেছি যে সেই বাঙালী মেয়েটিকে দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে বারাসাতের একস্থানে ছেড়ে রেখে গিয়েছিল। সেখান থেকে সে কি একা এত দূরে ফিরে আসতে পেরেছিল? এখান থেকে এরা কবে ও কেন চলে গেলো? আপনার কি এদের ব্যাপারে কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, না আপনার শোনা কথা শুধু আমাদের বলে গেলেন?

উঃ—আজ্ঞে! এই সব ছোট লোকেদের ব্যাপারে আমি কোনও দিনই থাকি নি। শুনেছি ঐ মাঠের মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘরে এরা থাকতো। বারাসাত অঞ্চল হতে অনেক 'কোড়ে' মেয়ে ঝাঁকা মাথায় কলকাতার বাজারে তরকারি বিক্রি করতে আসে। এদেরই দুজন বারাসাতের নিরালা একটা রাস্তা দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এই মেয়েটিকে চলতে দেখে। এই সময় এ তাদের পা ধরে কেঁদে পড়লে তারা দয়াপরবশ হয়ে ট্রেনে করে তাকে এখানে এনে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। এই নষ্ট ভ্রষ্টা মেয়েটা এই পাড়ায় এখনো আছে কি'না তা একবারও আমি খোঁজ করিনি। সেইসময়আমি শুনতে পাই যে সে ফিরে আসার পর তার সঙ্গে কেউই ঘৃণায় কথাও বলতো না। তা ছাড়া ওদের নিজেদেরও যাই হোক একটা লোকলজ্জার বালাই তো আছে। তাই লজ্জায় ও পড়শীদের গঞ্জনা এড়াবার জন্যেই বোধ হয় ওরা নূতন জায়গায় গিয়ে নূতন করে ঘর বাঁধলে আর কি? এই ভাবে নিজেদের কলঙ্ক চেপেচুপে ফেলে কতো কুলটা মেয়েই তো সমাজকে অহরহঃ রসাতলে দিচ্ছে। যাক্‌গে আমাদের পাড়াটাতো ওদের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচলো।

প্রঃ—আপনি মশাই, এ সব কি কথা বলছেন? ঐ মেয়েটার এতে

দোষ কি ছিল ? বরং এরকম ঘটনা এ'পাড়ায় ঘটতে পারায় আপনাদেরই লজ্জিত হওয়া উচিত। এ সব জেনে-শুনে থানায় জানিয়ে আপনি এর প্রতিকার করলেন না কেন ? আপনার গায়ের নামাবলী ও কপালে ফোঁটা দেখে তো আপনাকে সমাজের রক্ষক বলেই মনে হয়। আজ না হয় এদের ঐ বৌটাকে নিয়ে গেলো, কাল যে এই দুর্ঘটনা আপনার বাড়িতেও ঘটতে পারে।

উঃ—আরে রন, রন মশাই ! এ'তো আপনি ভয়ঙ্কর কথা বলছেন। ওরা কি আজকাল গৃহস্থের কোনো বাড়িতে ঢুকছে না কি ? তাহলে এ ধারে আপনারা একটু পাহারার বন্দোবস্ত করবেন। মহাশয় একজন ব্রাহ্মণ রাজপুরুষ, তাই ঐ কথা বলতে সাহস পাচ্ছি।

ভদ্রলোকের এই নাগরিক চেতনার বহর দেখে আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠলাম। এই ছোট-বড়োর ভেদাভেদ জ্ঞান আর কতো দিন থাকবে ? এদের পথে আনবার জন্যেই বোধ হয় একটা মহাযুদ্ধ বা মহা দাঙ্গা এদের পাড়ায় পাড়ায় ঘটা দরকার হয়েছিল। এই যুদ্ধ ও দাঙ্গার মধ্যে অন্য যাই দোষ থাকুক তা এদের সকলকে একাকার করে দেবার ক্ষমতা রাখে। আমার এই দিনকার এই চিন্তার মধ্যে যে কতো সত্য ছিল তা এর অব্যবহিত পরে ঘটা মহা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যুগে ভালো করেই আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

এর পর এই ভদ্রলোককে সাধুবাদ দিয়ে আমি অমুক পাড়ায় গিয়ে জানলাম যে এখানে এসেও এ পরিবারটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে নি। এই সব বিশ্রী গুজব এইখানেও তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করেছে। [মধ্যযুগে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে এরা অন্য ধর্মীয়দের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে, এযুগে এই একই কারণে এরা দূর দূর উপনিবেশে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে।] যাই হোক এই

গুজবের সাহায্যেই এই পরিবারের আস্তানাটা আমি খুঁজে বার করতে পেরেছিলাম।

এই বিধবা নারীটি ছিলেন এক বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত দরিদ্র পরিবারের বিধবা বধু। বর্তমানে তার এক শ্রমিক অবিবাহিত দেবরের আশ্রয়ে সে আছে। এতদিন পরে এখানে এসেও যে আমরা তাদের শান্তি ভঙ্গ করবো বা তাদের সেই সরে অসা পুরানো ক্ষতটা খোঁচাবো তা বোধ হয় এদের দুজনার কেউই আশঙ্কা করতে পারে নি। প্রথমে এরা দুজনই এই ব্যাপারের সব কিছুই অস্বীকার করলো। কিন্তু আলেক তার বিবৃতিতে এই মেয়েটির চেহারা বর্ণনা করবার সময় বলেছিল যে তার কপালে একটা কাটা দাগ ও পায়ের চেটোয় একটা শ্বেত রোগ আছে। মেয়েটির কপালে ও পায়ের চেটোর দিকে চেয়ে নিঃসন্দেহ রূপে বুঝলাম যে এই মেয়েটাকেই আমরা এতোক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেছি। আমাদের এই নিশানা সম্বন্ধে তাদের জানানো মাত্র এই মেয়েটি মুখ নীচু করে ডুগরে ডুগরে কেঁদে উঠলো। এর পর এরা উভয়েই আমার নিকট এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে আর আপত্তি করে নি। এই মেয়েটির দেবরের বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"যে পুকুরটি হতে ওরা আমার বৌদিকে তুলে নিয়ে যায় তা আমাদের বসত বাড়ির পাশেই ছিল। একটি রাস্তার ওপাশে আমাদের মেটে ঘর আর সেই রাস্তারই ওপারে ছিল এই পুকুর। প্রতিদিনের মত এই দিনও ভোর রাত্রে উঠে বৌদি বাসি কাপড় ও ঘড়া-বালতি নিয়ে ঐ পুকুরের এজমালী ঘাটে যায়। আমি শোবার ঘরে সজাগ হয়ে শুয়ে বাইরের কাপড় কাচার শব্দ শুনছিলাম। সহসা আমার কানে এলো 'বু বু বু' একটা শব্দ এবং সেই একই সঙ্গে কাপড় কাচার

শব্দও বন্ধ হয়ে গেল। এর পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও বৌদির কোনও সাড়া-শব্দ না পেয়ে আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠি। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বাইরে এসে দেখি বৌদি সেখানে নেই। সেখানে শুধু ময়লা বাসনকোসন ও এক বালতি কাপড় গড়িয়ে পড়ছে। আমি এর পর চেঁচামেচি শুরু করে দিলে পাড়াপড়শীরা সেখানে উপস্থিত হয়। কিন্তু এইখানেই আমি একটা দারুণ ভুল করেছিলাম। পড়শীদের অনেকেরই ধারণা হোল যে আমার বৌদি যৌনজ কারণে গৃহত্যাগ করেছে। এজন্য একটুও এরা তাকে খোঁজাখুঁজি করেনি। এমন কি এ ব্যাপারে এরা থানায় সংবাদও দেয় নি। এদিকে বেলা হওয়ার সঙ্গে ঐ ব্যাপারে পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে যায়। সকলেরই মুখে সেই একই কথা—ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এর মধ্যে পাড়ার বর্ষীয়সী এক স্ত্রীলোক আমার বাড়ি চড়াও হয়ে নথনেড়ে আমাকে শুনিয়ে গেল—'এতোই যদি সাধ বাপু তো বিয়ে করলেই তো পারতিস। আজকাল তো দু'একটা ওরকম হোচ্ছেই।' বৌদির এই অন্তর্ধানে মরমে মরে গিয়ে কাযে না গিয়ে এইদিন আমি না খেয়ে ঘরের মধ্যেই সারা দিন বসে ছিলাম। পরদিন বেলা দুটার সময় দু'জন তরকারিওয়ালী গেঁইয়া স্ত্রীলোক বৌদিকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরলো। এই মেয়েলোক দুটি আমাকে বললো যে রাস্তায় বৌদিকে বসে কাঁদতে দেখে ও তার কথা শুনে শহরে আসবার সময় তাকেও তারা সঙ্গে করে এনেছে। আমাকে দেখে বৌদি আমার পাদুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে সব কথা স্বীকার করলো। এর পর বহুবার সে আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা হতে মুক্তি পেতে চেয়েছে। একবার আড়ার বাঁশে কাপড় বেঁধে গলায় দড়ি' দিতেও সে চেষ্টা করেছে। এই জন্য রাত্রে মধ্যে মধ্যে উঠে বৌদি কি করছে তা আমাকে দেখতে হতো।

কিন্তু এতে বৌদির আমার কি দোষ বলুন? আমি তাকে এখনও আগের মতই নিষ্পাপ দেবী মনে করি। এ সব কথা অবশ্য পড়শীদের কাছে আমরা কেউই খুলে বলি নি। তবুও তারা মনে করে যে হয় বৌদিকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়েছিল, নয়তো বৌদি ইচ্ছা করেই পালিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে।"

এদেশের মেয়েরা ধর্ষণের অপেক্ষা নিজেদের মৃত্যুই শ্রেয় মনে করে। এই অবস্থায় জীবন্মৃত হয়ে কেউ বাঁচতে চায় না। কেউ কেউ নিজেদের অপবিত্র মনে করে আত্মহত্যা করেছে; আবার এদের কেউ এই সব ভেবে ভেবে পাগলও হয়ে গিয়েছে। এই জন্য এই মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেবার কোনও ভাষা ঐদিন আমি খুঁজে পাই নি।

'এখন আমার আর একটা বিপদ হয়েছে, হুজুর', আমাকে চিন্তারত দেখে মেয়েটির দেবর লোকটি বললে, 'এই ধর্ষণের ফলে আমার বৌদি আজ বিধবা হয়েও সন্তান সম্ভবা। জানি না কতোদিন এটা লোকসমাজে চেপে রাখতে পারবো। ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে কানা-ঘুষা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সব চেয়েও লজ্জার কথা এই যে ঐ জন্য পড়শীরা আমাকেই সন্দেহ করছে। এদের কেউ কেউ এতো ব্যাপার না জানায় এজন্য আমাকেই দায়ী করতে চায়। এখন অসহায় অবস্থায় আমার ঐ বৌদিকে আমি ফেলে দেবোই বা কোথায়? এ জন্য শীঘ্রই আমরা আরও দূরে অন্য আর এক জায়গায় উঠে যাবো ঠিক করেছি।'

'স্যার! আমার মতে এ মেয়েটাকে ট্রেশ না করলেই ভালো হতো', এসব কথা শুনে আমার সহকারী বামদেব বাবু বললেন, 'এর বদলে সেই তরকারিওয়ালীদের সাক্ষ্য দিয়েই আমরা আলেকের বিবৃতির এই অংশটা প্রমাণ করতে পারতাম। এই ব্যাপারে বিরোধী পক্ষীয়

উকিলেরা বিদেশী বিজ্ঞানীদের নজির দেখিয়ে প্রমাণ করবে যে অতোগুলো লোক একত্রে একজনকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করলে সে সন্তান সম্ভবা হতে পারে না। এই ভাবে জুরিদের সন্দেহের উদ্রেক করে তারা এটা সাজানো মামলা বলে প্রমাণ করবে। মামলার একটা অংশ মিথ্যে প্রমাণ হলে ওর অন্য অংশও এরা মিথ্যে মনে করবে। কিংবা এই জন্য জুরিরা ওর দেবরকে দায়ী করে ওদের দুজনকেই অসৎ চরিত্র—অতএব অবিশ্বাসী সাক্ষী ভাববে। এ মামলাটা আমাদের এই দলীয় মামলা থেকে বাদ-দিলে কেমন হয়?' এদের ব্যাপারে কি আমরা শেষ কালে মিথ্যা মামলা সাজানো বা যাকে সাধারণ ভাষায় বলে 'কনককশনের' দায়ে পড়ে যাবো? অনেক সময় অবিশ্বাস্য সত্য জুরি ও হাকিমরা মিথ্যেরই শামিল মনে করে থাকেন।'

'এ বিষয়ে আমিও যে ভেবে না দেখেছি তাও নয়', বামদেব-বাবুকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে আমি বললাম, 'কিন্তু, এই য়ুরোপীয় পণ্ডিতদেরই লেখা অন্যান্য বইএতে লেখা আছে যে এই ভাবে ধর্ষিত হয়ে মেয়েরা সন্তানসম্ভবা হতে পারে। এ ছাড়া দেখা যাচ্ছে যে এই মামলা-টায় যথেষ্ট সাক্ষী সাবুত থাকায় এটা সহজেই প্রমাণ করা যাবে। এই রকম দুই একটা ধর্ষণের মামলা এই দলীয় মামলায় জুড়ে দিলে জুরিদের সহানুভূতি সহজেই আকর্ষণ করা যায়। আমি নিজে এই সব মামলার কোনও অংশ এই ভাবে চেপে ফেলার পক্ষপাতী নই। ঘটনাচক্রে যা হবার তা তো হবেই। এতে আমরা খামকা ভয় পেতে যাবো কেন? এ'ছাড়া সরকারী উকিলরা সাক্ষীসাবুত বুঝে যা করবার তা তারাই করবে। এই ভাবে সত্য গোপন করার আমি, বাপু, একেবারেই পক্ষ-পাতী নই।'

এদের বিবৃতিতে উক্ত তরকারিওয়ালীদের বারাসতে গিয়ে খুঁজে বার করবার মত এইদিন আমাদের যথেষ্ট সময় ছিল না। এ'ছাড়া বাঙ্গলা পুলিশের সাহায্য ব্যাতরেকে এই মেঠো অঞ্চল হতে ওদের খুঁজে বার করা আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল। এই জন্য এ'দিনকার মত রণে ক্ষান্ত দিয়ে আমরা লালবাজারে এসে দেখি যে ইতিমধ্যেই সহকারীরা আলেককে তার কনফেশনের পর পুলিশ হেপাজতীতে নিয়ে আফিসে ফিরে এসেছে। আমার প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় এরা আকুল হয়ে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখে আলেকও অপর সকলের ন্যায় খুশি হয়ে আমাকে অভিবাদন জানালো। আমি বোধ হয় তখনও ঐ ধর্ষিতা মহিলাটির করুণ কাহিনী ভুলতে পারি নি। তাই আমি ঘৃণায় ও বিদ্বেষে আলেকের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছিলাম না। আলেক যতই ঘৃণ্য হোক তার মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা ছিল। আমার মনের এই বিদ্বেষ তার কাছে অজ্ঞাত থাকে নি।

'আমাকে দেখে আজ আপনার মনে যথেষ্ট ঘৃণার উদ্রেক হচ্ছে, না?' একটু ক্ষুণ্ন মনে আলেক আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'এজন্য অবশ্য আমার দুঃখ করবারও কিছু নেই। আমার নিজেরই কি নিজের উপর কম ঘৃণা হচ্ছে! আজ আমার মনে হয় যে আমার মধ্যে সত্যই দুটো পৃথক ব্যক্তিত্ব [personality] আছে। এদের একটা হচ্ছে নরপিশাচ সম দানব। আমার মনে হয় এই অসৎ [evil] ব্যক্তিত্বটি দর্শন মাত্রেই বধ্য [to be killed at sight]; আমার এই দেহের মধ্যে একটা অতি সৎ ব্যক্তিত্বও আছে। এই ব্যক্তিত্বই এখন কথা বলছে। আপনারা বিশ্বাস করুন আজ আমি সত্য সত্যই অনুতপ্ত। এর পর আর আমি আমার এই পাপের দলের শেষ জড়ও রাখতে চাই না। আমি পূর্বেই আপনাদের বলেছি যে দমদমে আমাদের আট-

খানা কোঠা বাড়ি আছে। আমি ঠিক করেছি যে আমার ভাগের দুইখানা বাড়ি বিক্রয় করে সেই বিক্রয় লব্ধ অর্থ হতে আমাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তিকেই আমি যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দেবো। আমাদের এই দলের অবস্থানের আরও অনেক খবর আমি জেলে বসে বিভিন্ন কয়েদীর নিকট হতে সংগ্রহ করে এনেছি। আপনারা শীঘ্র শীঘ্র এদের প্রত্যেককেই নিপাত না করলে এরা আবার নূতন করে দল তৈরি করবার সুযোগ পাবে।'

'হুঁ! তাতো ভাই বুঝলাম, আলেক', আমি এই বার একটু খুশি হয়ে উঠে আলেককে বললাম, 'এখন তোমাকেই এই দলের মূল উৎপাটনের ভার নিতে হবে। আমরা বরং এজন্য তোমারই নির্দেশ মত চলতে রাজি আছি। কিন্তু তুমি যে বারে বারে বলছো যে বাড়ি বিক্রি করে ডাকাতি ও রাহাজানীতে ক্ষতিগ্রস্ত ফরিয়াদীদের ক্ষতির পুরণ করে দেবে, কিন্তু যে সব হতভাগিনী [poor] মেয়েদের তোমরা ধর্ষণ করেছো তাদের তুমি কি করে ক্ষতি পূরণ করবে?'

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে আলেক প্রথমে অতর্কিতে বলে উঠেছিল, 'তাদের একজনকে আমি বিবাহ করতে রাজি ; কিন্তু পরক্ষণেই সে লজ্জিত হয়ে নীরব হয়ে অধোবদন হলো। বোধ হয় তার মনে হয়েছিল যে এদেশের সামাজিক অবস্থায় এই উক্তি খাটে না। এ ছাড়া এদের মধ্যে হতে একজনকে বিবাহ করা সম্ভব হলেও বাকি নারীগুলির অবস্থা কি হবে? এবং সে একাই তো এই দোষে দোষী নয়। এই সব জটিল চিন্তাও তার মনে হয় তো জেগে থাকবে। তবুও এদের একটি নারীর সন্তান সম্ভাবনার সংবাদ তখনও তাকে জানানো হয় নি। এই সংবাদটি অন্যান্য আসামীরা জানলে নিশ্চয়ই

এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে এই অনাগত সন্তানটির পিতৃত্বের দাবী নিয়ে তারা হাসাহাসি শুরু করে দিতো। এর কারণ তাদের মধ্যে উপগত নৈতিক অসাড়তা ইতিমধ্যেই তাদের অমানুষ করে তুলেছে। কিন্তু আলেকের বর্তমানের পরিবর্তিত মানসিক অবস্থার পরিচয় আমি ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছি। এই সংবাদটি শুনামাত্র তার মনে বারে বারে জেগে উঠতো একটি মাত্র বেদনাদায়ক প্রশ্ন—এই সন্তান তার ঔরসজাত নয় তো? তারই মহান বংশের পূত রক্ত হতে সে জাত হয় নি তো? এই ভাবে এই বংশের সন্তান হয়েও কি তা হলে তাকে বস্তীতে মানুষ হতে হবে? তারই রক্ত মাংস দিয়ে গড়া তারই মুখচ্ছবির অধিকারী একটি বালক একদিন এই শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। তার এই সন্তানের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে হয়তো এখানে ওখানে তার দেখা সাক্ষাৎ হবে, কিন্তু তা সত্বেও চিনি চিনি করেও উভয়ে উভয়কে চিনতে পারবে না। আবার পরক্ষণেই হয়তো তার মনে অপর আর একটি প্রশ্নও হুঙ্কার দিয়ে উঠে তাকে বলতো, 'কিন্তু আর সকলেও তো তার মতই তাকে ধর্ষণ করেছে। এখন যদি সে অন্য কোনও দস্যুর সন্তান হয়, তা'হলে? তাহলে তাকে চুরি করে নিজের বাড়িতে এনে রাখার আর মানে কি হবে?' আলেকের সঙ্গে এই সব বিষয়ে বন্ধুত্ব পূর্ণ আলোচনার সময় এই সব আজে বাজে অনেক প্রশ্নই সে প্রায়ই উঠাতো। একবার সে আমাকে এ কথাও বলেছিল যে, ঐ ছেলেটি যদি তারই ঔরসজাত হয় তা'হলে সেওখান থেকে চুরি করে এনেও তাকে মানুষ করবে। তবে আলেক নিজেই মানুষের মত মানুষ হতে পেরেছে কি'না তা আমি তাকে ইচ্ছে করেই জিজ্ঞাসা করি নি। তবে তার এই কুকার্যের জন্য যে তার অনুশোচনা আসছিল সে কথা ঠিক। এই জন্য তার এখনকার এই অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় তার

মনকে এই সংবাদ দিয়ে আরও অশান্ত করে তুলতে আমার মন আর সায় দিল না।

'বাগ আপ, আলেক'। আমি আলেকের এই ভেঙ্গে পড়া মনকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্য বললাম 'তুমি তো ভাই কনফেশন করে এসেছো হাকিমের কাছে। নিভৃতে কনফেশন করা এবং ঈশ্বরের কাছে মুক্ত কণ্ঠে দোষ স্বীকার করা একই কথা।' 'হ্যাঁ। আমিও তাই মনে করি। অকুণ্ঠচিত্তে দোষ স্বীকার করে আমার মন হাল্কা হয়ে গিয়েছে'. আলেক বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আমাকে এইবার অনুরোধ করলো, 'একবার আমাদের চার্চের বিশপের কাছেও আমাকে নিয়ে যাবেন। সেখানে আমাদের ধর্মীয় মতে আমি একটা কনফেশন করে আসতে চাই।'

আলেকের এতো ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও আমার মনে হলো, হাকিমের কাছে সে সব স্বীকার করেছে তো? একবার আমি আমার সহকারীদের দিকে এ'কথা জানবার জন্য চোখের ইশারাও করলাম। আমার মনের এই সন্দেহ নিরসন করে চোখের ইশারা করে সহকারী জানালেন যে, 'না ভয় নেই! সে গুছিয়ে গুছিয়ে ভালো ভাবে স্বীকারোক্তি করেছে'। উপরন্তু সে প্রকাশ্য ভাবে একটা টাইপ করা কাগজ বার করে বলে উঠলো, 'স্যার! আমি আলেককে পুনরায় পুলিশ হেপাজতাতে দেবার সময় হাকিমের কাছে এই কনফেশনের কপি নেবার জন্যও দরখাস্ত করেছিলাম। কোর্ট থেকেই এই কনফেশনের একটা হুবহু নকল টাইপ করিয়ে নিয়ে এসেছি।'

এই মামলার ব্যাপারে আমার যেন উদ্বেগের আর শেষ নেই। প্রতি পদেই অহেতুক সন্দেহ ও অবিশ্বাস আমাকে যেন পায়ে পায়ে পেয়ে বসেছে। আমি এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে আলেকের দিকে একটা সস্নেহ দৃষ্টি হেনে তাড়াতাড়ি রুদ্ধ নিশ্বাসে এই স্বীকারোক্তিটি পড়তে

শুরু করে দিলাম। আমার বারে বারে ভয় হচ্ছিল যে যদি কোন এক ঘটনা উল্লেখ করতে আলেক ভুলে গিয়ে থাকে তো তা আর মেরামত করা সম্ভব হবে না। আলেকের এই দীর্ঘ আদালতী স্বীকারোক্তিটুকুর পঠন শেষ করে আমার মনের ভরপুর খুশির চোখ দিয়ে আলেকের দিকে আর একবার আমি চেয়ে দেখলাম।

'আমাকে আপনারা এখনও অবিশ্বাস করলে আমি মনে বড়ো ব্যথা পাই বাবু,' একটু ম্লান হাসি হেসে আলেক আমাকে বললো, 'অবশ্য বিশ্বাসঘাতকদের অবিশ্বাস করাই স্বাভাবিক।' 'না না না, এ কি কথা বলছো তুমি আলেক'? আমি ব্যস্ত হয়ে উঠে আলেককে সান্ত্বনা দিয়ে বলে উঠলাম, 'আমি তোমাকে তো অবিশ্বাস করি নি। আমি অবিশ্বাস করছিলাম তোমার [memory] স্মৃতি শক্তিকে। যদি—'

থাক এখন ওসব অসম্ভব কথা, বাবু, এখন আসুন, এই মামলার আলোচনা করি, আলেক বোধ হয় এই ব্যাপারে আমাকে মাপ করে দিয়েই বললো, 'ও মেয়েটা কি আমাদের চিনতে পারবে বললো? প্রথমটায় ও গুঁই গাঁই করে বাধা দিলেও শেষ দিকটায় ও নীরব নিশ্চেষ্ট হয়েই পড়েছিল। আমরা একে একে ওর উপর বহুক্ষণ উৎপীড়ন করেছি। এই জন্য আমার পক্ষে ওকে চিনে নেওয়া অসম্ভব হবে না আমার বেশ মনে পড়ে ওর বাম পায়ের নীচে একটা গভীর ক্ষত আছে। তা ছাড়া ওর কপালের বামদিকে একটা লালচে বড়ো তিলও আমি দেখেছি। এইটুকুই শুধু আমি স্বীকারোক্তির মধ্যে বলতে ভুলে গিয়েছি। কিন্তু তাতে বেশি ক্ষতি হবে না। আমি আদালতে এই সব চিহ্নের কথা পূর্ব হতেই আমার সাক্ষ্যের সময় বলে রাখবো। দয়া করে শুধু আপনারা আমার বুদ্ধিমত্তাকে [intelligence] চ্যালেঞ্জ করবেন না। এইটেই শুধু আমি এখনও পর্যন্ত পছন্দ বা বরদাস্ত করতে

পারি না। আমি ধীরে ধীরে এই বিরাট অপদল গড়ে তুলেছি, এখন নির্মম ভাবে আমিই এটা ভেঙ্গে দেবো। আমি জগৎকে দেখাবো যে গড়ার মত ভাঙ্গার শক্তিরও আমি অধিকারী।'

আমার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছিলাম যে উৎকট অপরাধীদের মনোজগতে নিষ্ঠুরতা, দাম্ভিকতা, ভাবপ্রবণতা ও অলসতা যথাক্রমে উঠা-নামা করে থাকে। আমি বুঝে নিলাম যে হঠাৎ নিরাময়ের পথে উঠে আসায় আলেকের মন হতে এই উৎকট নিষ্ঠুরতা ও অলসতা বিদায় নিলেও দাম্ভিকতা ও ভাবপ্রবণতা এখনও তার মনোরাজ্যে বর্তমান। আলেকের অন্তর্নিহিত এই অত্যধিক ভাবপ্রবণতা ও দাম্ভিকতাকে এযাবৎ আমরা কাজে লাগিয়েছি। এখনও তাকে দিয়ে আমাদের আরও অনেক কাজ উদ্ধার করতে হবে। তাই তাকে এই বিষয়ে আরও উৎসাহিত করে তুলা দরকার। তাই পাছে সহকারীরা উল্টোপাল্টা কথা ব'লে তাকে খামকা বিরূপ করে তুলে, এই জন্যে আমি ছাড়া আর কাউকে তার সঙ্গে কথা বলতেও বারণ করে রেখেছি।

এই সময় আলেক আমাকে আর একটি উল্লেখযোগ্য খবর দিলে। সে বললে যে জেলেতে সে শুনে এসেছে যে তাদের দলের অন্যতম উপনেতা গ্রেগরি চন্দননগরে ধরা পড়ায় ফরাসী আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে দেড় মাস জেল খাটছে। ফরাসী চন্দন-নগরের রাস্তায় একটা পেট্রোলপাম্প ভাঙ্গবার সময় স্থানীয় বাঙ্গালী ডিফেন্স পার্টির লোকেদের সঙ্গে এই অ্যাংলো দলের খণ্ড যুদ্ধের সময় সে ধরা পড়ে। এই দলের বাকি লোকগুলি মারপিট করতে করতে তাদের গাড়িগুলি নিয়ে পালাতে পেরেছিল। এই অভিযানে আলেক নিজে উপস্থিত না থাকায় ঘটনার সম্ভাব্য তারিখটা সঠিক ভাবে

আমাকে জানাতে পারলো না। এই দুর্দান্ত আসামী গ্রেগরিকে ধরবার জন্যে আমি ইতিপূর্বেও চেষ্টা করেছি, কিন্তু প্রতিবারেই সে অসম-সাহসিকতার সঙ্গে পলায়ন করেছে। এই সংবাদটি শুনে আগ্রহান্বিত হয়ে আমি আলেককে জিজ্ঞাসা করে আরও কয়েকটি তথ্য জেনে নিই। এই সময়ে আমাদের এই গ্রেগরি সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—ওরে বাবাঃ। তা'হলে তোমাদের আরও অনেক দস্যু এখনও অধৃত হয়ে মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করছে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো, এ সংবাদটা তুমি জেলে কার কাছ হতে পেলে? তা ছাড়া আরও একটা কথা তোমার কাছ হতে জানবার জন্যে আমাদের কৌতূহল হচ্ছে। দলের আর আর লোকরা পালাতে পারলেও তাদের নেতা হয়েও শুধু গ্রেগরি ধরা পড়লো কি করে?

উঃ—আজ্ঞে দয়া করে বারে বারে দস্যু শব্দটা আমার সামনে উচ্চারণ করবেন না। ঐ শব্দটা কেমন যেন বেখাপ্পা ভাবে আমার কানে সজোরে আঘাত করে। আমি যেন ঐ শব্দ শুনলে একটু আধটু অপমানিতও মনে করি। ঐ দস্যু শব্দটার বদলে লোক বা জন শব্দটা ব্যবহার করলেই ভালো হয়। আমি এ দলের লোকেদের গ্রেপ্তার করিয়ে দিতেই শুধু প্রতিশ্রুত। আপনাদের মত আমরাও সংবাদদাতাদের নাম প্রকাশ করি না। এর কারণ এই সংবাদদাতা এই জেলেরই একটা বাইরের ঠিকাদারের এক অ্যাংলো কর্মচারী। তবে এ কথাও ঠিক যে এখনও আমাদের দলের বহু ব্যক্তি ধরা পড়ে নি। আরও অন্ততঃ জন দশ-বারোকে ধরতে না পারলে এই দল ভাঙ্গা শক্ত। এইবার আমি আপনাদের শেষ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিব। আপনারা কি শোনেন নি যে জাহাজের শেষ নাবিকটিকেও নিরাপদে লাইফ বোটে

উঠিয়ে স্বয়ং ক্যাপটেন স্থানাভাবের জন্য মজ্জমান জাহাজেই থেকে গিয়েছে? এই শিক্ষা ওরা আমার নিকট হতেই পেয়েছে। এই একটি মাত্র ভালো শিক্ষা ওদের আমি দিয়ে আসতে পেরেছি। গ্রেগরি অসীম সাহসিকতার সহিত একাকী স্থানীয় লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে তার দলের লোকেদের পালানো অসম্ভব হতো। আমি স্বীকার করি যে এ বিষয়ে সে একজন বাহাদুর নেতা। এখন আপনারা আজই চন্দননগর গিয়ে গোপনে জেনে আসুন যে গ্রেগরি এখনও জেলে আছে কি না? এর পর কি করা উচিত হবে তা আমি আপনাদের বলে দেবো। তবে সাবধান, কেউ যেন না জানতে পারে যে আপনারা সেখানে গ্রেগরির কোনও খোঁজ করছেন। এর কারণ এই যে তার দলের লোকেরা প্রায়ই জেলে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে থাকে।

আলেকের এই শেষের উপদেশটি আমাদের মনঃপুত হয়েছিল। এই দলের গোদাটিকে ধরতে না পারলে তার দলের লোকেদের ধরা শক্ত হওয়ারই কথা। তাই আলেকের খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি কয়েকজন অফিসারকে কলকাতায় তদন্তরত রেখে বাকি কয়জন অফিসারকে নিয়ে কলিকাতা পুলিশের এক ট্রাক সহ চন্দননগরের দিকে রওনা হওয়াই ঠিক করলাম। কিন্তু আলেকও এই সময় আমাদের সঙ্গে চন্দননগরে যাবার জন্য জেদ ধরায় তাকেও আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম। জানি না কেন আলেক সকাল হতে সন্ধ্যে পর্যন্ত শুধু আমার সন্নিধানেই থাকতে চায়। আমি কাছে না থাকলে সে বেশ একটু অশান্তি অনুভব করতো। তার কথায়—দিনের বেলা একা থাকলে সে পাগল

হয়ে যাবে। সকলে মিলে পুলিশের ট্রাকে রওনা হলেও আমরা পুলিশের ইউনিফর্ম পরি নি। ঐ সময় চন্দননগর ফরাসী রাষ্ট্রের অধীন থাকায় সাদা পোশাকেই আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। আমরা প্রথমে সেখানে গিয়ে সেই পেট্রোল পাম্পটি খুঁজে বার করি এবং আমরা জানতে পারি যে চারখানি গাড়ির এক খানা গাড়ির চাকা স্থানীয় লোকেরা বর্শার আঘাতে ফাটিয়ে দেওয়ায় সেটা ওখানে রাস্তায় ফেলে রেখে পালিয়েছে। এই গাড়িখানা তখনও চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারের হেপাজতে আছে। এ ছাড়া এরা আরও বলে যে [illegible] ডাকাতি [illegible] শেষ হয়ে আসায় আর পাঁচ বা ছয় দিন [illegible] পাবে। এই ভাবে কিছুটা গোপন তদন্ত করার পর আমরা ঐ পেট্রোল পাম্পের উল্টো দিকে একটা চায়ের দোকানে চা পানের উদ্দেশ্যে ঢুকেছি। এমন কি ঐ ট্রাকের পুলিশ ড্রাইভারও আমাদের সঙ্গে এসেছে। এই সময় হঠাৎ আলেক এক লাফে দোকান থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে ট্রাকে উঠে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সেটাকে এগিয়ে নিতে নিতে বলে উঠলো। 'শীঘ্র আপনারা বেরিয়ে পড়ে ট্রাকে উঠুন।' আলেকের এই কাণ্ড দেখে আমরা প্রথমে ভয় পেয়ে মনে করেছিলাম যে আলেক বোধ হয় [illegible] পূর্বকার সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ট্রাক নিয়ে পালিয়ে গেল। বলা বাহুল্য যে কোনও মুহূর্তে ঝাঁকের কৈ মাছের পক্ষে ঝাঁকে মিলিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না।

এই জন্য আমরা ভীত ও ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে সকলে ট্রাকে চেপে বসা মাত্র আলেক দ্রুত গতিতে ট্রাকটা কলকাতার দিকে মরি-বাঁচি করে চালিয়ে দিলে। এই সময় আমরা প্রথম লক্ষ্য করলাম যে নীল পোশাক পরা এক ট্রাকভর্তি ফরাসী পুলিশ ও ত

গতিতে আমাদের অনুসরণ করছে। আমাদের ট্রাক ব্রিটিশ এলাকায় এসে থামলে ওদের ট্রাক সীমান্তের ওপারে গেটের তলায় থেমে গেলো। এতক্ষণে সমস্ত বিষয়টি দিবালোকের ন্যায়ই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আমরা সকলে চন্দননগরে গড়ের এপারে নেমে পড়ে অদূরের নীল পোশাক পরা সশস্ত্র ফরাসী পুলিশের দিকে অবজ্ঞা সহকারে চেয়ে দেখলাম। ওদিকে গড়ের ওপার থেকে ফরাসী পুলিশও আমাদের দিকে মিটিমিটি চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। একই জাতির একই দেশের দুইটা অংশ। কিন্তু দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকারে—এই যা তফাৎ। তাই আজও ব্রিটিশ এলাকায় অপরাধ করে অপরাধীরা গড়ের পরপার বরাবর ব্রিটিশ পুলিশকে গালাগালি দিতে দিতে নির্বিঘ্নে হেঁটে চলে। ওদিকে গড ঘেরা সীমানার এপার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এদিককার ব্রিটিশ পুলিশকে তা বেমালুম হজম করতে হয়।

এই সময় হঠাৎ চুঁচড়া থানার জনৈক উর্দিপরা পুলিশ অফিসারকে নির্বিঘ্নে সাইকেলে করে ঐ ফরাসী পুলিশের গা' ঘেঁসে এপারে এসে উঠতে দেখে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হঁা মশাই! অপনাকে যে ওরা কিছু বললো না?' ভদ্রলোক এইরূপ এক বিভ্রাট ঘটেছে ব'লে ইতি-মধ্যেই অনুমান করে নিতে পেরেছিলেন। তিনি সাহাস্য বদনে সাইকেল থেকে নেমে আমাদের অভিবাদন করলেন। তার পর নির্বিকার চিত্তে ওপারে দণ্ডায়মান ফরাসী পুলিশের দিকে চেয়ে দেখে উত্তর করলেন, 'ওঃ, আপনারা বুঝি ওদের না জানিয়ে ওদের এলাকায় তদন্ত করতে গিয়ে-ছিলেন? এবার হতে এই শহরে কোনও তদন্তের দরকার হলে আগে-ভাগে এখানকার ফরাসী পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবেন। তবে আমাদের এই আশে পাশের থানাদারদের সঙ্গে এখানকার থানাদারী স্তরে একটা ঘরোয়া বন্দোবস্ত আছে। আমরা ওপরওয়ালাদের অজ্ঞাতেই

পরস্পরের ফেরারী আসামীদের পরস্পরের এলাকায় ঠেলাঠেলি করে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকি। এই ভাবে আমরা এখানে একটা প্রতিবেশী সুলভ সহ অবস্থানের নীতি নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলেছি। যাক্, স্যার, আজকে আর ওদের এলাকায় আপনারা যাবেন না।’

আমাদের এই দিন আর চন্দননগরে ফিরে যাবার ইচ্ছা ছিল না। বলা বাহুল্য এর পর এই প্রশ্ন আর আদপেই উঠে না। মনে মনে ঈশ্বরকে ও সেই সঙ্গে আলেককে ধন্যবাদ দিয়ে আপন মনে বলে উঠলাম, ‘যাক্ বাঁচা গেল বাবা’। কলকাতায় ফিরে আসবার সময় আলেক আমাদের ড্রাইভারের হাতে গাড়ির ষ্টিআরিঙ তুলে দিয়ে আমাদের জানালো, ‘আপনাদের তো সব দিকে নজর থাকে না। আমি প্রথমেই লক্ষ্য করেছিলাম যে আপনাদের ঐ পেট্রোল পাম্পে তদন্ত করতে দেখে একজন ফরাসী পুলিশ তাদের থানার দিকে ছুট দিলে। আর একটু হলে দিতো আপনাদের সকলকে ধরে তুড়ুম ঠুকে আর কি?’

আমাদের ধরে তুড়ুম ঠুকে না দিলেও আমাদের নাম-ধাম টুকে তারা আমাদের নামে ভারত গভর্নমেন্টের সকাশে নিশ্চয়ই একটা রিপোর্ট পাঠাতো। যাই হোক আমরা এই দিন নির্বিবাদে কলকাতায় ফিরে আলেককে লাল-বাজারের ইউরোপীআন লক্-আপে তুলে দিয়ে তাকে সাবাস জানিয়ে বিশ্রামের জন্য যে যার বাড়ি নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এসেছিলাম।

এর কয় দিন পরে সকালের দিকে এখানে ওখানে কয়েকটা তদন্ত শেষ করে বেলা প্রায় চারটার সময় অফিসে এসে শুনলাম যে আমাদের ডেপুটি সাহেব দু’বার আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আরে তোমরা চন্দন-

নগরে গিয়ে আবার কি করে এসেছো ? বাংলা গভর্নমেণ্ট থেকে এই ব্যাপারে একটা জরুরি ফাইল এসেছে।'

আমি ডেপুটি সাহেবের কথা শুনে অনুমান করতে পেরেছিলাম যে ইতিমধ্যেই বাংলা গভর্নমেণ্টের মাধ্যমে এই সম্পর্কিত একটা ফাইল লালবাজারে এসে গিয়েছে। তবে এটা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধবার মত এমন কোনও ব্যাপার ছিল না। এই ব্যাপারে কৈফিয়ৎ স্বরূপ কি বলা যেতে পারে সেই সম্বন্ধে পূর্ব হতেই আমি ভেবে রেখে-ছিলাম। আমি অম্লান বদনে গড় গড় করে তাকে জানিয়ে দিলাম, 'ও সব ওদের মিথ্যে কথা, স্যার। আমরা চুঁচড়োতে তদন্ত সেরে ওখানে এসে চায়ের দোকানে বসে শুধু চা খেয়েছি।'

'ওঃ তাই বলো। আমিও তাই ভেবেছিলাম। তা ওদের এলাকা দিয়ে যাতায়াত তো আমাদের করতেই হয়'. আমার এই কৈফিয়তে খুশি হয়ে গোয়েন্দা বিভাগের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার সরকার সাহেব বললেন, 'তাহলে এই লাইনেই একটা রিপোর্ট আমি গভর্নমেণ্টে লিখে দিচ্ছি। তবে ওখানে তদন্ত করবার পারমিশনও আমি আনিয়ে নিয়েছি। আমার এই পত্রটি নিয়ে দরকার মত চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করো।'

আমাদের ডেপুটি কমিশনার সরকার সাহেবও ছিলেন একজন অভিজ্ঞ চতুর ব্যক্তি। আসল ব্যাপারটি বুঝতে তাঁরও বাকি থাকে নি। সেই জন্যই বোধ হয় আগে ভাগে এই অনুমতি-পত্রটি তিনি আনিয়ে রেখেছেন। আমি খুশি মনে তাঁর কাছ হতে ঐ পত্রখানি তুলে নিয়ে সোজা আমাদের অফিসে এসে উপস্থিত হলাম। আমার সহকারীরা আলেককে নিয়ে সকাল থেকে সেখানে আমার অপেক্ষায় বসে ছিল। আমাদের এই দিনকার পরামর্শ সভায় আলেকও ছিল একজন অতিরিক্ত

সভ্য। আমাদের সকলেরই মত হলো ফরাসী মুল্লুক থেকে আসামী গ্রেগরিকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় আনা। কিন্তু এই সময় আলেক একটি বৈধতার প্রশ্ন তুলে আমাদের একেবারে 'থ' বানিয়ে দিলে। এই প্রশ্নটি ছিল এতই সমীচীন যে এই বিষয়ে আমি আলেকের সঙ্গেই কথাবার্তা কইতে বাধ্য হই। এই বিষয়ে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি শিক্ষণীয় বিধায় নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—তোমার কথাই আমার মেনে নিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু একটা কথা তুমি আমাকে বুঝিয়ে বলো। এই দলের উপনেতা গ্রেগরিকে চন্দননগরের ফরাসী কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে চন্দননগরের জেলের ভিতর হতে গ্রেপ্তার করতে অসুবিধে কোথায়?

উঃ—আজ্ঞে। এতে অসুবিধে হবে অনেক। ওরা তখুনি এই আসামীকে আপনার হাতে তুলে দেবে না। আপনার দরখাস্ত পেয়ে ওরা ওদের জেলেই আপাততঃ ওকে রেখে দেবে। এর পর আপনাকে ওকে কলকাতায় আনাবার জন্যে বাংলা গভর্নমেণ্টের মাধ্যমে লিখতে হবে ভারত সরকারকে। ভারত সরকার ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া আফিসের মাধ্যমে ফরাসী সরকারকে জানাবে। এরপর ফরাসী সরকার অনুমতি দিলে পণ্ডিচারীর গভর্নরের মাধ্যমে পরোআনা চন্দননগরে পৌছিলে তবে আপনি এই আসামীকে এই উভয় দেশের আদালতের মাধ্যমে আপনাদের হেপাজতে আনিয়ে নিতে পারবেন। এই সব এক্সট্রাডিশন ওআরেণ্টের ঝামেলা শেষ হতে লেগে যাবে অন্ততঃ পক্ষে ছয় মাস তো বটে। তার চেয়ে অতি সহজ উপায়ে কালই তাকে আপনাদের তাবে পেয়ে যেতে পারবেন।

[বাল্যকালে শুনেছিলাম যে চন্দননগরে আগুন লাগলে পণ্ডিচারী হতে দমকল পাঠানোর জন্যে হুকুম আনাতে হতো। সাতদিন পরে

হুকুম এলে মেরামতকারী মিস্ত্রিদের উপর দমকল এসে জল ছিটাতো ; এই সবগুলি গল্পের সামিল হলেও একদিন তা আমরা বিশ্বাস করতাম। তাই পরিণত বয়সে আলেক কথিত এই সত্য সমাচার অবিশ্বাস করবার আমাদের কোনও কারণ ছিল না।]

এর পর আলেক আমাদের যে উপদেশ দিল তাতে তায় শিষ্যত্ব স্বীকার করা ছাড়া আমাদের অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। আমি তখুনি উঠে দাঁড়িয়ে আলেকের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বলে উঠেছিলাম, 'সাবাস আলেক!' আমরা আলেকের নির্দেশ মত তখুনি সাদা পোশাকে কয়েকজন অফিসার সহ আলেককে নিয়ে চন্দননগরে রওনা হয়ে গেলাম। সেইখানে পৌছিয়ে আলেকের উপদেশ মত অধিকাংশ ছদ্মবেশী অফিসারকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে ফরাসী এলাকার বাইরে মোতায়েন করে শুধু আমরা দু'জন অফিসার আলেককে নিয়ে চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে প্রায় একসঙ্গেই সকলে মিলে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললাম, 'বনজুর মসিঁয়ে।' তিনি খুশি হয়ে আমাদের প্রতি-অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'কিন্তু আপনাদের আসামী গ্রেগরি তো আর একটু পরেই জেল থেকে খালাস পাবে। আজই তো হলো তার মেয়াদের শেষ দিন। তা'হলে আর দেরি না করে এখুনি জেলে চলুন। আপনাদের কমিশনারের টেলিফোন পেয়ে ওকে আরও একটু আটকে রাখবার জন্য জেলরকে বলে রেখেছি।'

এর পর তিনি আমাদের তাঁর নিজের গাড়িতেই তুলে জেলে আনলে আমরা দেখলাম যে আসামী গ্রেগরিকে মুক্তি দেবার জন্য বাইরে আনা হয়েছে। আমাদের তাকে দেখিয়ে এই ফরাসী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কি আপনাদের ফেরারী আসামী? ভালো করে দেখুন এর দিকে আপনারা চেয়ে।'

এর উত্তর কি হবে বা না হবে তার রিহার্শেল আমাদের দেওয়াই ছিল। আমি সাহেবের এই উত্তর শুনে আলেকের দিকে মুখ ফিরাতেই আলেক উত্তর করলো, 'না না। এ তো নয়। সে অন্য একজন লোক।'

আলেককে আমাদের সঙ্গে দেখে আসামী গ্রেগরির মুখ ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। বেশ বুঝা গেল, আলেক যে কলকাতায় ধরা পড়েছে তা তার জানা ছিল। কিন্তু আলেক যে উপযাচক হয়ে পুলিশের সঙ্গে তাকে সনাক্ত করতে আসবে তা তা' ধারণারও বাইরে ছিল। এখন আলেকের মুখে এইরূপ এক উত্তর শুনে তার ঠোঁটের কোণে একটা স্বস্তির রেখা কিছুক্ষণের মত ফুটে উঠে ত' ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো। এদিকে আমি শুরু হতেই সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে এমন ভাব দেখাচ্ছি যে এই সনাক্তিকরণের ব্যাপারে আমি আলেকের উপরই একান্ত রূপে নির্ভরশীল। মোটের ওপর এই অভিনয়টি আমাদের সুচারুরূপেই সম্পন্ন হয়েছিল।

এই আসামীকে আমাদের প্রয়োজন নেই জেনে জেলার তৎক্ষণাৎ তাকে মুক্তির আদেশ দিলেন। সে এইবা' আনন্দে উৎফুল্ল ও সেই সঙ্গে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রায় আমাদের সঙ্গেই জেলের বাইরে বেরিয়ে এলো। এই উপকারটুকুর জন্য সে আলেককে মনে মনে হয়তো ধন্যবাদও জানিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে হয়তো আমাদের বুড়বাকও মনে করে থাকবে। কিন্তু সদ্য মুক্তির আনন্দে আত্মহারা না হলে সে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতে পারতো যে আমাদেরই অপর একজন ছদ্মবেশে জেলের গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা অলক্ষ্যে আমাদের এই লোকটিকে চোখের ইশারা করে চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারের গাড়িতে সকলে মিলে উঠে বসলাম। এর কারণ এই ফরাসী সাহেব তাঁর

বাঙ্গলোতে আমাদের নিয়ে চা খাওয়াতে চেয়েছিলেন। আলেককেও আর সকলের সঙ্গে আমাদের গাড়িতে উঠে বসতে দেখে সেও আলেকের দিকে চেয়ে একটু চোখের ইশারা করলো। তার পর সে নিশ্চিন্ত মনে কলকাতা শহরের অভিমুখে রওনা হয়ে গেলো। ট্রাকটা আমাদের এখানকার পুলিশ হেডকোআর্টারের সামনে অপেক্ষা করছিল। এর প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আমরা এই ট্রাকে করে ফরাসী এলাকার বাইরে গেটের এপারে এসে দেখলাম যে সেখানে লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। আমরা বেশ বুঝতে পারলাম যে ফলো করে ফরাসী এলাকার বাইরে এসে গ্রেগরিকে গ্রেপ্তার করতে আমার সহকারীদের বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছে। আলেকের এই বুদ্ধিমত্তা এই বিষয়ে সহায় না হলে আমরা এতো সহজে এই দুর্দান্ত আসামীকে আমাদের হেপাজতীতে পেতে সক্ষম হতাম না। আমরা দূর হতে লক্ষ্য করলাম যে আমার সহকর্মীরা তাদের ঐ আসামী সহ আমাদের ধারে কাছে না এসে সদল বলে আসামীকে নিয়ে স্থানীয় থানার দিকে রওনা হয়ে গেল বলা বাহুল্য যে আলেকের উপর গ্রেগরির সন্দেহ নিরসনের জন্য এইরূপ এক নির্দেশ তাদের আমরা পূর্ব হতেই দিয়ে রেখেছিলাম। এই অবস্থায় এই গ্রেপ্তারের ঘটনাটি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা রূপে আসামী গ্রেগরির নিকট প্রতীত হতে পেরেছিল।

এই দিন কিন্তু আমরা সোজাসুজি কলিকাতায় ফিরে আসি নি। বালি ব্রিজ ও হাওড়া ব্রিজের এপারে ও ওপারে বারে বারে এসে আমরা হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগনা জিলার যে স্থানে আলেকের দল অপকর্ম করেছে সেই সকল স্থান একবার করে আমরা গাড়িতে বসেই দেখে রাখি। আলেক দূর হতে এই সকল জায়গাগুলি আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছিল। পাছে এখানকার কোনও প্রত্যক্ষদর্শী আলেককে পূর্ব হতে

দেখে চিনে ফেলে এই জন্য তাকে গাড়ি হতে আমরা নামতেই দিই নি। এর কারণ মিছিল সনাক্তিকরণের পর্যায়ে এদের দ্বারা হাকিমের সম্মুখে অন্যান্য আসামীদের সঙ্গে আলেকেরও সনাক্তিকরণের প্রয়োজন ছিল।

এই ভাবে এখানে ওখানে বহুস্থানে ঘুরাফিরা করে অধিক রাত্রে আমরা লালবাজারে এসে আলেককে হাজতে রেখে যে যার বাড়িতে ফিরে এসে রাত্রের খাবার ঢাকা হতে খুলে আহার করে শয্যাগ্রহণ করি। আমরা যে কখন ফিরলাম এবং কখনই বা আহার করলাম তা বাড়ির বাকি লোক জানতেই পারলো না। এই ভাবে গোপনে গভীর রাত্রে বাড়ি ঢুকে ঢাকা খুলে আহার গ্রহণ করে অতি সন্তর্পণে শোবার ঘরে ঢুকে শয্যাগ্রহণ করা এদানী আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে পড়েছিল। এমন এক মার্জার বৃত্তির সমাবেশ আমাদের ভিতর এসে গিয়েছিল যে আমাদের স্ত্রীরাও সকাল হওয়া পর্যন্ত আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে নি। বরং ঘরে ঢুকে আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি যে অপেক্ষাকাতর নিদ্রিতা স্ত্রীদের মুখগুলো [অরক্ষিত] সদর দরজা খুলে রাখা জনিত ভীতিতে থেকে থেকে চমকে চমকে উঠছে।

এইদিন সকালে আফিসে এসে আমাদের প্রথম কায হলো আসামী গ্রেগরিকে নিয়ে পীড়াপীড়ি করা। বহুক্ষণ আমরা তাকে নিয়ে মাতামাতি করলাম। কিন্তু আসামীর অটল সংকল্প একটুও টলাতে পারা গেল না। আমাদের মধ্যে একজন তাকে এ'কথাও বললে যে তাদের প্রধান নেতা আলেক ইতিমধ্যেই একটা স্বীকারোক্তি করেছে। এই কথাটা শুনা মাত্র আসামী গ্রেগরি হো হো করে অট্টহাস্য করে উত্তর করলে, 'আমি কোনও এক শিশু নই, বাবু'। তার একমাত্র দুঃখ যে আমাদের হাতে ধরা পড়বার সময় সে সশস্ত্র

না থাকায় যুদ্ধ করতে পারে নি, শুধু একটা ছোটখাটো দাঙ্গা মাত্র সে করতে পেরেছে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সে তার সংকল্পে অটুট ছিল। খুব সম্ভবতঃ তার আশা ছিল যে আলেকের অবর্তমানে সে-ই দলের প্রধান নেতা হবে। আমি তার যেটুকু বিবৃতি সাধ্য-সাধনা করে লিপিবদ্ধ করতে পেরেছিলাম তার কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি স্বীকার করি আমাদের দলের আমি একজন নেতা এবং আমাদের দলে আলেকের পরই আমার স্থান। কিন্তু তা বলে আপনারা মনে করবেন না যে আমাদের মরণকাঠি কোথায় কোথায় আছে তা আপনাদের আমি বাতলে দেবো। আজ্ঞে, না। আমার মধ্যে কোনও অনুতাপই নেই। দলের অন্যান্য ব্যক্তিদের মত আমি কোনও নারীকে ধর্ষণ তো দূরের কথা তাদের উপর কোনও প্রকার অত্যাচার করবারও চিন্তা করি নি। আমাদের অন্যান্য উপদলের দ্বারা এই সব অপকর্ম সমাধা হয়েছে তা আমি শুনেছি। কিন্তু যে উপদলের আমি নেতা সেই দলের কাউকে এই সব কাযে লিপ্ত হতে আমি দিই নি। এ'ছাড়া খুব ধনী লোক বা ধনী ব্যবসায়ীদের হাতের কাছে পেলে প্রয়োজন মত অর্থ তাদের কাছ হতে ভয় দেখিয়ে আমরা আদায় করেছি মাত্র। গরীবদের উপর ছ্যাঁচড়া অত্যাচার আমরা কোনও দিনই করি নি। তবে বহু ক্ষেত্রে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের দল দুর্বলের পক্ষে বহুবার নিঃস্বার্থভাবে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা করেছে সে কথা ঠিকই। আলেকের দলকে আমাদেরই মত একটা দল ভেবে আমরা আলেকের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলাম। অপরাধে লিপ্ত হলেও আমরা সব সময় বড় বড় কাজ কারবারে হাত দিয়েছি। ছোট ছোট কাযকে আমরা ঘৃণা

করে থাকি। আমি জাতিতে একজন আর্মানিআন হলেও বাঙ্গালী। আমার দলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ন্যায় বাঙ্গালীও আছে। কিন্তু মরে গেলেও তাদের কারুর নাম আমি বলে দেবো না। আমি দস্যু হলেও বেইমান নই।'

এই আসামী গ্রেগরির উপরোক্ত বিবৃতিটিতে আমরা মোটেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি নি। বেশ বুঝা গেল যে আসল কথা এড়িয়ে সে পুলিশকে আজে বাজে বিষয় বুঝাতে চাইছে। এক এক বার আমার এ কথাও মনে হচ্ছিল যে এই গ্রেগরি ও আলেকের মধ্যে বোধ হয় নেতৃত্বের জন্য লড়াই কিছু কিছু হয়ে থাকবে। এই জন্যই বোধ হয় গ্রেগরি [তার অবর্তমানে] বাইরে থেকে যায় তা আলেক পছন্দ করছিল না। এর পর আমি গ্রেগরিকে বিদায় দিয়ে আলেককে আমাদের আফিসে আনিয়ে নিলাম। আলেকের সঙ্গে আমি গ্রেগরির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনাও করি। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তর-গুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আরে আলেক! তোমার গ্রেগরি আসল বিষয় তো কিছুই প্রকাশ করলো না। সে শুধু কয়েকটা বড় বড় আদর্শের কথাই ফলাও করে বলতে শুরু করে দিলে। তার ভাবটা এমন যেন সে একাই দেবতা আর তোমরা নেতা হয়েও তোমরা হচ্ছ দানব। ওর দলের লোকেদের বিষয় তো একটুকুও বলতে চাইলে না।

উঃ—ওর কথা একটুকুও আপনারা বিশ্বাস করবেন না। ও একটা মহা শয়তান। আপনাদের মধ্যে যেমন দুই একজন রবার্ট ব্লেক পড়া পুলিশ অফিসার আছে, ও ঠিক তেমনিই রবিন হুড্ পড়া এক অপদার্থ বজ্জাত। ওদের এই বড় বড় থিওরি কখনও প্রাকটিক্যালের ধার কাছ ঘেসেও যায় নি। আসলে ওর দলটা হচ্ছে একটা প্রবঞ্চকের দল।

আমি কতবার ওকে বলেছি যে তোমার দলের যারা প্রবঞ্চক তাদের দল হতে বার করে দাও। কিন্তু সহজ ভাবে বিনা বিপদে অর্থপ্রাপ্তির লোভে সে দিনের পর দিন আমাদের মিথ্যা স্তোক বাক্য দিয়ে এসেছে। দস্যুগিরি করবার সময় শুধু ও সদলবলে আমাদের দলে যোগ দিতো। ওর অবর্তমানে ওদের দলের দস্যুদের ধরতে কোনও অসুবিধেই হবে না। তবে ওদের মধ্যে যারা প্রবঞ্চক তাদের মেরে আমি হাত গন্ধ করতে চাই না। ওর মতে নাকি এই প্রবঞ্চকদেরও ধীরে ধীরে ডাকাত করে তুলা যাবে। আরে পাথর বাটি কখনও কি সোনার বাটি হয় ? এই সব ছোট কাযের কাযীদের আমরা অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।

এর পর আলেক তখনি আমাদের নিয়ে ওদের দলের লোকদের ধরিয়ে দেবার জন্য বাইরে নিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু ঠিক সেই সময় বাঙলা পুলিশের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার তাঁর অফিসারদের নিয়ে আমাদের আফিসে এসে উপস্থিত হলেন। বারাসাত অঞ্চলের যে তুইটি তরকারি বিক্রেতা চাষী মেয়ে দমদমের সেই ধর্ষিতা মহিলাটিকে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখে দয়া করে কলকাতায় পৌছিয়ে দিয়েছিল, তাদের ওখানকার স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে গ্রামাঞ্চল হতে খুঁজে বার করবার জন্যে ইতিপূর্বেই আমরা এঁদের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলাম। এই সময়ে একটি খবর পেয়ে আমাদের নিয়ে তাঁরা এই দিনেই বারাসাত মহকুমার কোনও একটি দূরবর্তী গ্রামে তদন্তে যেতে চাইলেন। বাংলা পুলিশের কর্তাব্যক্তিটি আলেককেও আমাদের সঙ্গে নিতে চাইলেন। বাংলা ও কলকাতা পুলিশ একই প্রদেশের পুলিশ হলেও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে সকল সময় একত্রিত হওয়া এক কঠিন ব্যাপার। এই জন্য আজকের এই সুযোগটি গ্রহণ করে আমরাও আলেককে নিয়ে ট্রাকে করে তাঁদের সঙ্গে বার হয়ে পড়লাম। কিন্তু আমরা স্থানীয় থানায়

এসে পৌঁছিয়ে দেখলাম যে স্থানীয় পুলিশ কোনও একটি গ্রাম হতে খুঁজে পেতে ইতিমধ্যেই তাদের থানায় এনে হাজির করে বসিয়ে রেখেছে। এই স্ত্রীলোক দুইটি আমাদের নিকট একই প্রকার বিবৃতি প্রদান করেছিল। তাদের বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'অমুক গ্রামে আমাদের দুজনারই বাস। আমরা দুজনেই দুঃখ-ধান্ধা করে দিন গুজরান করি। গরীব স্বামীর সংসারে থেকে এ ছাড়া আর আমাদের গত্যন্তরই বা কি? প্রতি দিন ভোর বেলা তরিতরকারির ঝাঁকা মাথায় করে দুই ক্রোশ হেঁটে আমরা রেলস্টেশনে আসি। তার পর এই বোঝা নিয়ে ট্রেনে করে কলকাতায় এসে তা বাজারে বিক্রয় করি। এই দিন ভোর বেলায় পথ চলতে চলতে নরুন পেড়ে ধুতি কাপড় পরা এই বিধবা মেয়েটিকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। এই মেটে রাস্তার দুধারের ধারে কাছে কোনও বসতি ছিল না। তাই এ তেপান্তরের মাঠের মধ্যে পড়ে মেয়েটি আকুলি বিকুলি করছিল। আমাদের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে সে তার ঐ সর্বনাশের কথা জানালে। আমরা তখন আমাদের গাঁটের পয়সা খরচ করে ওকে কলকাতায় নিয়ে আসি। কিন্তু ও কিছুতেই তার বাড়ির ঠিকানা চিনতে পারছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে ওর বাড়িটা আমরাই খুঁজে বার করে দিই। বাড়ি পৌঁছিয়েই সে তার ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে দেয়। আমরা তার দেবরকে অনেক বুঝিয়ে ওর ওপর লক্ষ্য রাখতে বলি। ওর দেবরকে এই ব্যাপারে থানায় একটা এজাহার দিতে আমরা বলেছিলাম। এখন তো দেখছি এ ব্যাপারে আপনারা মোদেরই নিয়ে টানা-পড়া করতে লেগেছেন।'

আমরা এই স্ত্রীলোক দুটিকে অভয় দিয়ে বিদায় দিয়ে আলেককে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুনরায় এই থানায় ফিরে আসি। এখানে এই মামলা সম্পর্কে একটি বিলম্বিত প্রাথমিক সংবাদও আমরা লিপিবদ্ধ করিয়ে দিই। সব কাজ সেরে আমরা সদলবলে পুনরায় আমাদের ট্রাকে এসে বসেছি, এমন সময় জনৈক স্থানীয় অফিসার এক ঝাঁকা তরকারি, দুই ডাবরী গুড় ও কয়েকটি কাঁচা ডাব আমাদের গাড়িতে তুলে দিলেন। পরে আমরা শুনেছিলাম যে আমাদের সঙ্গের উচ্চপদস্থ বাংলা পুলিশের অফিসারটি এই সব টাটকা আহার্য উচিত মূল্য দিয়ে পারিবারিক ব্যবহারের জন্য কিনেছিলেন। বলা বাহুল্য, পল্লীঅঞ্চলে একবার গেলে এই টাটকা শাকসব্জি ক্রয় করার লোভ কম লোকই ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু আমাদের এই আসামী আলেক এই বিষয়ে আমাদের ভুল বুঝেছিল।

'না না মশাই, এ গাড়িতে এদের সঙ্গে আমি কিছুতেই কলকাতায় ফিরবো না', হঠাৎ আমাদের আসামী আলেক বিদ্রোহী হয়ে উঠে বলে উঠলো, 'এই সব তরিতরকারি এই গাড়ি হতে না নামালে আমি ঐ গাড়িতে কিছুতেই উঠছি না। এই সব পাপের বেসাতীর মধ্যে আমি আর নেই। আমরা ভয় দেখিয়ে যা করেছি তাই এখানে হচ্ছে ভয় না দেখিয়েই। না না, পাপের ঝুড়িতে বোঝাই এই গাড়িতে আমি কিছুতেই উঠবো না।'

আলেকের এই অতিশয়োক্তি থেকে এই দিন অন্ততঃ আমরা এই-টুকু বুঝেছিলাম যে সর্বপ্রকার অন্যায়কে সে ধীরে ধীরে ঘৃণা করতে শিখেছে। এই জন্য সে যখন প্রমাণ পেলো যে এইগুলো আমরা যথাযথ মূল্য দিয়েই কিনেছি তখনই মাত্র সে আমাদের ট্রাকে উঠে আমাদের সঙ্গে একত্রে কলকাতায় ফিরে যেতে রাজি হয়েছিল।

এই দিনের এই ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলো যে আলেক সত্য সত্যই অনুতপ্ত এবং তার সৃষ্ট এই অপদলকে সে ঝাড়েমূলে নির্মূল করে দিতে বদ্ধপরিকর।

কলকাতা ফিরে এসে কিন্তু আমাদের পক্ষে বিশ্রাম গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। আলেকের আগ্রহাতিশয্যে তখুনি আমরা সদলে বেরিয়ে পড়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বাড়িতে ঘুরে গ্রেগরির ও অন্যান্যদের দলের বহু অ্যাংলো অপরাধীকে একে একে পাকড়াও করে ফেললাম। এদের কারুর কারুর বাড়ি তল্লাস করে বহু মার্কা সহ চোরাই দ্রব্যও আমরা উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। এদের বাড়ির আশ পাশ হতে ফেলে রাখা কয়েকটি চোরাই মোটর-কারও আমরা উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। এ ছাড়া খোদ গ্রেগরি সাহেবের বাড়ি থেকে এই অপদলের বহু লোকের নাম ধাম সহ একটি নোট বুকও আমরা হস্তগত করি। এই সময় স্বভাবতঃই গ্রেগরিকে নিয়েও আমরা রাতভর ঘুরা ফিরা করি। গ্রেগরিকে আমাদের সঙ্গে দেখে তার দলের লোকেরা মনে করছিল যে গ্রেগরিই বুঝি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের একে একে ধরিয়ে দিলে। এর ফলে তারাও ক্রুদ্ধ হয়ে দলের খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ই আমাদের জানিয়ে দিতে শুরু করে দিলো। স্থূলবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত অপদল সমূহের মনোবৃত্তি প্রায়ই আদিম বা মধ্যযুগীয় মানুষদের অনুরূপ হয়ে থাকে। তাদের নেতা অন্তর্হিত হলে দলের উপর প্রায়ই এদের আর কোনও মায়া থাকে নি। এদের আনুগত্য থাকে নেতার উপর, সকল ক্ষেত্রে দলের উপর নয়। এই জন্য দেশের রক্ষীদেরও [সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহার্থে] এদের মধ্যে মধ্যযুগীয় পন্থায় বিভেদ সৃষ্টি করে এদের তাঁবে আনতে হয়েছে। আমরাও তাই এদের বিরুদ্ধে এই একই পন্থা অবলম্বন করেছিলাম।

কলিকাতার নানা গৃহে হানা দিয়ে থানায় থানায় আসামীদের জমা দিয়ে লালবাজারের হেডকোআর্টারে সকাল দশটার আগে আমরা পৌঁছুতে পারি নি। আলেককে নিয়ে এই দিন লালবাজারের অফিসে পৌঁছানোর একটু পরেই দেখি দুইজন সহকারী জনৈক পঙ্গু মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে ধরাধরি করে আমাদের ঘরে আনছে। এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সহকারীদের কাঁধে ভর করে প্রায় ঝুলতে ঝুলতেই ঘরে ঢুকছিলেন। এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোককেই আলেকের দল রেড রোডে চলন্ত মোটর হতে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এতোদিন কবিরাজী মতে বাড়িতেই এঁর চিকিৎসা চলছিল। সাবেকী মনোবৃত্তির কারণে ইনি এই ব্যাপারে থানাতেও কোনও এজাহার দেন নি। আমার সহকারীরা অতিকষ্টে শুধু গুজবের উপর নির্ভর করে বড়বাজার অঞ্চলের একটা বাড়ি থেকে এঁকে খুঁজে বার করেছে।

'আহা আহা! ভদ্রলোকের এমন অবস্থা'? আলেক ছুটে এসে তার পায়ের ফুলোর উপরে হাত বুলাতে বুলাতে বলে উঠলো, 'আশ্চর্য! আমরা এতো নিষ্ঠুরও হতে পেরেছি! এঁ্যা? অথচ ঈশ্বর আজও আমাদের বাহাল তবিয়তে বাঁচিয়ে রেখেছেন!'

আলেকের এই উক্তিতে আমার মনে পড়ে গেল যে এই ভদ্রলোক এই ঘটনার সময় গঙ্গাস্নান করে ঈশ্বরের নাম জপ করতে করতে ঘরে ফিরছিলেন। তাহলে কি এই দুর্বৃত্তদের দমন করার জন্যে শেষে কি ঈশ্বর আমাদের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করলেন না কি? এই কথাটা মনে হওয়া মাত্র আমার সর্ব শরীর হিম-শীতল হয়ে শির্ শির্ করে উঠলো। এইটে ছিল আমার এক অদ্ভুত অনুভূতি। সে কথা এখন থাক্।

এই কয়দিন আমরা শুধু আসামীদের গ্রেপ্তার করে হাজতে ভিড় জমিয়েছি। কিন্তু এদের বেশি দিন হাজতে রাখতে হলে এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ হাকিমের নিকট পেশ করতে আমরা বাধ্য। এই জন্য আমরা এইদিন হতে আলেকের বিবৃতি নিজেরাই যাচাই করে দেখতে মনস্থ করলাম। প্রথমেই আমরা খুঁজে বার করলাম মহেশতলার সেই আহত সাইক্লিস্ট ভদ্রলোকটিকে। এই ভদ্রলোকের বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

'মহেশতলাতেই আমাদের আদি বাস। কলকাতায় এক সওদাগরী অফিসে আমি হেড্ ক্লার্ক। প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সাইকেলে আমি গৃহে ফিরি। এই দিন সন্ধ্যা আটটার মধ্যে আমি প্রায় আমাদের গ্রামে পৌছিয়ে গিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ পিছন দিক হতে একটা ট্রাক এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেলে। আমি পড়ে যাওয়া মাত্র কয়েকজন অ্যাংলো যুবক গাড়ি হতে নেমে এসে আমাকে আমার হাত ঘড়িটি হাত হতে খুলে দিতে বললে। তাদের সশস্ত্র দেখে আমি চেঁচাবো কিনা ভাবছিলাম। এই অবসরে এদের কয়জন আমাকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। কিন্তু তারা আমার বিবাহের আংটিটা খুলে তা তাদের দিতে বললে আমি তাতে অস্বীকৃত হই। এই ঘটনাটি ঘটেছিল এখানকার অমুক বাবুর বাড়ির সামনে। ইতিমধ্যে অমুক বাবুও খানার ওপারে তাঁদের বাগানে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে দেখে সাহসী হয়ে আমি ঐ দলের সর্দারকে সজোরে একটা ঘুসি মেরে পালাতে সচেষ্ট হই। কিন্তু তারা আমাকে ঘিরে ফেলে গড়িয়ে খানার মধ্যে ফেলে দেয় ও তার পর এদের একজন হুকুম দেয়—ফোর স্ট্রাইক ওনলি। এদের একজন এই নেতার হুকুম পেয়ে একটা লোহার চাবুক দিয়ে উপর্যুপরি মাত্র চার বার আমার ওপর আঘাত করে আমার দেহ ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। আমি চুপ করে

ঐ খানার মধ্যে শুয়ে শুয়ে ওদের কয়েক জনের মুখ ভাল করে চিনে রেখেছি'।

এর পর আমি এই ভদ্রলোকের বিবৃতি অনুযায়ী তাদের পাড়ার সেই প্রত্যক্ষ দর্শীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হই। এই ভদ্রলোক স্বীকার করেন যে তিনি এই ঘটনাটি আদ্যোপান্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। খানার এপারে থাকায় ভদ্রলোকের কিছুটা নিরাপত্তা ছিল। হঠাৎ এই সাইক্লিস্ট ভদ্রলোকটিকে চেঁচিয়ে উঠতে শুনে তিনি বাগানের ধারে এসে পৌঁছিয়ে ছিলেন। এই ঘটনা ঘটতে দেখে তিনি একবার চেঁচিয়েও উঠেছিলেন। কিন্তু ওদের একজন তাঁর মুখের ওপর টর্চলাইট ফেলে পিস্তলের মত একটা কি উঁচিয়ে ধরায় তিনি চুপ মেরে যান। তবে এই দলের অনেককেই তিনি চিনে রাখতে পেরেছিলেন। এর পর ভদ্র-লোকটিকে আমি আরও কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদের এই সব প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আপনি আচ্ছা লোক তো মশাই। এতো বড় একটা ঘটনা আপনার সম্মুখে ঘটলেও আপনি চুপ করে তা শুধু দেখে গেলেন? আপনার এই ভীরুতায় আমার পর্যন্ত যে লজ্জা করছে।

উঃ—আজ্ঞে! আপনি এই সব কি আজে বাজে কথা আমাকে শুনাচ্ছেন। আপনাদেরই বরং এই জন্য লজ্জা হওয়া উচিত। সাত পুরুষের জমিদার হওয়া সত্ত্বেও তিন বৎসর অবিরাম চেষ্টা করেও তো একটা বন্দুকের লাইসেন্স পেলুম না। বাড়িতে একটা বন্দুক থাকলে এই ভাবে চেঁচিয়ে না উঠে নিঃশব্দে সেটা বাড়ি থেকে এনে নিশ্চয়ই তার সদ্ব্যবহার করতুম। আপনারা নিজেরা তো নাগরিকদের রক্ষা করতে পারবেন না, অধিকন্তু তাদের নিজেদের রক্ষা করবার অধিকারও তাদের দিতে চান না। আমি আর একবার

চেঁচালে বা এগিয়ে গেলে তো সোজা ওরা আমাকে গুলি করে মারতো। আপনারা এ'ভাবে মরলে বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আপনাদের স্ত্রীপুত্রেরা সরকার হতে মাসিক ভাতা পেতো। কিন্তু এই ভাবে বীরত্ব দেখিয়ে একজন নাগরিক নিহত হলে তাদের জন্য একটা পয়সাও সরকার বাহাদুর খরচ করতেন না। মুরুব্বির জোরে এককালীন দান খয়রাতি কিছু জুটলেও তা দু'শো টাকার উপর নিশ্চয়ই উঠতো না। আর যাই আমি হই না কেন আমি মশাই পাগল নই।

এই পাগল ভদ্রলোকের সঙ্গে বৃথা বাক্য ব্যয় না করে এইবার আমরা চিৎপুরের কাশীপুরের জুয়েলারি দোকান দুটিতে এসে তদন্তে রত হলাম। কিন্তু এই খানেও একটি আইনগত অসুবিধার সৃষ্টি হলো। এদের একটি দোকানের দোকানী সেখানে একটা ডাকাতি হয়েছে বলে স্বীকার করলেও সেই অপরাধ সম্পর্কে ইচ্ছা করেই সে স্থানীয় থানায় কোনও এজাহার দেয় নি। অপর দোকানের মালিকও এই ডাকাতির বিষয় স্বীকার করলেও স্থানীয় থানাতে উহা চুরি বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই সম্পর্কে এই জুয়েলার ভদ্রলোকটির বিবৃতির উল্লেখ-যোগ্য অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আজ্ঞে আমি আমার শিশুপুত্র সহ দোকানের মধ্যেই দরজার অর্গল বন্ধ করে ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা শব্দ করে শক্ত দরজাটা দু ফাঁক হয়ে খুলে গেল আর সেই একই সঙ্গে ভিতরে এসে পড়লো মোটরের হেড লাইটের চোখ ঝলসানো এক ঝলক আলোক। আমি বিষয়টি ভালো করে বুঝবার আগেই একটা ভারি বুট আমার গলার উপর চেপে বসেছে। এদিকে আমার শিশুপুত্রটি

জেগে উঠে ক্রমাগত চেঁচাতে শুরু করে দিলে। মোটরের চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোতে মনে হলো কয়েকজন কোট প্যাণ্ট পরা মানুষের অস্পষ্ট ছায়া এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা বার কতক 'চুপ চুপ' করে ছেলেটাকে চুপ করাতে অপারক হয়ে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। সকালে উঠে আমি দেখলাম একটা দশটাকার টাইম পিস ঘড়ি মাত্র ঘর থেকে চুরি গিয়েছে। আমার এই সব কথা শুনে আর পাঁচ জন প্রতিবেশীর মত দারোগা বাবুও মনে করেছিলেন যে আমি বোধ হয় রাত্রিতে কোন স্বপ্নই দেখে থাকবো। এদের এই সব কথায় আমি ইচ্ছে করেই থানাতে ডাকাতির মামলার বদলে চুরির মামলা লিখিয়ে দিয়েছিলাম।"

এই দুইটি ঘটনাই আলেকের স্বীকারোক্তির পরিপোষক হলেও আইনগত দোষত্রুটির জন্য পৃথক মামলা রূপে ধোপে টেঁকবার সম্ভাবনা ছিল কম। তবে আসামীদের বিরুদ্ধে অপকর্মের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার মামলার পক্ষে তাদের এই সকল সাক্ষ্যই ছিল যথেষ্ট। আমার মনে হলো এই গুলি জজ ও জুরিদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য রূপে পরিবেশন করা যেতে পারবে।

এর পর আমরা দমদমে ছাগল চাপা ও সেখানকার সার্জেণ্ট সাহেবের কেরামতীর বিষয় এবং আলেকের বিবৃতিতে উক্ত বিবিধ ঘটনা সম্পর্কে বহু প্রমাণ সংগ্রহ করি। আমরা প্রতিদিন বার হয়ে আলেকের স্বীকৃতিতে উল্লেখিত প্রতিটি স্থান ও ব্যক্তিদের খুজে বার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাকি। এই সম্পর্কে আসামীদের প্রত্যেকের প্রণয়িনী ও তাদের মাতাদেরও আমি বিবৃতি গ্রহণ করেছিলাম। এ ছাড়া আসানসোলে গিয়ে সাহেব সিভিলিয়ান মহকুমা হাকিমেরও জবানবন্দী নেই। বস্তুতঃ

পক্ষে আমরা আলেকের বিবৃতি অনুযায়ী কলিকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগনা, চন্দননগর, হুগলী, বর্ধমান, আসানসোল, আগ্রা, কটক, প্রভৃতি বহুস্থানে গিয়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়ে বুঝেছিলাম যে আলেকের স্বীকারোক্তির প্রতিটি বিষয় বর্ণে বর্ণে সত্য ছিল।

এদিকে আলেক আমাদের আরও একটি বিশেষ উপকার করেছিল। তারই প্ররোচনায় পড়ে সর্ব শুদ্ধ নয় জন [এই দলের] আসামী হাকিমের কাছে স্বীকারোক্তি করেছে। আমাদের অপর আসামী উড. অবশ্য তার মায়ের উপদেশমত ইতিপূর্বেই হাকিমের নিকট একটি স্বীকারোক্তি করে এসেছিল। আদালত হতে এই সকল স্বীকারোক্তির কপি আনিয়ে আমরা জানতে পেরেছি যে এদের কেউই তাদের স্বীকারোক্তিতে কোনও ঘটনা গোপন করেনি। তবে এদের সকলেই আলেকের সহকারিণী সেই রহস্যময়ী নারীর কথা বলে গেলেও এরা কেউই সেই রহস্যময়ী নারীর প্রকৃত পরিচয় ও তার বর্তমান অবস্থান আমাদের জানাতে পারে নি।

এই ভাবে প্রাণপণে চেষ্টা করে আমরা নিম্নোক্ত রূপ সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে নিই।

[১] দস্যুদের এবং তাদের প্রণয়িনীদের বাড়ি ও অঙ্গ হতে সংগৃহীত বিবিধ মামলায় অপহৃত দ্রব্যাদি ; এবং ঐ সকল স্থান হতে অপকার্য সমূহে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, মিলিটারি পোশাক, চোরাই মোটরকার এবং ভ্যান ও ট্রাক এবং তৎসহ বিবিধ বামাল গ্রাহকদের নিকট বিক্রীত অপহৃত দ্রব্যাদি যাহা আমরা উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। এই সকল চোরাই দ্রব্যাদি আমরা কোনও না কোনও এক অপরাধীর বিবৃতি অনুযায়ী উদ্ধার করতে পেরেছি। এক এক অপরাধীর বিবৃতি অনুযায়ী উদ্ধার করে আনা সেই সেই দ্রব্য সেই

সেই আসামীর বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। এর কারণ এরা না জানিয়ে দিলে এই দ্রব্যের অবস্থান আমাদের জানবার কথা নয়। এই কারণে সেই সেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে এই সকল চোরাই দ্রব্যের উদ্ধার প্রমাণ রূপে প্রয়োগ করা গিয়েছিল।

[২] বিবিধ স্থানের বিবিধ মামলার প্রত্যক্ষদর্শীদের, ফরিয়াদি ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এবং তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী ও আহত ব্যক্তিদের বিবিধ ঘটনা সম্পর্কে বিবৃতি, এবং যে সকল পথচারী তাদের তাড়া করেছিল বা যে সকল মহল্লার নাগরিকরা তাদের অপকার্যে বাধা দিয়ে তাদের সহিত খণ্ডযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বিবৃতি এবং যে সকল ডাক্তার আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করেছেন তাঁদের ঐ সম্পর্কীয় বিবৃতি। এঁদের কেউ কেউ চিকিৎসার সময় আহতদের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিও নথিপত্রে লিখে রেখেছিলেন। এই জন্য এই সব নথিপত্রও আমরা আমাদের হেপাজতে নিই।

[৩] নানা স্থানের নানা মামলার প্রাথমিক সংবাদ বহির তৎসম্পর্কীয় লিপিকা যাহা ভিন্ন ভিন্ন থানা হতে সংগ্রহ করা হয়েছিল। বিভিন্ন স্থানের আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সম্পর্কীয় ডাক্তারী রিপোর্ট এবং নিহত ব্যক্তিদের উপর সমাধিত শবব্যবচ্ছেদী অনুবেদন [postmortem report]। চোরাই দ্রব্যাদির বিক্রয়ের সময় অপরাধীরা যে সকল রসিদ সই করেছিল সেই সকল রসিদ পত্র, বিল, ইত্যাদি। চোরাই গাড়ির সন্ধান বলে দিয়ে নাগরিকদের নিকট হতে পুরস্কার স্বরূপ অর্থ নেবার সময় সই করা রসিদ। বিভিন্ন চোরাই দ্রব্যের ক্রেতাদের দোকানের হিসাবের খাতাপত্র। নিজেদের মধ্যে হিস্যা ভাগাভাগির সময় দুর্বৃত্তরা যে সব হিসাব বই ও চিরকুট আদি

তৈরি করেছিল। যে সকল চুরি করা পেট্রোল কুপনের সাহায্যে [এই সময় পেট্রোল কনট্রোল্ড ছিল] আত্রা শহরে তারা পেট্রোল ক্রয় করে সেই সকল কুপন ও বিবিধ ক্রয়-বিক্রয়ের রসিদ ও চিঠিপত্র। অপরাধ সম্পর্কে যে সকল চিঠিপত্র, সঙ্কেত-লিপি ও আদেশ-নামা, যা তারা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করেছিল, সেই সকল মূল্যবান দলিল-পত্রাদি। এই সকল সঙ্কেত-লিপির কয়েকটি আবার অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখা হয়েছিল। এক প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা ঐ লিপি ফুটিয়ে তুলে তা পাঠ করি। এ ছাড়া আনেকের সাহায্যে ও নিজেদের কৃতিত্বের দ্বারা বহু সাঙ্কেতিক লিপি ও চিহ্নেরও আমরা পাঠোদ্ধার করতে সমর্থ হই।

[৪] যে সকল চায়ের দোকানে, আড্ডা স্থানে ও বাড়িতে অপরাধীরা মধ্যে মধ্যে বা প্রতিদিন একত্রে জমায়েত হতো, সেই সকল স্থানের স্থানীয় ব্যক্তিদের বিবৃতি। যে সকল রেলওয়ে স্টেশনে তারা অনুক্রমিক নম্বরের দশ-বারোটি টিকিট এক স্টেশন হতে অপর এক স্টেশনে যাবার জন্য একই দিনে ও সময়ে তারা ক্রয়করেছিল, সেই সকল টিকিট ক্রয় করার প্রমাণ স্বরূপ তারিখ সহ রেল স্টেশনের হিসাব বহি ও খাতা পত্র। যে সকল শহরে বা গ্রামে তারা গাড়ি সমূহ পরিত্যাগ করে এসেছে সেই সকল স্থানের স্থানীয় সাক্ষীদের বিবৃতি। যে সকল ভাড়া করা যানবাহন ও ফেরি নৌকা ও স্টিমার তারা ব্যবহার করেছিল তাদের চালকদের সাক্ষ্য এবং বিভিন্ন স্থানের নাচের ও সাধারণ মজলিস ও ক্লাব বাড়ির মেম্বার ও সেক্রেটারিদের বিবৃতি এবং তৎসহ অপরাধীদের প্রণয়িনীও বান্ধবী ও তাদের মাতা-পিতা বা আত্মীয়দের সাক্ষ্য প্রভৃতি। বিভিন্ন শহরের যে সকল হোটেলে অপরাধের পূর্বে তারা সমবেত হতো বা সেখানে দুই একবার তারা বাস করে এসেছে, সেই সকল হোটেল ও

বোর্ডিঙ-এর মালিক ও ভৃত্যদের সাক্ষ্য প্রভৃতি। এই সকল অপরাধীদের পারস্পরিক সহযোগিতা [association] প্রমাণ করার জন্যে এদের বিবৃতি সমূহ ছিল অপরিহার্য। উপরন্তু রাজসাক্ষীদের বিবৃতিতে উল্লেখিত বিবিধ ঘটনা যে পর পর সত্যই ঘটেছিল তা দিনপঞ্জি ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ করার জন্যেও এই সকল সাক্ষীর বিবৃতির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এমন কি এদের বিবৃতিতে উক্ত মোটর দুর্ঘটনা, দেওয়ালে ধাক্কা দেওয়া বা গাছের ডাল ভাঙা বা ছাগল চাপা দেওয়া বা কারুর সঙ্গে কলহে লিপ্ত হওয়া প্রভৃতি যে সকল ঘটনা অপরাধের পূর্বে ও পরে পথে পথে ঘটেছে সেইগুলিও সাক্ষীদের মুখে আমাদের প্রমাণ করতে হয়েছিল। এমন কি যে সকল ব্রিজে বা ঘাঁটিতে প্রদেয় টোল না দিয়ে তারা পালাতে পেরেছিল সেখানকার লোকজনদেরও তা প্রমাণ করবার জন্য আদালতে আমাদের হাজির করতে হয়েছে।

(৫) আমাদের বন্ধুবর আলেক সহ আরও নয় জন আসামী আলেকের প্ররোচনায় আদালতে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করে এসেছিল। [এই বিষয়ে ইচ্ছে করে আলেককে আমরা আড়কাটি রূপে ব্যবহার করি নি।] বিভিন্ন হাকিমের দ্বারা লিপিবদ্ধ কৃত এই সকল স্বীকারোক্তি-মূলক বিবৃতির কপির নকল সমূহ। বিভিন্ন বাড়ি, বিপণি প্রভৃতিতে তল্লাসীর তল্লাসী-পত্র বা পঞ্চনামা [search list] ও গৃহ-তল্লাসী [খানা তল্লাসী], দেহ-তল্লাসী প্রভৃতিতে উপস্থিত সাক্ষীদের বিবৃতি। মূল তদন্তকারী অফিসার ও সহকারী তদন্তকারীদের সাক্ষ্য এবং তারিখ, সময় ও স্থান সহ অপরাধীদের গ্রেপ্তার প্রমাণ করবার জন্য বিবিধ থানায় রক্ষিত অভিযোগ বহির ক্রাইমশিট্ বা নালিশ খতিয়ান।

(৬) একজন অপরাধীর সহিত অপর অপরাধীর পূর্ব্ব পরিচিতি, বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা প্রমাণের প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য সাবুত। ষড়যন্ত্র মামলা

প্রমাণের জন্য এইরূপ প্রমাণেরও প্রয়োজন আছে। এই সম্পর্কে তদন্ত দ্বারা জানা যায় যে সাধারণ আত্মীয় ছাড়া অসাধারণ আত্মীয়তাও এদের মধ্যে ছিল। যেমন জনৈক আসামীর সমবয়স্ক বন্ধু তার প্রৌঢ়া বিধবা মাতাকে বিবাহ করে। এই বিবাহটি ঐ নারীর পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমাধা হওয়ায় তারা একই দলের লোক হওয়া সত্বেও উভয়ে উভয়ের গুপ্ত কথা ফাঁস করে দেয়। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে এও দেখা যায় যে পুত্র হয়েও এক যুবক নিজে অগ্রণী হয়ে তারই এক বন্ধুর সঙ্গে তার মাতার বিবাহ দিয়েছে। এই বিচিত্র ঘটনাটির কাহিনী এই পুস্তকের প্রথমাংশেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে তার ঐ সৎ-পিতার প্রতি বরং তার কৃতজ্ঞতাই ছিল।

এই ভাবে বহুজনে মিলে দিবা রাত্র পরিশ্রম করে মোটরের বহু পেট্রোল পুড়িয়ে নিজেদের দেহ ও মনকে কষ্ট দিয়ে বহু লোকের অখ্যাতি ও সুখ্যাতি কুড়িয়ে বাংলা প্রদেশ ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে তোলপাড় করে আমরা তদন্তের প্রয়োজনীয় কাজগুলি শেষ করে ফেলেছি। এখন আর এতগুলো আসামীকে পুলিশী হেপাজতীতে রক্ষা করার কোনও প্রয়োজন নেই। এই জন্য এই সকল আসামীর কাউকে জামিনে মুক্ত করে, কাউকে বা জেল হাজতে পাঠিয়ে কেবল মাত্র আলেক ও উড্ সহ এদের ১৭ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মাত্র আমরা পুলিশ হেপাজতীতে রাখা স্থির করলাম। সংযুক্ত ভাবে কোনও এক আসামীকে পনের দিনের উপর পুলিশী হেপাজতীতে রাখা আইন বিরুদ্ধ। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ একটি সুবিধা ছিল। এই সকল আসামীরা প্রত্যেকেই শতাধিক মামলার অপরাধী হওয়ায় এই প্রত্যেকটি মামলার তদন্তের অজুহাতে আমরা প্রতিটি মামলা বাবদ পনের দিন করে তাদের পুলিশ হেপাজতীতে নেবার অধিকারী

ছিলাম। অবশ্য আইনের এই বিশেষ ব্যাখ্যা আজকাল ধোপে টেকানো শক্ত হয়ে উঠেছে।

প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য সাবুত সম্ভব মত সংগ্রহ করার পরও আমাদের দুইটি বিশেষ কায বাকি ছিল। ইহাদের প্রথমটি ছিল মালিকদের দ্বারা চোরাই দ্রব্যাদির সনাক্তিকরণ ; কিন্তু উহার দ্বিতীয়টি ছিল আরও কঠিন। আমাদের দ্বিতীয় কায ছিল মিছিল সনাক্তিকরণের দ্বারা জেলের মধ্যে হাকিমের সম্মুখে বিভিন্ন মামলার সাক্ষীদের দ্বারা আসামীদের সনাক্তিকরণ। আইন অনুযায়ী অনুরূপ আকৃতির ও বেশভূষা সহ বহু ব্যক্তির মধ্যে অপরাধীদের মিশিয়ে দিয়ে সাক্ষীদের তাদের খুঁজে বার করে সনাক্ত করতে বলা হয়ে থাকে। এখন এই ব্যাপারে বহিরাগত ভারতীয়দের সাহায্য নেওয়া চলে না। এর কারণ আকৃতি ও বেশ ভূষার দিক হতে অ্যাংলো যুবকদের সঙ্গে ভারতীয়দের কোনও সাদৃশ্য নেই। প্রতিদিন কুড়ি জন করে অ্যাংলো অপরাধীকে এই পন্থায় সনাক্ত করাতে হলে অন্ততঃ প্রতিবারে চল্লিশ জন বহিরাগত অ্যাংলো যুবকদের এদের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার জন্যে ডেকে আনতে হবে। এ জন্য এদের গাড়ি করে সেখানে আনতে হবে কিংবা গাড়িভাড়া বাবদ ভাতা তাদের আগে ভাগেই দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ঐ টাকা এখুনি দেবে কে? লালফিতার দৌরাত্ম্যে এই বাবদে সরকারী অর্থ মঞ্জুরী আদায় করতে এক বৎসরও অতিক্রান্ত হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া এক-একটি করে সাক্ষীদের বাইরে থেকে ডেকে এনে এদের এই জনারণ্য হতে খুঁজে বার করতে বলতে হবে। এই জন্যও বহু দিন অতিবাহিত হয়ে যাবার কথা। একজন হাকিম একমাস ধরে সারা দিন পরিশ্রম করে তবে ঐ কায সমাধা করতে পারেন। উপরন্তু বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের জেলা ও শহর হতে সাক্ষীদের

ধরে এনে দিনের পর দিন এই জেলে হাজির করাও সহজ কায নয়। সৌভাগ্য ক্রমে এই বিষয়ে আমাদের সাহায্য করবার জন্য কলকাতা শহরের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের নেতৃবর্গই এগিয়ে এলেন। এঁরা প্রতিদিন আশি জন অ্যাংলো যুবককে আমাদের এই কাযে সাহায্য করতে পাঠাতে পারবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই জন্য নিজেদের প্রাইভেট গাড়িগুলিও এঁরা ছেড়ে দিতে রাজি হলেন। আমাদের শুধু তাদের জন্য আফিসে আফিসে ঘুরে ছুটি মঞ্জুরী করিয়ে দিতে হয়েছিল। এ' ছাড়া আমরা ছযখানি পুলিশ ট্রাকও তাদের ব্যবহারার্থে ছেড়ে দিতে পেরেছিলাম। কি ভাবে এই দুঃসাধ্য কার্য আমরা সমাধা করতে পেরেছিলাম সে কথা আমি পরে বলবো। এখন কি ভাবে আমরা চোরাই দ্রব্যাদি তাদের মালিকদের দ্বারা সনাক্ত করাতে পেরেছিলাম সেই কাহিনীটিই প্রথমে বলা যাক্। এই জন্য আমরা ব্যক্তি-মিছিল সনাক্তিকরণের ন্যায় দ্রব্য-মিছিল সনাক্তি-করণের ব্যবস্থাও করেছিলাম। এই মামলায় আমরা বহু দ্রব্য নানা স্থান হতে উদ্ধার করে আনি। কিন্তু মালিকদের দ্বারা উহাদের সনাক্তিকরণ সহজসাধ্য ছিল না। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কয়েকটির সনাক্তযোগ্য মার্কা ছিল, যার দ্বারা মালিকরা বলতে পেরেছিল যে ঐ সকল দ্রব্য তাদেরই। ঐ সকল দ্রব্যের কয়েকটির খোদিত নম্বর, নাম, চিহ্ন প্রভৃতি উকো দিয়ে ঘসে দস্যুরা উঠিয়ে ফেলেছিল। এই সকল ঘসা স্থানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কেমিক্যাল প্রয়োগ করে আমরা ঐ মার্কা পুনরায় ফুটিয়ে তুলি। কোনও ধাতু দ্রব্য চিহ্নিত করবার জন্য উহার উপর ঘা মারলে উহার আঘাত ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম হয়ে ঐ দ্রব্যের শেষ স্তর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যায়। এই জন্য ঐ সব চিহ্নের উপরকার দৃশ্য অংশ উকা দিয়ে ঘসে উঠিয়ে ফেললেও উহার অদৃশ্য সূক্ষ্মতম অংশ ঐ

ঘসা অংশের নিম্নে থেকে গিয়েছে। এই জন্যই বৈজ্ঞানিক পন্থায় আরক লেপন করে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মার্কা পুনরায় ঐ বস্তুর উপর ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলাম। এই সকল দ্রব্য ছাড়া এমন কয়েকটি মহার্ঘ্য যন্ত্রাদিও এরা চুরি করে এনেছিল যার উপর কোনও নম্বর না থাকলেও উহাদের বিদেশী মেকারদের নাম ধাম ঐ সব দ্রব্যের উপর লেখা ছিল। ঐ সকল যন্ত্রাদি বিদেশ হতে আমদানী হওয়ায় আমরা সংশ্লিষ্ট ফার্ম ও ইমপোর্টারদের নিকট তদন্ত করে জানতে পারি যে ঐ রূপ মাত্র বিশটি যন্ত্র এই দেশের বিভিন্ন স্থানে তারা বিক্রি করেছিল। এই কুড়িটা স্থানে আমরা অনুসন্ধান করে জানতে পারি যে এই বিশটি মেশিনের উনিশটি তাদের ক্রেতাদের কাছেই মজুত আছে। কেবলমাত্র উহাদের একটি মেশিন কলিকাতার একটি ফার্ম হতে চুরি গিয়েছে। এইরূপ কষ্টসাধ্য তদন্ত দ্বারা এই চোরাই যন্ত্রটির মালিকানা আমরা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু ফাউনটেন পেন, সিগারেট কেস, আঙটি প্রভৃতি ছোটখাটো দ্রব্য সনাক্তকরণের জন্য আমরা মিছিল-সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করেছিলাম। মার্কা চিহ্ন বা নম্বর না থাকলেও কোনওব্যক্তি যদি কোনও দ্রব্য বহু দিন ধরে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি অনুরূপ বহু দ্রব্যের ভিতর হতে তার এই নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যটি সহজেই বেছে চিনে নিতে পারে। এই কারণেই আমরা মালিকানা প্রমাণ করবার জন্য এই প্রকার দ্রব্য-সনাক্তিকরণের ব্যবস্থা করেছিলাম। এই সম্পর্কে বেহালা অঞ্চলের অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোক্ত বিবৃতিটি প্রণিধান যোগ্য।

"আমাকে তারা ধাক্কা দিয়ে পথের পাশে ফেলে দিয়ে তাদের গাড়ি সহ পূর্ব মুখে চলে যায়। আমি বুঝেছিলাম যে ঐ দিকে রাস্তা না থাকায় তাদের এই পথেই ফিরতে হবে। এই জন্য আমি স্থির হয়ে

এই খানেই শুয়ে থাকি। সৌভাগ্য ক্রমে আমার ছোট টর্চটা আমার পকেটেই ছিল। একটু পরে গাড়িটা ফিরে আসবার সময় টর্চের আলোয় গাড়ির পিছনের নম্বরটা সাবধানে দেখে নিই। আমার দ্রব্যাদি কেড়ে নেবার সময় মোটরের হেডলাইটে ওদের দুজনের মুখ আমি ভালো করেই দেখে রাখি। আহত হওয়ায় আমি নিজে থানায় যেতে পারিনি। তাই সেখানে ঐ গাড়ির নম্বর লেখানো হয় নি। যে আঙটিটা আপনারা উদ্ধার করেছেন সেটা আমারই। আমাদের পাড়ারই এক স্যাকরা ওটা একবার মেরামত করে। ঐ মেরামতির দাগ ও ওজন হতে সেও প্রমাণ করতে পারবে যে ওটা আমারই আঙটি। এই সম্পর্কে প্রমাণ স্বরূপ খাতাপত্রও ওর কাছে মজুত আছে।”

এই দিন সকালে আফিসে এসেই শুনলাম সারা লালবাজারে হৈ চৈ শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি সেখানে এসে পৌঁছুনো মাত্র আমার সহকারী দৌড়ে এসে আমাকে জানালো যে সেখানে এক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। আমরা এই সময় লালবাজারের হাজতে অন্যান্য নেতৃ স্থানীয় আসামীদের সঙ্গে আলেককেও রেখেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে আলেক শেষ বেশ তার দলের অপর নেতা প্ল্যাটকে দিয়েও একটা স্বীকারোক্তি করাতে পারবে। কিন্তু আমার এই ভূলের জন্য পাকা ঘুঁটি কেঁচে গিয়ে মামলাটি ফেঁসে যাবার উপক্রম হলো। এর কারণ আখেরে দেখা গেল যে ওদের দলের অন্যতম নেতা মিঃ প্ল্যাটই আলেককে বাগিয়ে নিয়েছে। এই সম্পর্কে লালবাজারের বড় হাজতের [lock-up] ভারপ্রাপ্ত অ্যাংলো সার্জেন্টের বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধান যোগ্য। তার এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমি এই সব আসামীদের হাজত বাড়ির ওপর তলায় য়ুরোপীআন লক-আপে রেখেছিলাম। এর কারণ য়ুরোপীআনরা 'এ' ক্লাশ প্রিসনার হয়ে থাকে। এ ছাড়া একমাত্র এই হাজত ঘরেই খাট ও কমট আছে। এরা যে কত বড়ো দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক তা আমার ভালো করেই জানা ছিল। এই জন্য এখানকার পাহারাদার সিপাহীদের আমি সতর্ক থাকতেও বলি। কিন্তু এতো সত্ত্বেও রাত্রের দিকে একবার করে আমি এদের স্বচক্ষে দেখে যেতাম। এই দিন শেষ রাত্রে রাউণ্ডে এসে শুনি যে এরা তাদের ঘরে ঐক্যতানে গান ধরেছে। এই গানের তালে তালে তারা হাত দিয়ে ও পা ঠুকে শব্দও করছিল। এদিকে ওদের ঐ ঐক্যতান গীতের উচ্চনাদের আওতায় এদের একজন একটা ছেনির সাহায্যে ঠকঠাক করে ঘরের দেওয়ালের ইটের ফাঁকে ফাঁকে একটা গর্ত করে চলেছে। এমন কি একখানা ইট এই ভাবে এরা দেওয়াল হতে সরাতেও পেরেছিল। তাদের গানের ও হাত তালির আওয়াজে এই ছেনির ছোট শব্দ চাপা পড়ে যাওয়ায় দরজার সিপাহী এই শব্দ শুনতেই পায় নি। তাছাড়া এটা এমন একটি অসম্ভব ও অভাবনীয় ঘটনা যে বিষয়টা বিশ্বাস করাও শক্ত। আমি এদের ধমক দিয়ে গান থামাতে বলে ফিরেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু পরে সন্দেহ হওয়ায় ফিরে এসে দেখি যে এরা দেওয়ালে একটা বড় গর্ত করে ফেলেছে। এই সম্বন্ধে তদন্ত করে আমি জানতে পারি যে জেলের দেওয়াল থেকে একটা হুক তুলে সেটাকে ছেনি বানিয়ে এরা জুতোর শুকতলার মধ্যে করে লালবাজারে আনে। এর পর জুতোর লোহা বাঁধানো হিলটাকে হাতুড়ি করে তা দিয়ে এটাকে ঠুকে ঠুকে এরা দেওয়ালে এই গর্ত তৈরি করতে পেরেছে। এরা যে কতো সাংঘাতিক ডাকাত তা এ থেকে আপনি বুঝতে পারবেন। আলেককে এতোটা বিশ্বাস করা আপনাদের

আদপেই উচিত হয় নি। পুলিশী হেপাজতী থেকে পালাবার চেষ্টা করার জন্য হেষ্টিংস থানায় ওদের বিরুদ্ধে একটা মামলা আমি ইতিমধ্যেই দায়ের করে দিয়ে এসেছি।"

'তা তুমি বাপু বেশ কায়ই করেছো', মনে মনে এই সার্জেণ্ট সাহেবের মুণ্ডপাত করে আমি তাকে বললাম,'কিন্তু এদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলে না, বাবা ? এদের মধ্যে যে আমাদের ভবিষ্যৎ রাজসাক্ষী আলেকও রয়েছে। এখন আমাদের রাজসাক্ষীটি হাতছাড়া হয়ে গেলে তুমি ওর মত একটা রাজসাক্ষী এনে দিতে পারবে ? তুমি তো দেখছি এই রকম হটকারিতা করে আমাদের বড় মামলাটাই একেবারে শেষ করে দিলে। তুমি কি জানো যে একবার মামলার অভিযোগ থানার বাহতে লিপিবদ্ধ করলে তা আর উঠিয়ে নেওয়া যায় না ?'

আমাদের এই অ্যাংলো সার্জেণ্ট সাহেব অতদন্তকারী সংস্থার অফিসার। এই জন্য এই সব বড় বড় মামলার খুঁটিনাটি রীতিনীতি সম্বন্ধে সে আদপেই ওয়াকিবহাল ছিল না। এই কাযের জন্য তাকে তারিফ না করে আমি কেন বিরূপ হয়ে উঠলাম তা সে উপলব্ধিই করতে পারলো না।

'আলেককে কিন্তু স্যার', আমাকে চিন্তিত দেখে আমার জনৈক সহকারী বললেন, 'আর একটুও বিশ্বাস করা চলে না। ওর মাথায় পোকা আছে। কখন যে ওগুলো কিলবিল করে উঠবে তা ও নিজেই জানে না। ভাগ্যিস উডকে আমরা তার মার জামিনে ছেড়ে দিয়েছি। তা না হলে সে'ও হয়তো ওদের দলে ভিড়ে যেতো। এখন আমাদের এই উডকেই রাজসাক্ষী করে নিতে হবে।'

'উহুঁহুঁ। তা হয় না'—আমি মাথা নেড়ে সহকারীকে বললাম,

'আলেকের মত ও আদালতকে ইমপ্রেশ করাতে পারবে না। উডের এতো ক্ষমতা নেই যে আলেকের মত আদালতের বিশ্বাস যোগ্য রূপে গুছিয়ে সাক্ষ্য দেবে। আলেককে কায়দা করে আবার আমাদের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তবে একদিক হতে ভালই হয়েছে। এই সব আসামীদের জামিনের জন্য ওদের উকিলরা হাকিমের কাছে কয়দিন ধরে পীড়াপীড়ি করছে। এই জন্য তাড়াতাড়ি ওদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাখিল না করলে আদালত বলেই দিয়েছে যে ওদের জামিন দিয়ে দেওয়া হবে। একবার জামিনে ছাড়া পেলে ওদের ধরা শক্ত হতো। এখন এই মামলায় ওদের আদালতে সোপার্দ করে ওদের সাজা করিয়ে দিয়ে জেলে পাঠাতে পারলে আমরা বরং নিশ্চিন্তই হতে পারবো। আমার এখনো বিশ্বাস আলেক ইচ্ছে করেই এই ভাবে আমাদের এই বিষয়ে সাহায্য করেছে। কিন্তু এখন মুস্কিল হলো এই যে এ বিষয়ে আলেককে বাদ দিয়ে এই ব্যবস্থা করা যাবে কি? ওকে বরং বোঝানো যাক যে এই মামলা লোক্যাল পুলিশের হাতে থাকায় আমরা এই ব্যাপারে তার জন্য কিছুই করতে পারলাম না। আপাততঃ তার সঙ্গে আমাদের দেখা না করাই উচিত হবে। যা হবার তা আমাদের অবর্তমানেই হয়ে যাক।'

আমার এই পরিকল্পনা মত আমি আলেকের সঙ্গে দেখা না করাই ঠিক করলাম। শুধু একজন অফিসারকে দিয়ে তাকে খবর পাঠিয়ে দিলাম যে আমি কলকাতায় নেই। এই জন্য তার এই সব ব্যাপার আমি জানতেই পারছি না। এদিকে আমার সম্মতি মতই আলেক সহ সকলেরই বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির এই ধারা মতে তাদের সোপর্দ করে দেওয়া হয়েছে। আলেক তার এই অপরাধ অকপট চিত্তেই আদালতে স্বীকার করেছিল। একদিনের বিচারেই মাত্র

পুলিশের হেপাজত হতে পলায়নের চেষ্টা করার জন্যে এদের সকলেরই অন্ততঃ একমাস করে জেল হবার কথা। এই দিন তাদের বিরুদ্ধে এই মামলার শুনানির জন্যে তাদের আদালতে আনা হয়েছে। এই মামলার ফরিয়াদী লক্-আপের সার্জেণ্ট সাহেব আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছেন। এমন সময় এক সর্বনেশে প্রলয়ঙ্করী সংবাদ আমাদের কানে এলো। আমাদের হতভম্ব করে দিয়ে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট্ আদালত থেকে চিফ্ কোর্ট ইনেসপেক্টার দুঃখের সঙ্গে সংবাদ দিলেন যে এই মামলার প্রতিটি আসামীই আদালতের লক-আপের পিছনের দরজা ভেঙ্গে পালিয়ে যেতে পেরেছে। এই ভাবে পালাবার সময় তারা হাজত ঘরের কয়েকজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সিঁদেল চোরদেরও তাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। এই সম্বন্ধে কোর্ট থেকে যে টেলিফোন মেসেজটি পেয়েছিলাম তার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'আজ বেলা তিনটা আন্দাজ সময় এদের বিচারের জন্য ডাক উঠে। কিন্তু লক-আপে এদের দেখতে না পেয়ে আমরা অবাক হয়ে যাই। যত দূর বুঝা গেল তাতে এরা ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট্ আদালতের লক-আপের ব্রিজের নিকট একটা বন্ধ ছোট দুয়ারের তালা ভেঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে। কোর্টের অফিসার ও সিপাই শান্ত্রীরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এদের সন্ধান আর পায় নি। এখুনি শহরের বহির্গমনের রাস্তাগুলিতে পাহারা মোতায়েন করলে এদের পুনরায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হতে পারে।'

এই অঘটনের তারিখটা আমার আজও পর্যন্ত সুস্পষ্ট রূপে মনে আছে। এই তারিখটা ছিল ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিন [১-৪-৪৬]। আমার এও মনে পড়ে যে এই টেলিফোনটি পড়তে পড়তে আমার মুখ হতে অজ্ঞাতে বেরিয়ে পড়েছিল মাত্র একটি কথা, 'দাউ

টু আলেক !' আমার মনে হচ্ছিল যে আমাদের এতো দিনের গড়া বিরাট সৌধ বুঝি এক মুহূর্তেই ধ্বসে পড়লো। এই নিদারুণ দুঃসংবাদ পাওয়া মাত্র আমরা সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। আটক অবস্থায় এরা প্রতি মুহূর্তেই জাহির করতো যে একবার মুক্ত হতে পারলে প্রথমে আমাকেই তারা গুলি করে হত্যা করে ফেলবে। এদের নেতারা হাজত-ঘর হতে চেঁচিয়ে প্রায়ই আমাকে বলতো—'এধারে একবার চেয়ে দেখো। চেয়ে দেখো আমার চোখ ও মুখের দিকে ; জেল হতে বিশ বছর পরে ফিরলেও তোমাকে আমরা প্রথমে সাবড়ে দেবো।' এই কারণ আমারই ভয়ের কারণ ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু চাকরি, সুনাম ও কর্তব্য বজায় রাখতে হলে ভয়কে বিদূরিত করতেই হবে। এ'ছাড়া আমি জানতাম যে বিশ বছরের মধ্যে আমার যা কিছু সুখ-সম্ভোগ তা শেষ হয়ে যাবে। ঐ সময়টুকুর পর মৃত্যু ঘটলেও আমার খুব বেশি ক্ষতি ঘটবে না। তাই মনকে যথা সম্ভব শান্ত করে ভাবলাম যে একবার আমাদের ডেপুটি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এই সম্পর্কে কথাবার্তা ক'য়ে আসা যাক। আমাদের ডেপুটি সাহেব ইতিমধ্যেই খবরটি পেয়ে গিয়েছিলেন। আমি যথাকর্তব্য ঠিক করে নিয়ে ডেপুটি সাহেবের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

'স্যার ! এখন তো ওরা রাস্তায় আমাকে দেখলেই গুলি করবে', সাহেবকে অভিবাদন করে আমি তাঁকে আমার এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে বললাম, 'আজ থেকে আমার জীবন বোধ হয় সংশয় হয়ে উঠলো। জানি না আমার কপালে কি আছে, আমি মরতে কোনও দিনই ভয় পাই নি। তবে অঙ্গহানি হয়ে বেঁচে থাকার ভয় আমার বড্ড হয়।'

'আরে! অতো ভয় করলে কি পৃথিবীতে বেঁচে থাকা চলে', আমাকে

এই ভাবে চিন্তিত হয়ে উঠতে দেখে ডেপুটি সাহেব বললেন, 'এখন এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ওদের তাড়াতাড়ি ধরে ফেলা। ওরা নিশ্চয়ই আবার পূর্বের মত গাড়ি চুরি করে পেট্রোল পাম্প ভেঙে ডাকাতি শুরু করে দেবে। এখন রাত্রে কলিকাতার বহির্গমনের কয়টা রাস্তা ও হাওড়া ও বালি ব্রিজে ওয়াচ মোতায়েন করলে ওরা ধরা পড়লেও পড়তে পারে। কিন্তু আমি ভাবছি যে এই তোমার অতি প্রিয় আলেকও শেষে তোমাকে ডোবালে। আচ্ছা! ট্রাই ইওর লাক্।'

অপরাধী মাত্রেই অব্যবস্থিত চিত্তের মানুষ। এর কারণ এরা মনোজগতের একটি অস্বাভাবিক অবস্থার সন্ততি। কিন্তু ডেপুটি সাহেব আলেকের সম্বন্ধে যাই অভিমত প্রকাশ করুন না কেন আমার তখনও ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে একবার আমার কাছে ওকে আনতে পারলে তাকে পূর্বের ন্যায়ই আমি আমার বাধ্য করে তুলতে পারবো। এদিকে আমাদের ডেপুটি সাহেবের ভবিষ্যৎবাণীও বর্ণে বর্ণে সত্য হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই শহর থেকে পূর্বের মতই মোটর কার চুরি ও পেট্রোল পাম্প ভাঙা শুরু হয়ে গিয়েছে। ওদিকে মফঃস্বল অঞ্চল হতেও পূর্বের ন্যায় ডাকাতির খবর কলিকাতা পুলিশের দপ্তরে আসতে শুরু হয়ে গিয়েছে। এদের হেপাজত হতে সাঙ্ঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র গুলো ইতিপূর্বেই আমরা উদ্ধার করতে পেরেছিলাম, এই যা রক্ষে। ঠিক এই সময়েই একটা সাংঘাতিক খবর শুনে ব্যক্তিগত ভাবে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। এই সম্বন্ধে আমি যে টেলিফোন মেসেজটি সংশ্লিষ্ট থানা থেকে পেয়েছিলাম তার সার মর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"এই দিন সকালে কলিকাতা পুলিশের হেড কোআর্টার্সের জনৈক অ্যাংলো সার্জেণ্টের ও তার স্ত্রীর অবর্তমানে বেলা চারটা আন্দাজ সময়ে

কে বা কাহারা তাদের পার্ক সার্কাসের বাড়ির তালা ভেঙে তার সরকারী সার্ভিস্ রিভলভারটি কয়েকটি তাজা টোটা সহ চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। এই সম্পর্কে কোনও স্থানীয় সাক্ষী সাবুত পাওয়া যায় নি। তবে একজন স্থানীয় পানওয়ালা একজন বেঁটে অ্যাংলো যুবককে এই চারটা আন্দাজ সময়েই এখানে ঘোরা ফেরা করতে দেখেছে। এই লোকটির নাক থ্যাবড়া ও গালে বসন্তের দাগ ছিল।"

এই টেলিফোন মেসেজটি পড়তে পড়তে অস্ফুট স্বরে আমার মুখ হতে বার হয়ে এল একটা নাম—আরাটুন। আমি তৎক্ষণাৎ এই সার্জেণ্ট সাহেবকে তার আফিস থেকে ডাকিয়ে আনিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে দিলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তর গুলো নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আরে, সাহেব! তুমি একজন পুরানো জাঁদরেল অফিসার। আর তোমার বাড়ি হতেই একটা সরকারী রিভলভার চুরি হয়ে গেল? এখন দেখ এই অস্ত্র দিয়ে কোথাও আবার একটা খুন টুন হয়ে না যায়। তোমার ভাগ্য ভালো যে তুমি নিজেই নিজের রিভলভার দিয়ে খুন হয়ে যাওনি।

উঃ—এ স্যার, সত্যি কথা। এটা এমন এক অস্ত্র যা পরের বিপদের ন্যায় নিজের জীবনও বিপন্ন করে তুলে। এর চেয়ে শর্ট গান শত গুণে ভালো। এখন এই অসাবধানতার জন্য আমার চাকরি না চলে যায়। দয়া করে প্রাণপণে চেষ্টা করে অন্ততঃ আমার এই অস্ত্রটি উদ্ধার করে দিন।

প্রঃ—হুঁ, তা দেবো, কিন্তু একটা শর্তে। তোমাকে সব কথা খুলে বলতে হবে। এখন বলো তো তোমার বা তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আরাটুন নামে কোনও অ্যাংলো যুবকের আলাপ ছিল কি না। কোনও না কোনও সূত্রে সে কি কখনও তোমাদের বাড়িতে এসেছিল?

উঃ—আজ্ঞে! আরাটুন নামে একটা অ্যাংলোকে আমি জানি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা ছিল। কিন্তু আমার শাশুড়ীর ইচ্ছেয় আমাকেই সে বিয়ে করে। একদিন আমার অবর্তমানে সে আমাদের বাড়ি এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা কইছিল। এমন সময় আমি সেখানে এসে তাকে দেখে অবাক হয়ে যাই। এর পর সে চলে গেলে আমি আমার স্ত্রীকে স্পষ্ট বলে দিই যে ঐ লোকটা আমার বাড়ি আসে তা আমি পছন্দ করি না। এখন ডিউটিতে রাত দিন ব্যস্ত থাকায় সে আর কোনও দিন আমার অজ্ঞাতে আমার কোআর্টারে এসেছিল কি না তা আমি বলতে পারি না।

প্রঃ—কিন্তু এতো অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও পুলিশ অফিসারদের তো একটা বড়ো স্থবিধে আছে। তাদের বেরুবার যেমন কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই, তেমনি তাদের বাড়ি ফিরবারও তো কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। এ সব জেনেও কি তোমার স্ত্রী তাকে আর বাড়িতে আসতে দিতে সাহস করবে? কিন্তু মদ্দা কথা এই যে এই আরাটুনই তোমার বাড়িতে এই চুরিটা করেছে। তোমাকে এখন তোমাদের সমাজে ঐ জন্য একটু খোঁজ খবর নিতে হবে। তবে এই সব ব্যাপারে তোমার স্ত্রী যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে।

উঃ—আজ্ঞে আপনি ঠিকই বলেছেন। তাহলে এই চুরি আরাটুনই করেছে। এও কি আপনাদের আসামী ছিল না কি? প্রায় দুই মাস তাকে আমি পথে-ঘাটেও দেখতে পাই নি। আমি যে রকম করে পারি তাকে খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করে আনবোই।

এই সুযোগে এই সার্জেণ্ট সাহেবকে তার জরু ও গরু সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করে তুলে তাকে আরও একটু তাতিয়ে দিয়ে আরাটুনের পিছনে তাকে লাগিয়ে দিয়ে ভাবছিলাম- এই বার কি করা যায়? এই সময়

আবার খবর এলো যে গত রাত্রে আরও চারখানা মোটর কার শহর হতে চুরি গিয়েছে। ইতিমধ্যে শহর হতে বেরিয়ে যাবার সব কয়টা রাস্তায় ও ব্রিজের ওপর আমাদের পাহারা মোতায়েন ছিল। তাদের কাছ হতে খবর নিয়ে জানা গেলো যে তখনও পর্যন্ত ঐ সব পথ এই দস্যুদল অতিক্রম করে নি। এই হতে বুঝা গেল যে তারা তখনও শহরে উপস্থিত আছে। আমার ধারণা হলো যে আজ সন্ধ্যার দিকেই তারা শহরের বাইরে বার হয়ে যাবে। এদিক ওদিক অন্যান্য সহকারীদের পাঠিয়ে আমি নিজে একটি ট্রাক নিয়ে শ্যামবাজারের চৌমাথায় ইনেসপেকটার বামদেব দাস ও অন্যান্যদের নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন দুই জন পরিচিত সাহিত্যিককে সঙ্গে নিয়ে খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র বিশ্বাস। আমি সাগ্রহে তাঁকে ট্রাকে তুলে নিয়ে গল্প আরম্ভ করে দিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের সঙ্গে নিয়ে দস্যুদের গাড়ির পিছু পিছু ধাওয়া করে তাঁদের সাক্ষীর পর্যায়ভুক্ত করা। এই বিষয়ে মানী-গুণী সাক্ষীদের সাক্ষ্য আদালতে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে থাকে। আমার এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার এই সব সাহিত্যিক বন্ধুরা পূর্বাহ্ণে অবগত হতে পারলে নিশ্চয়ই গল্প করবার জন্যে আমার গাড়িতে উঠতে রাজি হতেন না। ঠিক এই সময়েই দেখা গেলো যে এই সব পলাতক আসামীদের প্রায় সাত জন আসামী একটা চোরাই মোটর কার সহ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের দিকে বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের একজন সহকারী আরাটুনকেও এদের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল। আমার ইঙ্গিত মাত্র আমার এই সব সাহিত্যিক বন্ধুদের নামবার সুযোগ না দিয়েই আমাদের গাড়িখানা ততোধিক বেগে তাদের

পিছু পিছু ছুটে চললো। তবে আমার সাহিত্যিক বন্ধুরা ফলাফল না ভেবে আমার অনুরোধে সম্মুখের ঐ গাড়িটির নম্বরটি টুকে নিতে পেরেছিলেন। এই গাড়ির নম্বরটি শ্রীপ্রেমেন বিশ্বাস তাঁর নোট বুকে টুকে নেন। [এই নোট বুকটি যথাসময়ে তাঁকে আদালতে দাখিল করতেও হয়েছিল।] এই সময় আমরা হঠাৎ দেখলাম যে হাফশার্ট পরা গৌরবর্ণের একটি হাত পিস্তল উঁচিয়ে আমাদের দিকে তাগ করছে। কিন্তু অপর একটি শ্যামল হাত তখুনি তাকে নিবৃত্ত করে পিস্তলটা বোধ-হয় জোর করেই কেড়ে নিলে। খুব সম্ভবতঃ অযথা একটা খুনোখুনি করতে এরা এই সময় রাজি হলো না। কিন্তু এই শ্যামল হাতটি যে কার তা আমার আর বুঝতে বাকি থাকে নি। এর পর আমরা প্রাণপণে গাড়ি চালিয়ে বালি ব্রিজের কাছে এসে দেখলাম যে সেখানকার মোতায়েন পাহারাদাররা তাদের গাড়িটা আটকে ফেলেছে। কিন্তু গাড়িতে গাড়িতে ধাক্কাধাক্কি করেও তারা ওপারে কি করে চলে যেতে পারলো তা আমাদের ভাবতেও লজ্জা হয়।

পরদিন সকালে আফিসে এসে দুই জন বিশ্বস্ত সহকর্মী ইনেসপেকটর ফোর্ড ও সার্জেণ্ট স্মিথকে ডেকে পাঠালাম। এই দুই জন অ্যাংলো অফিসার এই দলীয় মামলার তদন্তে আমাকে বিশেষ করে সাহায্য করেছিল।

'একটা বিশেষ কায তোমায় ভাই করতে হবে, ফোর্ড সাহেব,' আমি অনুযোগ করে ফোর্ডকে বললাম, 'তা না হলে ব্রাদার! তোমার এই কমরেডকে আরাটুনের গুলিতেই নিহত হতে হবে। একেই ওর রাগটা আমারই উপরে বেশি। তার উপর সার্জেণ্ট হারভের বাড়ি হতে একটি রিভলভারও চুরি করে যোগাড় করতে পেরেছে।'

'এঁ্যা! সে কি বলছো তুমি ঘোষাল', আমাকে সাহস দিয়ে ফোর্ড সাহেব বললো, 'ও হচ্ছে আমাদের বুদ্ধির কাছে শিশু। তা ছাড়া আমরাও কি ওকে ছেড়ে দেবো না কি! আমি হচ্ছি একজন খাঁটি য়ুরোপীয়ান; তা'ছাড়া আজ ৩৬ বৎসর কলকাতায় আছি। ওকে ঠাণ্ডা করতে আমার বেশি দেরি হবে না। আমার পিস্তলের এইম্ [ভাগ] ওর চেয়ে বহু গুণে সুষ্ঠু ও অব্যর্থ।'

'আরে, ওত তুমি যুদ্ধের কথা বলছো। যুদ্ধের হারজিত ভাগ্যের লিখন', আমি একটু বুঝিয়ে ফোর্ড সাহেবকে বললাম, 'সৈন্যের কাজ ও পুলিশের কাজ এক নয়। আমাদের পক্ষে সম্মুখ যুদ্ধে মরা বা মারা কোনটাই সমুচিত হবে না। ওদের বিনাযুদ্ধে পাকড়াতে হলে আলেকের সাহায্য চাই-ই। তোমরা দুজনা শুধু অ্যাংলো সমাজের মধ্যে রটিয়ে দাও যে আলেকের পিতামাতা দুজনাই মরণাপন্ন। এদের মধ্যে আলেকের মাকে ইতি-মধ্যেই অক্সিজেন গ্যাস দেওয়া শুরু হয়েছে। এই সংবাদ শুনা মাত্র মাতৃভক্ত আলেক ওকে দেখতে ছুটে আসবেই। ইত্যবসরে তোমাদের একজন ডালহাউসি স্কোয়ারে রাত্রে ওদের বাড়ির দিকে নজর রেখো।'

ইনেসপেকটার ফোর্ড সাহেব সেনাবাহিনী হতে পুলিশে এসেছে। তাই পুরাপুরি সে এখনও পুলিশ হতে পারে নি। কিন্তু স্মিথ সাহেব ছিল একজন অ্যাংলো সার্জেণ্ট। প্রথম হতেই সে পুলিশে বহাল রয়েছে। আমার এই প্রস্তাবে খুশি হয়ে এইটেই কার্যে পরিণত করতে সে স্বীকৃত হলো।

আমাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় নি। মাত্র তিন দিন পরে আলেক তাদেরই বাড়ির দরজায় ধরা পড়লো। এই সময় সে তার

রুগ্ন নার সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসছিল। আমাদের সুযোগ্য সহকারী সার্জেন্ট স্মিথ সাহেবই তাকে এইখানে নিরস্ত্র অবস্থায় ধরে ফেলে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আলেক একটি বারও পালাবার চেষ্টা করে নি। সে যেন এই শুভ দিনটির জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল।

এই দিন আমি আমার অফিসে টেলিফোনের পাশে বসে একটা না একটা শুভ সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। শহরে ও জেলায় নানা স্থানে হৈ-চৈ নোটিশ জারি করা হয়েছে। আমাদের দক্ষ অফিসাররা দিকে দিকে পলাতকদের জন্য খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করে দিয়েছে। তুই এক জায়গায় তাদের দেখা গেলেও ধরি ধরি করেও তাদের তখনও কেউ ধরতে পারে নি। অথচ কলিকাতার শহর ও উহার শিল্প অঞ্চলের বেষ্টনী ছেড়ে তারা কোনও দূরাঞ্চলেও চলে যায় নি। তাদের এই লুকোচুরি খেলায় আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এমন সময় আলেককে নিয়ে স্মিথ সাহেবকে আমার ঘরে ঢুকতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আলেক মাথা নীচু করে আমার সামনে এসে নীরবে দাঁড়ালো।

'আমি ভালো করে এর দেহ তল্লাস করেছি, স্যার,' সহকারী স্মিথ সাহেব আলেককে আমার সামনে পেশ করে বললো, 'এর কাছে কোনও অস্ত্র-শস্ত্র নেই। আপনি নির্ভয়ে এর সঙ্গে এখন কথাবার্তা করতে পারেন।'

'না, না! এ ভয় আমার একেবারেই নেই। আজও আমি ওকে আগের মতই বিশ্বাস করি,' আমি আলেককে সামনের চেয়ারটাতে বসতে বলে বললাম, 'ওর দ্বারা অন্ততঃ আমার কোনও ক্ষতি হতে পারে না। এই মামলায় আসল তদন্তকারী হচ্ছে আলেক।

আমরা তো শুধু উপলক্ষ মাত্র। ও যে ফিরে আসবে তা আমি জানতাম।'

এর পর আলেকের সঙ্গে আমি এমন ভাবে কথাবার্তা কইতে শুরু করে দিলাম যেন ইতিমধ্যে কোনও কিছু অঘটনই ঘটে যায় নি। এই বিষয়ে আমাদের প্রশ্নোত্তর গুলো চিত্তাকর্ষক বিধায় উহার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—ভালো আছো আলেক? মার সঙ্গে দেখা হলো? শুনলাম তিনি বিশেষ অসুস্থ। তুমি এখানে নেই ব'লে আমরাই তাঁর খোঁজ খবর করেছি। আমি ভাবছিলাম আজই তাঁকে একবার দেখে আসব। তা তোমার মাম্ তোমাকে দেখে কি বললেন?

উ:—তিনি সব কথা শুনে আমাকে তখনি বিদেয় হতে বলেছিলেন। তাঁরই উপদেশ মত আমি পুলিশে আত্মসমর্পণ করতে আসছিলাম। এমন সময় আমাদের বাড়ির লিফটের নীচে স্মিথ সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তা, এ'ভাবে পালানোর জন্য আপনি বোধ হয় আমার উপর খুব রাগ করেছেন? কিন্তু জেনে রাখুন আপনারই জীবন বাঁচাবার জন্যে আমাকেও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। ওরা কেউ আপনাকে দূর হতে হঠাৎ গুলি করলে আমিই তা'হলে তাদের আটকে ফেলতাম। ওদের এ'ভাবে পালিয়ে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে শেষ করে দেওয়া। এর কারণ ওদের কারুর কারুর ধারণা হয়েছিল যে ওদের সত্যকার অপরাধ প্রমাণ করবার জন্যে আপনি মিথ্যে সাক্ষী সাবুৎ যোগাড় করছেন। আরও কয়েকদিন আমি এই ভাবে বাইরে থাকতে পারলে আপনার বোধ হয় ভালই হতো। যাক এখন ধরা পড়ে যখন গেছি তখন এর আর কোনও উপায় নেই।

প্রঃ—'হুঁ! এই কথাই আমি বারে বারে আমাদের সহকারীদের

বলেছি,' আমি সম্মতি সূচক ঘাড় নেড়ে আলেককে বললাম, 'ওদের সঙ্গে তুমি থাকলে অন্ততঃ আমার কোনও ভয়ই নেই। এর প্রমাণ আমি সেদিন শ্যামবাজারের মোড়ে ওদের গাড়ির পিছনে ধাওয়া করবার সময়ই পেয়ে গিয়েছি। এই দিন তোমাকে দেখতে না পেলেও তোমার হাতখানা আমি চিনেছিলাম। এই দিক থেকে বিচার করলে তুমি ভালো কাযই করেছো। এখন বলো দিকি কি ভাবে এই সব পলাতক আসামীদের খুঁজে বার করে পাকড়াও করা যেতে পারে?'

উঃ—তা'হলে আর দেরি করবেন না। আজই এখনি আপনাদের বারাসাত হয়ে নূতন মিলিটারি রাস্তা ধরে এগুতে হবে। এই রাস্তার ধারে আমাদের একখানা চোরাই গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। আমরা তখন একটা ঝোপের মধ্যে তাজা গুলিভরা হারভের রিভলভারটা একটা ঝোপের মধ্যে রেখে দিই। আমারই পরামর্শানুসারে এই ভাবে অস্ত্রটা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এর পর এই ধারে একটা প্রাইভেট লরি থামিয়ে তাতে করে আমরা রাণাঘাটের কাছে একটা স্টেশনে এসে রেলে করে কলকাতায় ফিরি। আজ ওরা একখানা চোরাই গাড়ি করে ঐ আগ্নেয়াস্ত্রটি ওখান হতে উঠিয়ে আনতে যাবে।

আমি তখনি আমার সহকারীদের রক্ষী বাহিনীদের সাজিয়ে তৈরি হতে বলি। কিছুক্ষণ তারা এইসব প্রস্তুতিপর্বে ব্যস্ত ছিল। এই সুযোগে আমি আলেকের একটি বিবৃতি ত্বরিতগতিতে লিখে নিই। আলেক অকপটে সত্য কথাই বলে গেল। তার এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"এইদিন লক-আপে সব অপরাধী আমাকে পাকড়াও করে পুলিশের সহযোগিতা করার জন্য আমাকে অনুযোগ করতে লাগলো। আমি তাদের বুঝিয়ে বললাম যে নারী ধর্ষণ রূপ অপরাধ করে আমরা আদর্শচ্যুত

হয়েছি। খুব সম্ভবতঃ ঈশ্বরই আমার মনের উপর এইজন্য আধিপত্য বিস্তার করেছেন। তা না হলে আমার মত একজন দুর্দান্ত নেতার মনের অবস্থা এরকম হবেই বা কেন? পরিশেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর ঠিক হলো এবার আমরা নূতন করে দল তৈরি করবো এবং নারীদের বরং রক্ষাই করবো। এর পর তারা আপনাকে সংহার করবার জন্যে সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিলে। এর পর পেরেক ও পরে ছেনি তৈরিও করা হলো। জুতার গোড়ালির নালের দ্বারা হাতুড়ির কায করাও ঠিক হলো। কিন্তু এতো সত্ত্বেও লালবাজার হতে পালাতে আমরা সক্ষম হলাম না। পরিশেষে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট লক-আপ থেকে পালানো ঠিক হয়। আপনার জীবন সংশয় বুঝেই আমি এদের সঙ্গ নিতে বাধ্য হই। এখানকার একজন অ্যাংলো তালাতোড় লক-আপের ব্রিজের দরজার তালা ভাঙতে আমাদের সাহায্য করে। শহরে বেরিয়ে পড়েই আমরা পূর্বের মতই মোটর চুরি, পেট্রোলপাম্প ভাঙা এবং ডাকাতি আদি শুরু করে দিই। শুধু পূর্ব প্রতিজ্ঞা মত নারী অপহরণ আর করি না। এই সময় হারভেদের বন্ধু আরাটুন তাদের বাড়িতে পিস্তলের সন্ধান আমাদের জানালে। আমরা বাইরে পাহারা দিতে থাকি। এই সুযোগে আরাটুন স্কাইলাইট ভেঙে ভিতরে ঢুকে পিস্তলটা বার করে আনে। এই পিস্তলটাই আপনাদের উপর ব্যবহার করা ঠিক হয়। একটা গাড়িতে পালাবার সময় সেদিন আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। জন্ তখনই এটা আপনাকে তাগ করে ছুঁড়তে চেয়েছিল। কিন্তু আমি ছুতা নাতা করে তাকে এই কাজ হতে নিরস্ত করি। এই দিনই এক বিপাকে পড়ে রাস্তার ধারে এক ঝোপের মধ্যে এই অস্ত্রটি ওরা আমারই পরামর্শে লুকিয়ে রেখে শহরে ফেরে। এর পর আরাটুন প্রস্তাব করে যে আমাদের আপাততঃ চন্দননগরে গিয়ে গা' ঢাকা দেওয়া

উচিত হবে। এই দিনও আমরা শহরের পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারি। ইতিমধ্যে আমরা প্রায় দশ বারোটা ডাকাতি ও রাহাজানি করে যথেষ্ট অর্থও সংগ্রহ করে নিয়েছি। এই সময় আমারও মনে হয় যে আর পুলিশের সহযোগিতা না করে এই ডাকাতদলই নূতন করে গড়ে তুলি। কিন্তু জনতার [আপনাদেরও] সৌভাগ্য ক্রমে এই দিন আমরা ব্যাণ্ডেল চার্চে এসে উপস্থিত হই। এই চার্চে আসামাত্র আবার আমি অনুতপ্ত হয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠি। আমরা সকলে সেখানে এসে একে একে এই চার্চের ভিসিটার বুকে সই-ও করি। [এই সব পর পর সই করা পাতাটির প্রতিকৃতি এদের সহযোগিতার প্রমাণ রূপে আমরা বিচারের সময় আদালতে দাখিল করি।] এ সময় এরা ঠিক করে সেই পিস্তলটা ঝোপের মধ্য হতে উদ্ধার করে আনবে। আমি প্রার্থনা শেষে আর এদের মধ্যে একটুকুও থাকতে পারি নি। এদিকে কলকাতায় এসে শুনি আমার মা মৃত্যুশয্যায়। আমি দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মায়ের কাছে যাই। তাঁরই পরামর্শ মত পুলিশে ধরা দিতে যাই। কিন্তু তার পূর্বেই গেটের কাছে ধরা পড়ে যাই। আমি আমার পূর্ব প্রতিজ্ঞা হতে আর বিচ্যুত হবো না। আপনি আমাকে পূর্বের মতই বিশ্বাস করতে পারেন।"

আমি ভালো রূপেই জানতাম যে আমার ব্যক্তিত্বের নিকট আলেক পুনরায় মাথা নত করবেই। এর কারণ আমি ইতিমধ্যেই বাক-প্রয়োগ দ্বারা তাকে অভিভূত করে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্তাধীন করে নিয়েছি। তার উপর 'আমার এই মানসিক প্রভাব' কাটিয়ে উঠা ওর পক্ষে এখন আর সহজ নয়।

এদিকে আমাদের সহ-কর্মীরাও সিপাই, শাস্ত্রী ও মোটর ট্রাক তৈরি করে আমাকে ডাকতে এসেছে। আমি আর দেরি না করে আলেককে

নিয়ে এই ট্রাকে চেপে বসা মাত্র উদ্দামগতিতে আমাদের এই পুলিশ ট্রাকটি ছুটে চললো। যশোর রোড ধরে বারাসাত হয়ে আমরা নূতন তৈরি মিলিটারি রাস্তার উপর এসে পড়লাম। উদ্দামগতিতে আমাদের ট্রাকটি এই সর্বোত্তম রাস্তাটি দিয়ে ছুটেই চলেছে। এই ছোটার যেন আর বিরাম নেই। দুই ধারেই বিশাল ধান্যক্ষেত্র। দূরে দূরে—বহু দূরে ক্ষীণ গাছপালা। মধ্যে মধ্যে দুই একটা গ্রামও দেখা যায়। এখানে ওখানে ধীর মন্থর গতিতে পথের প্রান্ত ঘেঁসে দুই একটা গরুর গাড়ি চলেছে। এক জায়গায় ক'টা মেটে খোড়ো ঘরের কাছে এসে আলেক বললো—'আরও অনেক দূর, বাবু।' দূর—দূর—আর দূর—আর কত দূর বাবা! আমাদের মনে হলো বোধ হয় আমরা ২৪ পরগনা ছেড়ে নদীয়া জেলায় এসে পড়েছি। আরও কিছুটা দূর গিয়ে আমরা দেখতে পেলাম যে রাস্তার উপর একটা স্টেশন ওয়াগন ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই মূল্যবান মোটর গাড়িটাতে বসে ছিল কয়েকজন অ্যাংলো যুবক। এদের একজন আবার গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার ধারের একটা বেঁটে খেজুর গাছের মাথা থেকে একটা রসের ডাবরী নামিয়ে নিচ্ছিল। বেশ বুঝা গেল যে এই মোটর গাড়িটা তারা চুরি করে এনেছে। এ'ছাড়া এখানে এসে গরীব চাষীর গুড়ের রসের ডাবরীও ওরা চুরি করলো।

'এখুনি আপনাদের রাইফেল গুলো ওদের দিকে উঁচিয়ে ধরুন', আলেক মাথাটা আমাদের গাড়ির জানলার নীচে হেঁট করে রেখে বলে উঠলো, 'ওদের এই দলটা এখন এই পিস্তল নিতেই এখানে এসেছে।'

এই পলাতক দস্যুরাও আমাদের চেয়ে কম সতর্ক ছিল না। বহু দূর থেকে আমাদের দেখা মাত্র তারা তীর বেগে তাদের গাড়িটা ছুটিয়ে দিলে। খেজুর গুড় চুরিতে মত্ত তাদের বন্ধুটিকে

তারা তুলে নেওয়ারও সময় পেলো না। তাদের এই ব্যবহারের দ্বারা তারা আর একবার প্রমাণ করলো যে আদর্শহীন অপরাধীরা প্রত্যেকেই অতীব স্বার্থপর হয়ে থাকে। আমরাও তৎক্ষণাৎ কিছু দূর এগিয়ে এসে আলেক সহ নির্দিষ্ট স্থানে নেমে পড়লাম। তবে আমরা সকলেই এক সঙ্গে এইখানে নেমে পড়ি নি। আমাদের কয়েকজন সশস্ত্র সহকারী এই পুলিশ ট্রাকে পলাতক অপরাধীদের গাড়িটিকে এক অজানার পথে অনুসরণ করে চললো। এদিকে আমরা গাড়ি হতে নেমেই বাইরেকার সেই অপরাধীর পিছন পিছন দৌড়ে তাকে পাকড়াও করে ফেলেছি। সৌভাগ্য ক্রমে এই অ্যাংলো দস্যু ধান্য ক্ষেত্রের এবড়ো খেবড়ো জমির উপর দিয়ে দৌড়তে অভ্যস্ত ছিল না। অপর দিকে আমাদের অনেকেই বাল্যকালে গ্রামেই মানুষ হয়েছি। এই দস্যুকে গ্রেপ্তার করে রাস্তার উপরে তাকে আমরা তুলে আনলাম। এমন সময় আলেকের ইঙ্গিত পেয়ে আমরা লক্ষ্য করলাম যে পাশের ঝোপটি থেকে থেকে নড়ে উঠছে। আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবার পূর্বেই সেখান থেকে আর একটি অ্যাংলো দস্যু সেই চোরাই পিস্তল হাতে বার হয়ে আমাদের দিকে তাক করে উপর্যুপরি দুইবার ঘোড়া টিপলো। কিন্তু সেই নিশ্চিত মৃত্যুর দূতের ন্যায় শক্তিশালী পুলিশী সার্ভিস পিস্তল হতে একটি গুলিও বার হলো না। পরে জেনেছিলাম যে চোরাই পিস্তলটা ওখানে লুকিয়ে রাখবার সময় আলেক বুদ্ধি করে ওদের অগোচরেই গুলিগুলো বার করে নিয়ে আরও দূরের একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। এর পর আর দেরি না করে আমরা এই লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে পর্যুদস্ত করে ফেললাম। অবশেষে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কৃপায় বিনা রক্তপাতে আমরা দুইজন পলাতক নেতৃস্থানীয় আসামীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করতে পারলাম। কিন্তু তা

সত্ত্বেও দুশ্চিন্তার আমাদের শেষ কোথায়? আমাদের অন্যান্য সহকারীরা অনেকক্ষণ হলো ট্রাকে করে অন্যান্য পলাতক আসামীদের অনুসরণ করেছে। প্রায় ঘণ্টা তিন অতিবাহিত হতে চললো, কিন্তু তারা তো এখন ফিরলো না। একবার আমার মনে হলো ওদের দস্যুদের পিছু পিছু ধাওয়া করতে না দিলেই ভালো হতো। আর একবার আমার মনে হলো, তা ওরা ওদের তখনি অনুসরণ না করলে পুলিশ মহলে নানান কথাই উঠতো। এমন কি এই গাফলতির জন্য কর্তব্যচ্যুতির অভিযোগও আমাদের বিরুদ্ধে আনা অসম্ভব ছিল না। অগত্যা এই দুই জন দুর্দান্ত আসামীকে নিয়ে আমরা মেঠো রাস্তার ধারে মাঠের একটা আলের উপর পিছন ঠেকে বসে পড়লাম। এই দুইজন আসামী থেকে থেকে আলেকের দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হানছে। আলেক কিন্তু এ বিষয়ে নির্ভীক ও নির্বিকার। মধ্যে মধ্যে অবশ্য সে তার মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিচ্ছিল। আরও কতক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হয়ে গেল। আমাদের নিকট কোনও ম্যাপ না থাকায় আমরা কোথায় বসে আছি তাও আমরা জানি না। এদিকে যান বাহন ব্যতিরেকে পায়ে হেঁটে কলকাতায় ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়। আমরা ট্রামে বাসে চড়া কলকাতার নগর পুলিশ। বাংলা পুলিশের মত ক্রোশ ক্রোশ পথ হাঁটায় আমরা অনভ্যস্ত। ইতিমধ্যে জনৈক পথচারী চাষীর সাহায্যে নিকটের এক গ্রাম থেকে এক ভাঁড় অতি দুর্লভ নির্ভেজাল গাওয়া ঘিও কিনে নিয়েছি। তার কাছ হতেই আমরা শুনলাম যে নিকটস্থ রেল ষ্টিশন এখান হতে প্রায় ছয় ক্রোশের পথ। এই লোকটা তাদের এই অখ্যাত গ্রাম ও ঐ রেল স্টেশনের নামও আমাদের বলেছিল। কিন্তু এই দুইটির একটির নামও জীবনে কোনও দিন আমরা শুনিছি ব'লে মনে পড়লো না। এই প্রথম আমরা অনুভব করলাম যে এই প্রদেশের পুলিশ হলেও এই প্রদেশকে

আজও আমরা পুরাপুরি চিনি নি। আমরা আরো বুঝলাম যে পুলিশে অনেক কিছুই শিখলেও নিজের দেশকে চিনতে শিখি নি। পুলিশী শিক্ষার এতোবড় ত্রুটি এর আগে এমন স্পষ্ট ভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়ে নি। পুলিশী ট্রেনিঙ কলেজে আমাদের আইন ও প্যারেড শেখানো হয়েছে। কিন্তু দেশের মানচিত্র ও সমাজ-চিত্র শেখানো হয় নি। অথচ এই দেশ ও দেশের মানুষের উপকারার্থে আমরা কর্মবহাল আছি।

রাত প্রায় আটটার সময় জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রের সুস্পষ্ট আলোকে আমরা দেখতে পেলাম একটা মোটরের উজ্জ্বল আলো দূরের বনানীর অন্ধকার ভেদ করে এই দিকেই ছুটে আসছে। কিন্তু এই গাড়িটি আমাদের না ঐ পলাতক দস্যুদলের? আমরা সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ভাবছিলাম, এবার কি করা যায়। এমনি উদ্বেগের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর আলোর বহর হতে এটা আমাদেরই ট্রাক বলে মনে হলো। আমাদের অনুমান মিথ্যে হয় নি। একটু পরেই আমাদের চিরপরিচিত পুলিশ-হর্নের আওয়াজ শুনতে পেলাম। এই গাড়ি থেকে ডাকাতদের অনুসরণকারী আমাদের সহকর্মীদের নেতা আমেদ সাহেব [ইনি এখন পাকিস্তানে] কালো মুখ করে বেরিয়ে আসা মাত্র তাঁকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলাম। তাঁর বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমরা প্রাণপণে গাড়ি চালিয়ে ওদের গাড়িটাকে অনুসরণ করে চলেছিলাম। প্রায় মাইল বারো দূরে একটা ছোট ফ্ল্যাগ স্টেশনের নিকট ওরা গাড়ি থামিয়ে দিলে। আমরা ওদের নিকটে পৌঁছনোর আগেই তারা গাড়ি ছেড়ে স্টেশনের দিকে ছুট দিলে। আমরা আমাদের গাড়িটা স্টেশনে এনে দেখলাম যে ওরা দূরের কাঁটা তার ডিঙিয়ে রেল লাইনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সময় একটা চলন্ত ট্রেন এই

স্টেশনের নিকট স্বভাবতই মন্থর গতি করেছিল। এই সুযোগে এরা লাফিয়ে লাফিয়ে ঐ চলন্ত গাড়িটাতে উঠে পড়লো। এই চলন্ত রেল গাড়িটাকে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। এই রেল লাইনের পাশাপাশি কোনও রাস্তাও দেখতে পেলাম না। দূর থেকে রাইফেল দিয়ে ওদের গুলি করতে হয়তো পারতাম। কিন্তু এই করতে গিয়ে কি শেষে, স্যার, খুনের দায়ে পড়ে যাবো? এদিকে পুলিশ ট্রাক রাস্তায় ফেলে রেখে পরের ট্রেনে ওদের পিছু ধাওয়া করাও নিরর্থক মনে হলো। এর পর আমরা ওদের পরিত্যক্ত চোরাই স্টেশন ওয়াগনটা ওখানকার রেল-স্টেশন মাস্টারের জিম্মায় রেখে সাক্ষী হিসাবে এই সম্পর্কে তাঁর একটা বিবৃতিও লিখে নিই। এই সব কায সেরে ফিরে আসতে আমাদের এই রকম একটু দেরি হয়ে গেল।”

হঠাৎ একটা ইংরাজি কোরাস গানের সুর কানে ভেসে আসতে আমি পিছন ফিরে দেখলাম যে ধৃতিকৃত আসামীদ্বয় মনের আনন্দে তার-স্বরে গান ধরেছে। আমি তাদের ধমক দিয়ে এর প্রতিবাদ করলে এদের মধ্য হতে একজন বলে উঠলো, ‘আরে বাবু! আমাদের ডিনারের যে সময় হয়ে এলো। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করুন। আমরা যে আপনার প্রিসনার এ কথা স্মরণ করে এ বিষয়ে আপনার দায়িত্বটুকু তো পালন করবেন।” এমন নির্বিকার জীবন বোধ হয় কল্পনাও করা যায় না। ভয় ডর দুঃখ ক্ষোভ মান অপমান বিবর্জিত এই সর্বহারা মানুষগুলোই যেন পৃথিবীর একমাত্র মুক্ত পুরুষ। এরা জানে যে জেলে গিয়েও এরা সাধারণ দেশীয় কয়েদীদের উপর সর্দারী করবে মাত্র। মান অপমান ও ইজ্জত জ্ঞানের মোহ কাটিয়ে উঠলে এ বিষয়ে এদের আর কি-ই বা ভয়ের কারণ থাকতে পারে! কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্যই কি এরা সুখী? তবে এদের সুখের

সংজ্ঞা' আর আমাদের সুখের সংজ্ঞা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ পৃথক্। তবু আমি বিরক্ত হয়ে তাদের এই সব আজে বাজে বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে ধমক দিয়ে বলে উঠলাম, 'শাট আপ্। লজ্জা করে না তোমাদের খাবো খাবো করতে? একটু আগে তো তোমরা আমাদেরই খেতে বসেছিলে।'

'এ তো বড় মুস্কিলের কথা বলেন মশাই,' এই আসামীদের একজন প্রত্যুত্তরে শ্লেষের সঙ্গে জবাব করলো, 'বাঘ গণ্ডারের গায়ে দাঁত ফুটাবে অথচ গণ্ডার তার গায়ে শিঙ ঢুকাবে না, এ মশাই আপনাদের কি রকম বিচার বুদ্ধির কথা? তা ছাড়া বাঘের যেমন পেটের দায়ে হরিণ ধরবার অধিকার আছে, হরিণেরও তো সেই রকম আত্মরক্ষার্থে পালাবার অধিকার আছে। ঈশ্বর যে কারণে বাঘের সুতীক্ষ্ণ দাঁত দিয়েছেন, হরিণকেও তিনি সেই একই কারণে শক্ত লম্বা পা দিয়েছেন। আপনারা তো দেখছি পরম প্রভু ঈশ্বরেও বিশ্বাস হারিয়েছেন। বুদ্ধির দোষে আমরা আজ ধরা প.ড় গিয়েছি। এ জন্য আমাদের অপনাদের ওপর কোনও অভিযোগও নেই। তা ব'লে আমাদের আপনারা সারা রাত না খাইয়ে তো রাখতে পারেন না। আমরা স্যার, ক্রিমিন্যাল। আমরা পুলিশ নই যে এতো কষ্ট করতে যাবো, ভেরি—'

এতক্ষণ আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হাতঘড়ির কাঁটায় ইতিমধ্যেই দশটা বেজে গিয়েছে। দুই জন স্থানীয় চাষীর টিপ সই নিয়ে এই পিস্তল উদ্ধারের প্রমাণ স্বরূপ একটা সার্চলিস্ট তৈরি করে নিতে আরও কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। এতক্ষণ আমরা ক্লান্তি অনুভব করলেও ক্ষুধা অনুভব করি নি। একটা দারুণ উত্তেজনা আমাদের বোধ হয় পার্থিব বিষয় হতে ভুলিয়ে রেখেছিল। আসামীরা ক্ষিধের কথা মনে করিয়ে দেওয়া মাত্র আমাদের পেট

এতক্ষণে ক্ষিধেয় যেন মুচড়ে উঠতে লাগলো। এই নিরালা তেপান্তর মাঠের ধারে আর অপেক্ষা না করে আমরা দ্রুত গতিতে মোটর চালিয়ে যথা সত্বর কলকাতায় ফিরে আসাই সমীচীন মনে করলাম।

পরের দিন সকালে আফিসে এসেই আমরা বাকি পলাতক আসামীদের সম্বন্ধে চিন্তা শুরু করে দিলাম। আলেকও এই সময় আমাদের নিকট ছিল। ইতিমধ্যে এই পলাতকদের বিরুদ্ধে কয়েকটি পৃথক্ চুরি ও ডাকাতি মামলাও আমরা রুজু করে দিয়েছি। এর মধ্যে একটা মোটরকার চুরির মামলার প্রমাণ এদের বিরুদ্ধে অকাট্য ছিল। এরা একটা চুরি করা গাড়িতে করে তখন শ্যামবাজারের মোড় অতিক্রম করছিল। আমাদের সঙ্গে সাক্ষী সাহিত্যিক প্রেমন বিশ্বাস ঐ গাড়িটার নম্বর টুকে নেন। এদিকে এই গাড়ির ভিতরকার কয়েকজন পলাতককেও আমরা চিনে নিয়েছি। এই জন্য এই চোরাই গাড়ির হেপাজতী সহজেই ওদের উপর আমরা বর্তাতে পারবো। এ ছাড়া ওদের এখানে ওখানে ফেলে আসা চোরাই গাড়িগুলোও আমরা সেই সেই স্থান হতে উদ্ধার করে এনেছি। ঐ সব স্থানের স্থানীয় লোকদের কেউ কেউ এদের কাউকে কাউকে চিনেছে বলেই মনে হলো। এ ছাড়া আলেকের আরও একটি স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি আমরা এদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারবো। তবে ব্যাণ্ডেল চার্চের বিরাট ভিসিটার কেতাবটি আনা সম্ভব নয় বলে ঐ বইএর প্রয়োজনীয় পাতাটির একটা ফটোচিত্র গ্রহণ করে আনা যেতে পারবে। এরূপ বহু আলোচনা করার পরে আমি আলেকের বক্তব্য শুনবার জন্যে তার দিকে তাকালাম।

'আরে স্যার! একটা সংবাদ আপনাকে আমি দিতে ভুলে

গিয়েছি,' আলেক এইবার আমাকে উদ্দেশ করে বললো, 'ব্যাণ্ডেল চার্চে প্রার্থনার পর আমরা ওখানকার মাহাত্ম্যের কথা শুনছিলাম। সম্রাট আওরঙ্গজেব তখন দিল্লীর তক্তাউসে। এই সময় পাদ্রীদের একটা জাহাজ সামনের ঐ গঙ্গার ঘাটে ডুবে গেল। তখন পাদ্রীরা জাহাজের মাস্তুলটা শুধু অবলম্বন করে এখানকার এই যিশুর মূর্তিটি বুকে করে ভাসতে ভাসতে গঙ্গার এই কূলে এসে উঠলেন। এই মাস্তুলটা আজও এই চার্চের প্রাঙ্গণে সুরক্ষিত করা রয়েছে। এর পর এইখানে এই চার্চ তৈরি করা হয়। কিন্তু কোনও কারণে মোগলেরা ক্রুদ্ধ হয়ে সেই সময়কার প্রধান পাদ্রীকে দিল্লীতে ধরে নিয়ে যায়। বাদশার হুকুমে তাকে রাজকীয় হস্তীর পদতলে নিষ্পেষণের জন্য ফেলে দেওয়াও হয়। কিন্তু সেই হস্তী তাঁর প্রাণ বিনাশ না করে তাঁকে শুঁড় দিয়ে সযত্নে তার পৃষ্ঠের উপরে উঠিয়ে নিলে। এই সুশিক্ষিত হস্তী এতোদিন মানুষের প্রাণই নিয়েছে; এমন ভাবে সে কোনও দিন কারো প্রাণ দেয় নি। এই অদ্ভুত দৃশ্যে বাদশাহ চমৎকৃত হয়ে এই প্রধান বিশপকে ক্ষমা করলেন ও সেই সঙ্গে এখানকার এই বিরাট চার্চটির নির্মাণের জন্য তাঁকে সানন্দে অনুমতি দিলেন। এই পুরান কাহিনীটুকু শুনতে শুনতে আমার মত আমাদের আর এক জনেরও চোখে জল এসে গেলো। আমার এই ধর্মভীরু বন্ধুটির কাছে আমি শুনেছিলাম যে এবার থেকে সে প্রতি রবিবার একবালপুর অঞ্চলের অমুক চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করে তার এই সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। আজই তো রোববার। একবার চলুন না সেখানে। এখনো বোধ হয় সেখানে প্রার্থনা চলছে—'

আলেকের এই বিবৃতিটি আমরা সত্য বলেই বিশ্বাস করেছিলাম। এই ব্যাণ্ডেল চার্চের পরিবেশ সত্য সত্যই অপূর্ব। বহু ধাপ সিঁড়ির নিচে স্রোতস্বিনী গঙ্গা কুল কুল করে বয়ে চলেছে। এই প্রশস্ত

সোপানরাজি ও গগনস্পর্শী চার্চের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ শ্যামল সমতলভূমি—এই খানে দাঁড়িয়ে গঙ্গা বা চার্চ যেদিকেই চাও আপনা হতে মাথা নুইয়ে পড়বে। এ ছাড়া চার্চের প্রাচীন খিলান ও দালানগুলি যেন ডাক দিয়ে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে কথা কইতে চায়। এর উপর সব সময়ই ধূপ-ধুনা ও বিদগ্ধ সুগন্ধির মন মাতানো একটা সুগন্ধ চার্চের প্রতিটি কক্ষ মাতোয়ারা করে রেখেছে। এই সুগন্ধ নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে যেন মরমে গিয়ে পৌছায়। জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষ মাত্রকেই এই পরিবেশ ধর্মভাবে উদ্বেলিত করে দিতে পারে। এই নির্জন গির্জাটির মোহিনী শক্তি সত্যই অতুলনীয়। এইখানে এসে এই দুর্দান্ত দস্যুদের মধ্যেও ধর্মভাব আসা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

এখন আলেকের এই উপদেশটি শিরোধার্য করে আমরা তখুনি একবালপুরের চার্চে গিয়ে দেখি যিশু ক্রোড়ে মাদার মেরীর মূর্তির নিচে নতজানু হয়ে বসে আমাদের এই পলাতক দস্যুনেতা প্রার্থনা করছে। এই মনোরম স্থানটি মূল চার্চের বাইরের প্রাঙ্গণের এক পাশে থাকায় একে আমরা প্রার্থনারত অবস্থাতেই গ্রেপ্তার করতে পেরেছিলাম। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে নিম্নোক্ত রূপ একটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি দিয়েছিল।

'পরমপিতা ঈশ্বরই তাহলে আপনাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি সানন্দেই আজ আপনাদের অনুসরণ করবো। আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমি এই কথাই আজ ঈশ্বরের কাছে জানাচ্ছিলাম যে, 'হে প্রভু, তুমি যদি মানুষের মঙ্গলই চাও তাহলে আমাদের দিয়ে বারে বারে এতো অপকর্মই বা কেন করাচ্ছো? সর্ব্বশক্তিমান হয়েও কেন তুমি আমাদের নিরস্ত করে সত্যের সন্ধান দিতে পারছো না? আমি আমার একান্ত অনুগতা প্রণয়িনীকে কথা দিয়েছি যে এবার আমি তাকে

নিয়ে শান্তিতে বাস করবো। কিন্তু তা সত্বেও কেন তুমি আবার আমাকে এমন এক বিপাকে ফেলে দিলে। এতে তো আমার ক্ষতি ছাড়া কোনও লাভই হলো না। হে প্রভু! এবারকার মত পুলিশ যেন আমাকে রেহাই দিয়ে আমাকে মানুষের ন্যায় বাঁচতে দেয়।'

বলা বাহুল্য, এই সকল পাগলদের প্রলাপ শুনবার মত আমাদের যথেষ্ট ধৈর্য বা সময় ছিল না। তবু আমার মনে হলো যে একমাত্র ধর্মীয় আওতায় এনে যুগে যুগে অপরাধীদের নিরপরাধীতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। এই সময় এই দলের প্রত্যেকেই বুঝেছিল যে তাদের দলরূপ প্রাসাদের একটি একটি ইট ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। এই জন্য মনোবল হারিয়ে তাদের অবস্থা হয়েছিল হালবিহীন নৌকার মতন। এই সুযোগে এখান হতে ওখানে হন্যে কুকুরদের মত তাড়িয়ে নিয়ে আমরা তাদের অবসন্ন করে তুলছিলাম। এ ছাড়া খাঁটি ভারতীয়দের ন্যায় লুকিয়ে বেড়াবার সুযোগ ও সুবিধা ছিল এদের খুব কম। এই জন্য খোঁজাখুঁজি করে বাকি অপরাধীদেরও আমরা একে একে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হই।

এই ভাবে এই সকল পলাতক আসামীদের প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করার পর আমরা অপর এক মহা সমস্যার সম্মুখীন হই। ইতিমধ্যেই আদালতের হেপাজতী থেকে পলায়নের অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করে দেওয়া হয়েছিল। এই জন্য আলেককে লালবাজার লক্-আপ হতে পলায়নের চেষ্টার অপরাধে অব্যাহতি দিতে পারলেও এই সাংঘাতিক চাঞ্চল্যকর মামলা হতে আমরা তাকে অব্যাহতি দিতে পারি নি। আলেককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছয়মাস কারাবরণ করতে আমরা রাজি করলাম। কলিকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্ পামার সাহেবের বিচারে এদের প্রত্যেকেরই ছয়

মাস করে জেল হয়ে গেলো। এদিকে আমাদের তদন্তের ব্যাপারে প্রধান কাজ—মিছিল-সনাক্তিকরণের কাযটিই বাকি রয়ে গিয়েছে। এই কাষটি করার জন্য প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্ তাঁর কোর্টের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ. কে. বোসের উপর ভার দিলেন। প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে এই মিছিল সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে শহরের প্রায় একশত ভদ্র অ্যাংলো যুবককে এই কাজে আমাদের সাহায্য করবার জন্য আনিয়ে নিতে পেরেছিলাম। এই সকল ভদ্র অ্যাংলো যুবক তাদের সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ এই সব দস্যুদের কীর্তিকলাপ কাগজে পড়ে তাদের ওপর এমনিই বিরূপ হয়ে উঠেছিল। এই জন্য তাদের নেতাদের নির্দেশে এরা সানন্দে এই বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। দিনের পর দিন এদের সরকারী গাড়িতে তুলে আমরা জেলের ভিতর এনেছি। এর কারণ একদিনে সবকয়টি মামলার মিছিল-সনাক্তিকরণ সম্ভব হয়ে উঠে নি; কিন্তু এতো ক্ষতি স্বীকার করতে হলেও এরা কেউই ক্ষণিকের জন্যও বিরক্তি প্রকাশ করে নি। এ ছাড়া আমাদের বহু ট্রাক প্রতিদিন ২৪ পরগনা, হুগলী, হাওড়ার নানা স্থান হতে দলে দলে সাক্ষীদের এই জেলের বাইরে এনে জমা করতো। এই মিছিল-সনাক্তিকরণ একদিনে সমাধা করা যায় নি। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাইরের অ্যাংলো যুবকদের একদিনে উপস্থিত করা সব দিন সম্ভব হয় নি। এই জন্যে এই কাজ আমাদের ক্ষেপে ক্ষেপে সমাধা করতে হয়েছে।

এই ভাবে প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে উপরি উপরি চার দিন মিছিল সনাক্তিকরণের কাজ শেষ হয়েছে। অধিকাংশ আসামীকে কোনও না কোনও মামলার কোনও না কোনও সাক্ষী সনাক্তও করেছে। এখনও এই ভাবে আরও সাত আট দিন কাজ করতে হবে। এমন

সময় আমরা এক অচিন্তনীয় বিরাট বাধার সম্মুখীন হয়ে পড়লাম। পর দিন ভোর হতেই এই শহরে সভ্যতা বিধ্বংসী কলিকাতা নিধন-যজ্ঞ শুরু হয়ে গেলো। এই সাম্প্রদায়িক মহাদাঙ্গার মধ্যে পড়ে আমরা যেন দিশেহারা হয়ে গেলাম। কোথায় আসামী, কোথায় সাক্ষী বা হাকিম মহোদয় আর আমরাই বা কে কোথায় তা কে কাকে বলে দেবে? এই মহাতাণ্ডবের মধ্যেএক মাস এমনিই অতিবাহিত হয়ে গেল। এতদিন আমরা হিন্দু-মোসলেম অফিসারেরা ছিলাম একটি পুলিশ সম্প্রদায়ের লোক। পরস্পরের জাতি ধর্মের কথা আমাদের কোনও দিনই মনে হয় নি। কিন্তু আজ একজন অপরজনের পাড়ায় পর্যন্ত যেতে পারে না। এই সব দাঙ্গাকারী ইতিমধ্যেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দস্যুদের দ্বারা কৃত সকল অপরাধই ম্লান করে দিয়েছে। এদের এই সব অপরাধের কথা শুনে একদিন আমরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে শিউরে উঠেছিলাম। আজ অসহায়ের মত এই সব অপরাধই আমরা প্রতিদিন দেখছি ও শুনছি। এই সব দেখে শুনে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গ্যাঙ্গের দ্বারা সমাধিত অপরাধের উপর আমরা আর পূর্বের মত গুরুত্বই দিতে পারছি না। আমাদের তদন্তকারী অফিসারদের দলের মধ্যে হিন্দু, মোসলেম ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—এই তিন শ্রেণীর অফিসারদের আমি বেছে নিয়েছিলাম। এই মহাদাঙ্গার সূচনার একমাস পরে যখন আমরা পুনরায় পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলাম তখন আর আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখতেও লজ্জা পাই। এই এক মাসের মধ্যে পরস্পরের বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব নিহত ও নিগৃহীত হয়েছে। আমরা অবাক হয়ে ভাবি যে আমরা এতোদিন তাহলে কোথায় ছিলাম! আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে কেন আমাদের মত বাছা বাছা কয়জন

অফিসারকে সম্প্রতি প্রায় একই সঙ্গে হঠাৎ থানাগুলি হতে গোয়েন্দা বিভাগে [ক্ষেত্র বিশেষে] প্রমোশন দিয়েও বদলী করে আনা হয়েছিল। আমাদের এও মনে হচ্ছিল যে গোয়েন্দা বিভাগের বদলে থানায় এই সময় বহাল থাকলে আমরা নিশ্চয়ই এই মহাদাঙ্গা ঘটতে দিতাম না। কিন্তু আজ আমরাও অন্যান্য অসহায় নাগরিকদের মতই অসহায়। আমাদের মনের এই সব চিন্তা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সহকর্মীরা হয়তো বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা মুরুব্বিয়ানা চালে আমাদের উভয় দলের মধ্যবর্তী স্থানটি বসবার জন্যে বেছে নিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসতে লাগলো।

এমনি কতো শত শত দলবদ্ধ রাহাজানি, ডাকাতি, অপহরণ ও ধর্ষণ ও নির্মম হত্যা এই শহরের বুকের উপর ঘটে গেলো। এই সব মামলার তদন্ত না করে প্রতিদিন কতো নির্দোষ মানুষের মৃতদেহগুলি কবর দেওয়া বা দাহ করা হচ্ছে। এদিকে আমরা তখনও বহু পূর্বে ঘটা ভুলে যাওয়া কয়েকটি মাত্র অপরাধের তদন্তের জন্য মাথা ঘামাতে চাইছি। পুনরায় আমরা সাক্ষীদের দ্বারা এই সব আসামীদের সনাক্ত-করণের কাযে আত্মনিয়োগ করলাম। তখনও এখানে ওখানে মহাদাঙ্গা বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটে চলেছে। অগত্যা হিন্দু অফিসাররা হিন্দু পাড়া হতে এবং মোসলেম অফিসাররা মোসলেম পাড়া হতে সশস্ত্র শান্ত্রী সহ সাক্ষীদের ট্রাকে করে জেলে আনতে শুরু করে দিলে। আমি নিজে ভীত ত্রস্ত হাকিম বাহাদুরকে এই কাজের জন্য সুরক্ষিত মোটর যানে তুলে জেলে আনতাম। অন্যদিকে অ্যাংলো অফিসাররা নিয়ে এলো বাহিরের অ্যাংলো যুবকদের সঙ্গে করে জেলে। এই ভাবে প্রায় কুইনাইন খাওয়ার মত আমরা আমাদের কর্তব্য কায সমাধা করে চলছিলাম। মধ্যে মধ্যে পথে আমাদের ট্রাক হতে নেমে পড়ে দাঙ্গারত

ঘাতকদের বিতাড়িত করে পথচারীদের আমরা রক্ষাও করে চলছিলাম। কখনও কখনও তাদের নিরাপদ স্থানে ট্রাকে তুলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেরিও হয়ে যেতো। এ'ছাড়া রাজপথে বিক্ষিপ্ত মৃতদেহগুলিকে এড়িয়ে পথ করে এগুনোও ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই ভাবে আমরা বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এই সনাক্তকরণের কাযটি সুষ্ঠু ভাবেই সমাধা করেছিলাম।

এই মিছিল সনাক্তিকরণের কাযটি আমরা দুই প্রকারে সমাধা করি। বহু সাক্ষী সম্মুখ দিক হতে শুধু আসামীদের মুখ দেখেই চিনতে পেরে-ছিল। এদের কেউ কেউ আসামীদের মুখ না চিনলেও তাদের গলার স্বর শুনে তাদের চিনতে পেরেছিল। এই সাক্ষীদের সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়-মান ব্যক্তিদের পিছনে এসে তাদের কাঁধে হাত রাখলে তাদের নাম বলতে বলা হয়। এই ভাবে মিছিলের সারির পিছনে হেঁটে এই সাক্ষীরা তাদের গলার স্বর হতে অতগুলো বাহিরের লোকের মধ্য হতে তাদের চিনে নিতে পারে।

এই ভাবে সুষ্ঠু ভাবে তদন্ত কায শেষ করার পর আমরা একটি আইনগত অসুবিধার সম্মুখীন হই। প্রায় ১০০ দস্যু এক প্রদেশের বিভিন্ন জেলা, শহর এবং সেই সঙ্গে ভিন্ন প্রদেশের বহু জিলা ও শহরে এই সব অপরাধ সমাধা করেছে। এই সকল অপরাধ বিভিন্ন আদালতের এলাকায় সমাধা হওয়ায় সেই আদালতে এদের বিচার হবার কথা। এতোগুলো আসামীকে এক জেলার আদালত হতে অপর জেলার আদালতে টানা হেঁচড়া করার মধ্যে অসুবিধা অনেক। এই সম্পর্কে আমরা সরকারী উকিল শ্রীপঙ্কজ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ করলে প্রথমে তিনি বলেন যে ভারতের অন্য প্রদেশে সঙ্ঘটিত অপরাধগুলি বাদ দিয়ে বাঙলা প্রদেশে সঙ্ঘটিত অপরাধগুলি একত্র করে এদের

বিরুদ্ধে ঐ সব অপরাধ করার জন্যে একটি ষড়যন্ত্র করার মামলা রুজু করা উচিত হবে। এখন এই প্রদেশের বিভিন্ন জিলার বিভিন্ন আদালতের এক্তিয়ারাধীন এই মামলাগুলির একত্রে বিচার ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হতে হবে। একই প্রস্থ আসামী ও সাক্ষীদের এবং একই ধরনের সাক্ষ্য বারে বারে এক আদালত হতে অপর আদালতে আনা অসম্ভব—এই অজুহাতে হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে এদের বিচারের জন্য কলিকাতার যে কোনও একটি আদালতকে ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু পরে পাবলিক প্রসিকিউটার এই মামলার নথি-পত্র দেখে ভিন্ন আর একটি মত প্রকাশ করেছিলেন। এঁর এই অভিমতটির উল্লেখযোগ্য অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"এই মামলার নথি-পত্র হতে দেখা যাচ্ছে যে ২৪ পরগনায় সঙ্ঘটিত আটটি সাংঘাতিক অপরাধেই এদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ যথেষ্ট। তখন আমরা এই আটটি মামলার জন্য এদের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক মামলা ২৪ পরগনা জেলার এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের করতে পারবো। যেহেতু এঁর সমস্ত ২৪ পরগনা জেলা ব্যাপী এক্তিয়ার আছে, সেই হেতু বিভিন্ন আদালতের এক্তিয়ারেতে ঘটলেও সেইগুলির বিচার ইনি সমাধা করতে সক্ষম। এ'ছাড়া নথি-পত্র হতে দেখা যাচ্ছে যে এদের বিরুদ্ধে এই সকল অপরাধ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করার অপরাধে একটি পৃথক মামলাও দায়ের করা যেতে পারে। আলেককে এপ্রুভার করা সম্ভব হলে তার বিবৃতি মত এই ষড়যন্ত্রেরও সূত্রপাত হয় ঢাকুরিয়া লেকে। আলেকের বিবৃতিতে দেখা যায় যে এইখানেই সকলে সমবেত হয়ে এই অপরাধ করারজন্যে এক দল তৈরির সংকল্প করে। এই স্থানটি কলিকাতার শহরতলীর অন্তর্গত হওয়ায় উহাও ২৪ পরগনা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এলাকাধীন। এই জন্য এই ষড়-

যন্ত্রের [conspiracy] মামলাটিও ২৪ পরগনার অ্যাডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উপরোক্ত পৃথক আটটি মামলার সহিত একত্রে বিচার করা যেতে পারে। এই ২৪ পরগনা জিলার বাইরে বিভিন্ন স্থানে যে সব অপরাধ সঙ্ঘটিত হয়েছিল সেই সব ঘটনা ও উহাদের সাক্ষীদের এই ষড়যন্ত্রের মামলার এক একটি প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করলে সুফল ফলবে। এর ফলে যে সকল মামলায় সাক্ষ্য সাবুত অপর্যাপ্ত সেইগুলিও অন্যান্য সুপ্রমাণিত অপরাধের সহিত একত্রে পরিবেশিত হওয়ায় বিশ্বাস যোগ্য রূপে আদালতে প্রমাণিত হবে। এই ভাবে শত শত সাক্ষীদের ও অতোগুলি আসামীদের ও তদন্তকারী অফিসারদের এক আদালত হতে অপর আদালতে টানা পোড়েনের দুরূহ কার্য হতে আমরা অব্যাহতি দিতে পারি।"

২৪ পরগনার তৎকালীন পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীযুত পঙ্কজ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের এই অভিমতটিআমাদের ডেপুটিসাহেব শ্রীহীরেন্দ্র সরকারের বিশেষ মনঃপূত হয়েছিল। তিনি এই জন্য আমাদের এই সরকারী উকিলের উপদেশমত এই মামলা ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রিটের আদালত হতে ২৪ পরগনার অ্যাডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে স্থানান্তরিত করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ কার্যে পরিণত করবার সময় আমরা অপর একটি আইনগত অসুবিধার সম্মুখীন হলাম। এই সব দুর্দান্ত আসামীদের কয়েকজন ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রিটের কোর্টেরলক-আপ ভেঙেপালিয়েও ২৪ পরগনা জেলার এখানে ওখানে এবং কলকাতার কয়েকটি স্থানে আরও কয়েকটি সাঙ্ঘাতিক অপরাধ সমাধা করে। এখন এই অপরাধ-গুলিও কি এই ষড়যন্ত্রের মামলার সঙ্গে দেওয়া সম্ভব হবে? আলেকের বিবৃতি মতে এই সব অপরাধ করার ষড়যন্ত্রও তারা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে করেছিল। এই সময় এদের সাধারণ সভ্যদের প্রেসিডেন্সি জেলে

এবং তাদের [পলাতক] নেতাদের আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছিল। এতগুলি আসামী এই শহরের জেলে অত্যধিক উৎপাত করতে থাকায় এদের বিভক্ত করে রাখার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ হাকিমদের হুকুম নিয়ে এইরূপ এক ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সময় এরা জেলের গেটের উপরকার জেলারের কোয়ার্টারের মধ্যে দিয়েও পালাবার পরিকল্পনা করেছিল। এই বিষয়টি পূর্বাহ্ণেই জানাজানি হয়ে যাওয়ায় এদের একত্রে এক জেলে রাখা হতো না। এখন এই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলটি ২৪ পরগনা জিলার মধ্যে পড়ায়—এই জিলারই প্রধান আদালতে এদের ষড়যন্ত্রের বিচারে আইনানুযায়ী বাধা না থাকারই কথা। কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের সরকারী উকিল একটি বৈধতার প্রশ্ন তুলে নিম্নোক্ত রূপ অপর একটি অভিমত প্রদান করলেন। তাঁর এই অভিমতটিরও প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"প্রথমবার ধরা পড়ার পরই প্রথম গোষ্ঠার অপরাধ সমূহের ষড়যন্ত্রের অপরাধের সমাপ্তি ঘটেছে। এই জন্য পুলিশী হেপাজত হতে পালাবার পর সজ্ঘটিত অপরাধ ও উহার ষড়যন্ত্র প্রথমোক্ত ষড়যন্ত্রের মামলার সহিত যুক্ত করা চলে না। এদের পলায়নের পর সজ্ঘটিত অপরাধ ও উহার ষড়যন্ত্রের বিচার পৃথক ভাবে রুজু করতে হবে। এখন এই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত আলিপুর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের এলাকায় সজ্ঘটিত হওয়ায় এদের অপরাধের বিচার আলিপুর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

এই সময় কলিকাতা পুলিশ এবং বাংলা পুলিশ—এই দুই পুলিশই একত্রে এই বিরাট মামলার তদন্ত শুরু করে দিয়েছিল। বস্তুতঃ পক্ষে আমার আহ্বানে বাংলা পুলিশ আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। [এই বাংলা পুলিশের সব কয়জন তদন্তকারীই এখন

পাকিস্তানে]। আমাদের উভয়দলই আসামী আলেককে এই উভয় ষড়-যন্ত্রের মামলায় এপ্রুভার বা রাজসাক্ষী করতে রাজি হলাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে আসামী উডকে রাজসাক্ষ্য করা নিয়ে দারুণ মতভেদের সৃষ্টি হলো। আমাদের অধিকাংশ অফিসারের মতে কোনও দ্বিতীয় বা বিকল্প রাজসাক্ষীর আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু দুইটি কারণে আমি উডকেও রাজসাক্ষী করবার জন্য জেদ ধরে বসলাম। এর প্রথম কারণ ছিল এই যে, কোনও কারণে আলেক রাজসাক্ষী রূপে হাতছাড়া হলে আসামী উডকে তার স্থলাভিষিক্ত করা যাবে। এর দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, এই উড ও তার মা'কে আমি তাকে রাজ-সাক্ষী করবো ব'লে কথা দিয়েছি। হয়তো এইরূপ একটা আশা পেয়েই উড হাকিমের কাছে একটা স্বীকারোক্তি করে থাকবে। কিন্তু তা সত্য হোক বা না হোক, কথার খেলাপ আমি কিছুই হতে দেবো না। তা ছাড়া আলেক এবং উডই প্রতিটি ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল। একত্রে এতোগুলি ঘটনা এরাই মাত্র বিবৃত করতে পারে। এখন কোনও কারণে আলেক হাতছাড়া হয়ে গেলে মূল ষড়যন্ত্র মামলাটিই যে ফেঁসে যাবে। এই সব অফিসাররা ভালো করেই জানতেন যে এই সব রাজসাক্ষীকে বিচারের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁবে রাখতে আমি ছাড়া আর কেউই পারবে না। এই জন্য আমার এই জিদই শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। উপরন্তু আমাদের সরকারী উকিলও এই বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন।

পুলিশী হেপাজত হতে পালাবার পর এই সব আসামীরা মাত্র কয়েকটি ছোট খাটো অপরাধ করেছিল। এই জন্য এদের এই দ্বিতীয় বারের অপরাধ ও উহার ষড়যন্ত্রের মামলাটির বিচার আলিপুর পুলিশ কোর্টে সমাধা হতে বেশি দেরি হয় নি। এর কারণ এই সব মামলার

কোনটিই দায়রা আদালতের বিচারাধীন ছিল না। এই সব মামলায় একত্রে এদের ছয়মাস করে জেল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মহা ভাবনা হলো আমাদের মুল ষড়যন্ত্র মামলাটি নিয়ে। এই সব মামলার বিচার নিম্ন আদালতে হওয়ার পর সেসন্ কোর্টে বা দায়রার কোর্টে বিচার হবে। এই সব অপরাধ প্রমাণ করার জন্য দূরদূর স্থান হতে শত শত সাক্ষ্য আমাদের নিম্ন ও উঁচু আদালতে পেশ করতে হবে।

১১-১-৪৭ তারিখে একটি বিরাট সশস্ত্র বাহিনীর পাহারায় ২৪ পরগনা জিলার অতিরিক্ত জিলা হাকিম শ্রীযুত আচার্যের প্রশস্ত আদালত কক্ষে এই সকল দুর্দান্ত আসামীর বিচারের ব্যবস্থা করা হলো। ইতি-মধ্যে কয়বার আমাদের একজন জেলে গিয়ে রাজসাক্ষীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করে এসেছে। এই দুই জন এপ্রুভার বা রাজসাক্ষীকে পৃথক ভাবে জেলের একটি পৃথক কক্ষে সিগগ্রিগেট করে রাখা হয়েছিল। দলের লোকের হাতে এদের দুজনার জীবনহানির আশঙ্কায় জেল কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সতর্কতাও অবলম্বন করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক আদালত কক্ষে বাংলার সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক অপরাধীদের জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত বিরাট লৌহ পিঞ্জরের [কাঠ-গড়া] মধ্যে এদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথমে আসামী উড রাজসাক্ষীরূপে সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় এসে তাদের লোমহর্ষক কাহিনীগুলি আদালতকে শুনিয়ে দিতে থাকে। প্রায় দশদিন ধরে সে প্রতিটি ঘটনা পিঞ্জরাবদ্ধ আসা-মীদের উপহাস ও টিট্কারী উপেক্ষা করে বিবৃত করতে পেরেছিল। এর পর আলেকের রাজসাক্ষী রূপে এই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেবার কথা। কিন্তু এই দিন দুইটি কারণে এদের এই বিচার স্থগিত রাখতে হাকিম বাহাদুর বাধ্য হলেন। প্রথমতঃ এই আদালতে আনবার সময় এই আসামীদের দুইজন আদালতের গেটের নিকট হতে

প্রিসন ভ্যান থেকে নামবার সময় প্রহরীদের সজাগ বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য বাহিরে অপেক্ষমান কৌতূহলী জনতা তখুনি তাদের পাকড়াও করে ফেলেছিল। দ্বিতীয়তঃ আলেকের আদালতে অনুপস্থিতি। এই বিষয়ে জেল থেকে জানা গেলো যে আলেক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে চিকিৎসার জন্য প্রেসিডেন্সি হাঁসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। আমি বিব্রত হয়ে আদালত হতে বিচারের জন্য একটি লম্বা পরবর্তী তারিখ মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে আসামীদের সতর্ক পাহারাধীনে জেলে ফিরত পাঠিয়ে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতাল অভিমুখে রওনা হয়ে গেলাম।

এই হাঁসপাতালে এসে গেটের সামনেই দেখলাম আলেকের আত্মীয়-স্বজনরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের কাছে শুনলাম যে আলেকের পিতা এই মাত্র এই হাঁসপাতালেরই একটি বেডে মারা গিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে উপরে উঠে দেখলাম আলেকের পিতার বেডটি লাল ঘেরা দিয়ে ইতিমধ্যেই ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এই রূপ একটি অঘটন ঘটার কথা শুনে আমি আলেকের এখানে আসার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁদের আর জানাতে সাহসী হলাম না। আমার সম্মুখ দিয়েই তাঁরা আলেকের পিতার শবদেহ নিয়ে বার হয়ে গেলেন। আলেকের পিতা জীবনে এই পুত্রের মুখদর্শন করবেন না বলেছিলেন। তাই আলেকের মুখ দেখবার আগেই তিনি বিদায় নিলেন। আমি বিক্ষুব্ধ মনে কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তা জানি না। হঠাৎ চমকে উঠে চেয়ে দেখলাম যে তুজন সশস্ত্র শাস্ত্রী তুজন নার্স সহ এসে আলেককে তার পিতার পরিত্যক্ত বিছানাটা পাল্টে দিয়ে সেইখানেই তাকে শুইয়ে দিলে।

'আরে! আপনি?' আমাকে সেখানে দেখে খুশি হয়ে উঠে আলেক

আমাকে বললো, 'হঠাৎ পেটে একটা যন্ত্রণা শুরু হলো। বোধ হয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত [penance] হচ্ছে। আমার পিতামাতার জীবিত অবস্থাতেই আমাকে এ পৃথিবী থেকে বিদেয় নিতে হবে। হ্যাঁ! ভালো কথা, আমার বাবা-মার খবর ভালো তো?'

আলেকের এই প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে আমি শুধু একটু মৃদু হাসলাম। হঠাৎ এই সময় আলেক আবার পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলো। আমিও তার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হতে রেহাই পেলাম। এর পর আরও কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। আলেক কয়েকদিন পরেই আবার জেলে ফিরে গিয়েছে। এমন সময় বিচারক হাকিমের মাধ্যমে একটি পত্র পেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আদালত-প্রেরিত এই পত্রের সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"জেল কর্তৃপক্ষ থেকে খবর পেয়েছিলাম যে আলেক উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। এই জন্য উপযুক্ত সার্জেনকে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করাতেও বলেছি। এই পরীক্ষান্তে দেখা গিয়েছে যে সত্যই সে পাগল হয়ে গিয়েছে। আপনাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ইহা জানানো হলো"।

আলেকের পাগল হয়ে যাবার সংবাদে আমরা সকলেই চিন্তিত হয়ে উঠলাম। আমার সহকারীরা এবার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে উডকে বিকল্প রাজসাক্ষী রূপে হাতে রেখে আমি বুদ্ধিমানের কাজই করেছি। কিন্তু আসামী উড আলেকের মত অতো তোখড় ছিল না। প্রতিপক্ষীয় উকিলের জেরার মুখে সে আলেকের মত অবিচল নাও থাকতে পারে। আমি তৎক্ষণাৎ জেলে গিয়ে দেখলাম যে আলেক সত্য সত্যই উন্মাদ। কিন্তু আলেককে আমি ভালো করেই চিনেছিলাম। তাকে নিরালায় এনে আমি জিজ্ঞেস করলাম,

'বন্ধু! তুমি এ কি করলে? এ মামলা তো তুমিই খাড়া করেছো। এখন তাকে ঘাটে এনে ভরা ডুবাবে?'

প্রত্যুত্তরে আলেক কিছুক্ষণ আমার দিকে চোখ পিট্ পিট্ করে চেয়ে থেকে উম্মাদের মত অট্টহাসি হেসে উঠলো। এদিকে আমিও কিন্তু নাছোড়বান্দা। আমি পুনরায় তাকে অনুযোগ করে বললাম, 'বন্ধু! তোমার মা তোমার পথ চেয়ে রয়েছেন। তুমি তা'হলে তোমার বিবেককে জিজ্ঞেস করো, এখন তোমার কর্তব্য কি?' এমনি কিছুক্ষণ বুঝাবার পর আলেক মৃদু হেসে আমাকে বললো, 'বন্ধু! ডাক্তারকে ধাপ্পা দেবার জন্য সাত রাত্রি ঘুমাই নি। আজ আমি বড়ই ক্লান্ত। তবু আমি কথা দিচ্ছি যে আর গোলমাল করবো না। তুমি আমার সঙ্গে আর একটি দিনও দেখা করো নি। তাই আমি আমার পথ ও মত বদলে ফেলেছি। আমার এই ব্যবহারের আরও একটা কারণ আছে। তুমি এই গ্যাঙ্গের নাম 'আলেকস্ গ্যাঙ্গ্' না রেখে 'প্ল্যাটস গ্যাঙ্গ্' রেখেছো। খবরের কাগজে তুমি আমার বদলে প্ল্যাটকে প্রখ্যাত কেন করলে? আমি বংশের সুনাম নষ্ট করে দস্যু হয়েছি। এখন প্ল্যাটের অধীন দস্যু হওয়া আরও লজ্জাকর।'

'ওঃ! এই জন্যে আমার ওপর তোমার এতো অভিমান!' আমি আমার গলাটা যথাসম্ভব মিষ্টি করে আলেককে বললাম, 'কিন্তু তুমি এখন আর ওদের একজন নেতা নয়। তুমি হচ্ছো এখন আমাদের একজন প্রধান নেতা। তা ছাড়া ও সব খবরের কাগজওয়ালারা চির-কালই সত্যের সঙ্গে বহু মিথ্যেও লিখে থাকে। এ জন্য তাই আমাকে তোমার দায়ী করা কখনও উচিত হবে না।'

'না না, শুধু এইটুকই নয়', বেশ একটু অভিমানের স্বরে আলেক আমাকে বললো, 'আমি আরও একটা খবর শুনে মনে করেছিলাম যে

তুমি বোধ হয় তোমার পূর্ব প্রতিশ্রুতি রাখলে না। তুমি না কি আমাদের সেই ·হস্যময়ী নারী সদস্যটির সন্ধানে বিদেশী কয়েকটি দূতাবাসের মাধ্যমে খোঁজ-খবর করাচ্ছো ? এই বিষয়ে তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছিলে যে এই মামলায় তার কথা তুমি কোনও দিনই আর তুলবে না। শুধু পাশ-পোর্ট পাওয়ার সুবিধের জন্যই আমি তাকে অন্য এক জনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম। তাদের গন্তব্যস্থলে গিয়ে তারা পূর্ব পরিকল্পনা মত তাদের বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিয়েছে। সে এখন সেখানে একটা টাইপিস্টের কায করছে। কোনও দিন সেখানে যেতে পারলে আমার সঙ্গে তার নিশ্চয়ই দেখা হবে। মুলতুবী থাক এখন আমার এই সব ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু ভূলেও আপনাদের এই মামলার মধ্যে তাকে স্থান দেবেন না।'

আমার ধারণা ছিল যে কোনও না কোনও সূত্রে পিতার অতর্কিত মৃত্যুর সংবাদ শুনে তার মস্তিষ্কের বিকার ঘটেছে। এখন তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে বুঝলাম যে এই নিদারুণ সংবাদ তখনও পর্যন্ত সে পায় নি। তার বাড়ির লোকের ধারণা হয়েছিল যে আলেকের এই অধঃ-পতনই তার পূতচরিত্র পিতার এই অকাল মৃত্যুর কারণ। এই জন্য তারা তাকে এই বিষয়ে কোনও সংবাদই দেয় নি। আমি আলেককে আশ্বস্ত করে আদালতে এসে হাকিমকে জানালাম যে আলেকের মস্তিষ্কের বিকার আদপেই ঘটে নি। এখন এদের এই মামলা যে কোনও দিন আরম্ভ করা যেতে পারে।

এক মাস ধরে শুনানীর কার্য চালিয়ে হাকিম বাহাদুর এদের মাত্র চার জনকে অব্যাহতি দিয়ে এদের নেতৃবৃন্দ সহ বাকি সকলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করলেন। কিন্তু তিনি তাঁর মনস্থির সত্ত্বেও প্রকাশ্য আদালতে এদের বিরুদ্ধে রায় দিতে সাহস করেন নি।

আদালতের মধ্যে এই রায় দিলে এরা নিশ্চয়ই সেখানে হৈ চৈ শুরু করে দিত। এই অবস্থায় এদের সহজে জেলে পাঠানো সম্ভব হতো না। এই জন্য অতিরিক্ত জিলা হাকিম আচার্য সাহেব জেলের ভিতরে গিয়ে তাদের দায়রা আদালতে সোপর্দকরণের হুকুম শুনিয়ে এসেছিলেন।

এর কয় দিন পরই এই মামলার শুনানী আলিপুরের জজকোর্টে [দায়রা আদালতে] আরম্ভ হয়ে গেলো। এই আসামীদের শান্ত রাখবার জন্যে আদালত কক্ষের চতুস্পার্শ্ব আমরা সশস্ত্র শান্ত্রীতে ভর্তি করে রেখেছিলাম। কিন্তু জজ ও জুরিদের বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও এরা সেখানে গোলমাল করতে কশুর করে নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে এরা নিজেদের উকিলদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে সাক্ষীদের জেরা করতেও শুরু করে। দায়রা কোর্টের বিচারের সময় আমরা আর একটি অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়ি। কারণ যে বিধবা নারীটিকে বারাসাতে এরা ধর্ষণ করে সেই নারীটি ইতিমধ্যে সন্তানবতী হয়ে পড়ে। এই শিশু সন্তানটি কোলে করেই সে আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসে। এই সময় প্রশ্ন উঠে যে ধর্ষণ জনিত কোনও নারীর পক্ষে গর্ভধারণ সম্ভব কি না? কিন্তু আদালত ঐ সম্পর্কে বিপক্ষীয় উকিলদের মতামত মেনে নিতে রাজি হন নি। চোখের জল ফেলতে ফেলতে ও সেই ক্রন্দনরত শিশুটিকে শান্ত করতে করতে ঐ ধর্ষিতা নারীর সাক্ষ্য প্রদান আদালত শুদ্ধ লোককে বিচলিত করে তুলে। হায় রে! এই ডাকাতের ছেলের প্রতিও মায়ের কি মায়া! এদিকে আসামীদের উকিলরা বলে যে পূর্ব হতে পুলিশ কোনও কোনও আসামীকে মিছিল সনাক্তকরণের পূর্বেই সাক্ষীদের দিয়ে চিনিয়ে রেখেছিল। এই জন্যই তারা তাদের অতগুলো বাহিরের লোকের মধ্য হতে চিনে নিতে পেরেছে।

এ ছাড়া এ কথাও বলা হয় যে খবরের কাগজ পড়ে আপনি আসা-সাক্ষী কয়টিও না কি আমাদের বানানো সাক্ষী। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ আদালতে তারা আদপেই প্রমাণ করতে পারে নি। পরিশেষে আদালতের বিচারে এই দলের প্রতিটি নেতার পর্যায় ক্রমে তিন হতে নয় বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

এই মামলার সাক্ষীর সংখ্যা ছিল দুই শতেরও অধিক। এই মামলা সংক্রান্ত ডায়রি বইয়ে প্রায় ৬০০০ পাতা সংযুক্ত ছিল। এজন্য এটাকে চারিটি পৃথক খণ্ডে বিভক্ত করে নিতে হয়। এই মামলায় প্রায় আড়াই শত প্রদর্শনী দ্রব্য [exhibit] দাখিল করতে হয়েছিল। সমগ্র পূর্ব ভারত হতে বহু সাক্ষীকে এখানে উপস্থিত করতে হয়। এই জন্য আদালতের প্রাঙ্গণে তাঁবু ফেলে এদের আহারাদিরও বন্দোবস্ত করতে হয়। এই-বার এই দলীয় মামলা হতে কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে। এই শিক্ষাগুলি হচ্ছে এইরূপ: অপস্পৃহা একবার বহির্গত হলে উহার আর শেষ নেই। প্রারম্ভেই প্রদমিত না হলে দস্যুদল ভীষণতর হয়ে উঠে। তরুণমতি বালকদের সিনেমা দেখার পরিণাম ভয়াবহ। পর্দায় দস্যুদের কীর্তিকলাপ ফলাও করে দেখানো অনুচিত। যুদ্ধোত্তর ও দাঙ্গোত্তর পরিকল্পনা না থাকলে সংশ্লিষ্ট যুবকদের অপরাধী হওয়া অসম্ভব নয়। আর ধর্মকে রাষ্ট্র বা সমাজ হতে বিদায় দেওয়ার পরিণাম? এই অবস্থায় সমগ্র জাতিটিই স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিতে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

এইবার আমাদের রাজসাক্ষী আলেক ও উড সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলে এই কাহিনীটি আমি শেষ করবো। এই বিচারের শেষে উডকে আমি আর দেখি নি। তবে সে যে আজও সৎভাবে জীবন যাপন করছে

সে কথা ঠিক। আমার চেষ্টায় আলেক বিলাত যাবার জন্যে একটা পাশপোর্ট সংগ্রহ করে। এর কয়েকদিন পরেই সে লণ্ডন চলে যায়। কিন্তু সে সেখানে কার সঙ্গে মিলিত হতে যায় তা সেই জানে। সেই রহস্যময়ী অ্যাংলো নারীটি সম্বন্ধে সে শেষ দিন পর্যন্ত কোনও কথা ভেঙে বলে নি। আমাদের আলেক এখন লণ্ডন শহরের একজন সাধু চরিত্রের নাগরিক। এখনও মধ্যে মধ্যে খেয়াল মত সে আমাকে চিঠি-পত্রও লেখে। দুই-একবার সে লণ্ডনে যাবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আরও সে জানিয়েছিল যে সেখানে গেলে তার ঐ বাড়িতেই ঐ রহস্যময়ী নারীটির সঙ্গে আমার দেখা হবে।

হ্যাঁ! আসল কথাই বলতে ভুলে গিয়েছি। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের জেলে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে আদালতের বাইরে এসে দেখলাম যে উড তার মায়ের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাজসাক্ষী হওয়ায় উড ও আলেককে আদালত ক্ষমা করে মুক্তি দিয়েছিলেন। এদিকে উডের মার কান্না তখনও থামেনি। আমি এগিয়ে গিয়ে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত আনুষ্ঠানিক ভাবে উডকে তার মার হাতে তুলে দিলে তার মা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বললো, 'বাবু! আশীর্বাদ করো, আমার ছেলের যেন সুমতি হয়। তোমাকে আমরা কোনও দিনই ভুলবো না।' হঠাৎ এই সময় উডের মার লক্ষ্য পড়লো আলেকের দিকে। যে কোনও কারণেই হোক উডের মার ধারণা হয়েছিল যে তার পুত্রের এই সর্বনাশের জন্য আলেকই দায়ী।

এর পর উড ও তার মাকে বিদায় দিয়ে আমি আলেককে তার মার কাছে নিজে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে স্টিফেন হাউসে তাদের ফ্ল্যাটের দুয়ারে এসে উপস্থিত হলাম। দুয়ারের সামনের বারান্দাটা আজ যেন আর তেমন পরিষ্কার নেই। ফ্ল্যাটের দুয়ারে মৃদু

আঘাত করতেই সেটা খুলে গেল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম যে কেউ কোথাও নেই, খাট চেয়ার আসবাব পত্র সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখানে ওখানে জড় করা ধূলার মধ্যে মাত্র কয়েকটি ছেঁড়া চিঠিপত্র ও কাগজের টুকরা পড়ে রয়েছে। তার মধ্যে আলেকের ছোট বেলাকার পড়ার বইয়ের কয়েকটি ছেঁড়া পাতাও দেখা যায়। অস্ফুটস্বরে আলেকের মুখ থেকে বার হয়ে এলো, 'মাম! মা কোথায়?' ঠিক এই সময় বাড়ির একজন দারবান সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে উঠলো, 'আরে সাব! আপ্ হিয়া পর? বুড্‌ঢী মায়ী তো দো রোজ পয়লা গুজার গয়া। উনকে কবর কো বাদ—ইন্ লোক ই মোকাম ছোড় দিয়া'। হঠাৎ এই সময় আমার নজর পড়লো ওদের এই ঘরের একটা দেওয়ালের দিকে। সেখানে আলেকের বোনের হস্তরেখায় লেখা ছিল, 'আলেক! মা তোমাকে ক্ষমা করেছেন।' খুব সম্ভব, এই কটি কথা উচ্চারণ করে আলেকের মা শেষ নিশ্বাস ফেলে থাকবেন। আর বেশিক্ষণ এই ঘরে থাকলে আলেকের মত আমিও পাগল হয়ে যেতাম। আর দেরী না করে আমি আলেককে নিয়ে ধীর পদবিক্ষেপে ডালহাউসি স্কোয়ারের সামনে এসে দাঁড়ালে আলেক বলে উঠলো, 'বাবু, তুমি না একবার বলেছিলে, 'দাই সিন্ উইল ফাইণ্ড ইউ আউট্?'

'সে কথা এখন থাক ভাই, আলেক,' আমি বিব্রত হয়ে তাকে বললাম, 'তোমার মার বয়স তো হয়েছিল। তোমার বাবার মৃত্যুর শোক বোধ হয় তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তা যা হবার তাতো হয়েই গিয়েছে। তুমি তাহলে এখন কোথায় যাবে?'

'এ্যা! তাহলে আমার বাবাও গত হয়েছেন?' আর্তনাদ করে

আলেক বলে উঠলো, 'কৈ এ কথা তো আমাকে এর আগে আপনারা জানান নি ? তা বেশ বেশ। খুবই বেশ। তাহলে বাবু ! আপনাদের কাছে এতক্ষণে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আপনি তাহলে এখন যেতে পারেন। আপাততঃ আমি ঐ ডালহাউসি স্কোয়ারের ভিতরে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসে থাকবো।'

আলেককে সান্ত্বনা দেবার কোনও ভাষা এইদিন আমাব ছিল না। তবুও আমার মনে হলো এর চেয়ে আরও বেশি শাস্তি তার হওয়া উচিত ছিল। যে সব অপরাধ দিনের পর দিন সে করেছে, তার তুলনায় এই শাস্তি নিশ্চয়ই অকিঞ্চিৎকর। আলেকের মাতা-পিতা তাকে ক্ষমা করলেও পরম পিতা কি তাকে ক্ষমা করবেন ?